# লালকুঠি।

## উপন্যাস।

১ নং বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের লেন হইতে

শ্রীরাধানাথ মিত্র কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

( নূতন সংস্করণ। )

কলিকাতা

লরেন্স প্রিণ্টিংওয়ার্কস্‌,

২৯-১ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট,

শ্রীহীরালাল ঢোল

কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩০৭।

# উৎসর্গ পত্র।

মহামান্য, বিদ্যোৎসাহী

শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রী ত্রিপুরাধিপতি

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজা রাধাকৃষ্ণ দেব বর্ম্মণ মাণিক্য

বাহাদুর মহোদয় প্রবল প্রতাপেষু।

রাজন্!

সসম্মানে, সাদরে অদ্য "লালকুঠি" ভবদীয় পবিত্র কর-কমলে অর্পিত হইল, আপনার ন্যায় জ্ঞানী মহাত্মার নামে মৎকৃত এক খানি পুস্তক উৎসর্গীকৃত হইবে—বহু দিনের এ সাধ, এত দিনে পূর্ণ হইল।

স্পর্শমণি স্পর্শে অধম লৌহ খণ্ডও স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, আশা—মহতের আশ্রয়ে এই অকিঞ্চিৎকর "লালকুঠি" সাধারণের সহানুভূতিতে বঞ্চিত হইবে না, নিবেদন ইতি—

কলিকাতা,
১ নং বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের লেন,
৩২ শ্রাবণ. ১৩০৭।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরাধানাথ মিত্র।

# লালকুঠি।

# উপন্যাস।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

দিবা অবসান প্রায়, পশ্চিম গগনে হীনপ্রভ লোহিত তপন অৰ্দ্ধ জগতে জীবের পরিণাম জানাইয়া অস্তাচলাভিমুখে গমন করিতেছেন। প্রকৃতিরাণী অংশুমালীর ক্ষীণকর দর্শনে ব্যাকুল চিত্তে, দিনমণির আনন্দদায়ক বেশভূষা বিসৰ্জ্জন দিয়া, বিধবার বিষাদ-আঁধার-বসনে বপু আচ্ছাদিত করিয়া মনদুঃখে অধোমুখী হইতেছেন। দেখিতে দেখিতে বিহঙ্গগণ তরুশাখায় সমাসীন হইয়া সুমধুর স্বরে ভুবন প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। ধরণী-সুন্দরী ক্রমে ক্রমে নিস্তব্ধ মূৰ্ত্তি ধারণ করিলেন, গৃহীজন পরিশ্রমান্তে স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাগত হইয়া বিরাম লাভ করিতেছে। পথ, ঘাট লোক শূন্য, আর সেরূপ কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতেছে না, অবিরাম জনতার হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। স্বভাব সুন্দরী, দিননাথের বিরহ-বেদনা সম্বরণ করিয়া, তরুণ-নায়ক সন্ধানে ফুল্ল ফুলদলে বিভূষিতা হইয়া আকাশের দিকে নয়ন ফিরাইলেন। সুনীল গগনের এক ভাগে বিমল কান্তির ঈষৎ আভা দেখিতে পাইয়া, তাঁহার নেত্রদ্বয় আকৃষ্ট হইল, প্রকৃতিরাণী দর্শন মাত্রই মনে মনে তাঁহাকেই

পতি-পদে বরণ করিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। সর্ব্বত্র-গতি অধীর অনিল, কুসুম-সুবাস উপহার যতনে ধরিয়া, অভিসারিকা ভাবে, নায়ক সমীপে নায়িকার প্রেমকাহিনী ধীরে ধীরে বহন করিল; সুধাকর নায়িকার প্রেম-নিদর্শনে অসংখ্য হীরকনিভ তারকা-মণ্ডলী সহ বিমল কিরণে ভূষিত হইয়া নভোমণ্ডলে উদিত হইলেন—শান্তিময়ী জ্যোছনা-ধারায় ধরাতল সুশীতল হইল।

সুধার আধার শশধর দর্শনে সকলেরই মন মোহিত হইল, দিবাভাগের ভাবনা, চিন্তা, শ্রম যেন কোথায় চলিয়া গেল; নবালোকে নরলোকে যেন নব-জীবন উন্মেষিত হইল! সাংসারিক ভাবনা চিন্তা দুঃখবেগ যেন দিননাথের সঙ্গেই চলিয়া গিয়াছে, হৃদয়ে উপস্থিত আর কোন উদ্বেগ নাই! মনের কথা মনোমত লোকের নিকট জানাইবার ইহাই প্রকৃত সময়। এই মনোরম সময়ে যুবক যুবতী পরস্পর মিলনের প্রতীক্ষা করিতেছে, পুত্র পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সাবকাশ পাইয়াছে, দুহিতা জননীর নিকট সুখ দুঃখের কথা কহিবার অপেক্ষায় রহিয়াছে, বন্ধু বন্ধুর সহ মিলিত হইবার নিমিত্ত বাটী হইতে বহির্গত হইতেছেন। দিবাভাগ পরিশ্রমের সময়, সচ্ছন্দে দুই দণ্ড কাল কথাবার্ত্তায় যাপিত হইবে, সংসারীর পক্ষে সে অবকাশও ঘটিয়া উঠে না।

সন্ধ্যা-সমীরণ সেবন উদ্দেশে পথিমধ্যে দুইটী যুবকের পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। একটীর নাম যতীন্দ্রমোহন, অপরের নাম ধরণীকান্ত। প্রথমটীর বয়ঃক্রম চতুর্ব্বিংশ বৎসর মাত্র, দ্বিতীয় ষড়বিংশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই ভদ্রবংশোদ্ভব, বুদ্ধিমান, সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সমবয়স্ক; অধিকন্তু দুই জনেই এক বিদ্যালয়ের সহপাঠী হওয়ায় পরস্পর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ। উভ-

য়েই জীবনের এই নবীন যৌবনাবস্থায়ও বিবিধ সদ্গুণ সম্পন্ন ছিলেন; এক কথায় সামাজিক সকল কার্য্যেই তাঁহাদিগের সম্যক্ পারদর্শিতা থাকায়, উভয়েই সকলের নিকট প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন; পরিচিত ব্যক্তি মাত্রই তাঁহাদিগকে ভালবাসিত। সৎস্বভাব, শিষ্টাচার ও বদান্যতা বশে কেবল সহপাঠীদিগের মধ্যেই তাঁহারা অনুরাগ ভাজন হইয়া ছিলেন—এমন নহে, দেশস্থ সমস্ত লোক, অধিকন্তু পরিচিত বিদেশীয়গণও সেই দুই জনের প্রতি যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করিতেন ও তাঁহাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির জন্য যত্ন পাইতেন।

বেড়াইতে বেড়াইতে উভয়ের নানাবিধ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে ধরণীকান্ত যতীন্দ্রমোহনকে বলিলেন, "ভাই! এ স্থানটী কি মনোহর! যেদিকে নয়ন ফিরাই, অপরূপ শোভা দেখিয়া মন প্রাণ পুলকিত হইতে থাকে! ওই দেখ বিটপীশ্রেণী খদ্যোতপুঞ্জে কি মনোরম শোভা ধারণ করিয়াছে! কৃষ্ণবর্ণের মকমলে যেন অসংখ্য হীরকখণ্ড দীপ্তি পাইতেছে! চারিদিক অন্ধকারময়, সুনীল আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী পরিবেষ্টিত সুধাংশু রশ্মি-জাল বিস্তার করিতেছে; মৃদুমন্দ গন্ধবহ কুসুম-বাসে মাতোয়ারা হইয়া ক্ষণে ক্ষণে গাত্র স্পর্শে শান্তি প্রদান করিয়া কোথায় যেন চলিয়া যাইতেছে! অদূরে ঝর ঝর নাদে নির্ঝর হইতে শুভ্র রজত সদৃশ বারিরাশি উদ্গারিত হইয়া উপত্যকাভূমি অতিক্রম করিয়া নিম্নতলাভিমুখে ধাবমান হইতেছে, জ্যোছনা-বালা সেই জল-প্রপাত সহ মিলিত হইয়া কি সুন্দর জলকেলি করিতেছেন! না জানি ভাই, এ কাঞ্চনগর সদৃশ আরও কত শত রমণীয় ঠাঁই আছে? এরূপ সামান্য শোভায় মন যখন এতাদৃশ আকৃষ্ট হই-

তেছে, দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া জগতের শোভা, সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে, না জানি কতই অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হইতে থাকে! ভাই, বহুদিবসাবধি দেশ-ভ্রমণে আমার একান্ত ইচ্ছা, এ বিষয়ে আমরা দুই জনে মিলিত হইয়া কতবার পরামর্শও করিয়াছি, কিন্তু এত কাল কিছুতেই সেই আশা পূর্ণ হয় নাই—মনের আশা মনেই বিলীন হইয়াছে। বাল্যকালাবধি উভয়েই এক বিদ্যালয়ে একত্রে পাঠাভ্যাস করিলাম, উভয়েই প্রগাঢ় সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলাম; যাহা কিছু করি, তোমার পরামর্শ না লইয়া কোন কার্য্য করিবার আমার ক্ষমতা বা অধিকার নাই। হৃদয়-জাত আশা-লতা কি অকালে উন্মূলিতা হইবে?”

যতীন্দ্রমোহন উত্তর করিলেন, “সখে! বিদেশ ভ্রমণ অপেক্ষা অধিক সুখের বিষয় আর কি আছে? জগতের কোথায় কি ঘটিতেছে, কোন্ দেশের জলবায়ু কিরূপ, বৈদেশিক আচার প্রণালী কেমন—এই সকল দেখিয়া শুনিয়া জ্ঞানলাভ হইতে থাকে এবং এরূপ জ্ঞানলাভে সমর্থ না হইলে লোকের নিকট সুখ্যাতি লাভের ও শ্রীবৃদ্ধিসাধনের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।' ভাই! তোমার অপেক্ষা আমি ইহার কারণ শতগুণে উৎকণ্ঠিত রহি-য়াছি; বাল্যকালাবধি এ জীবন বিদ্যোপার্জ্জনেই কাটিয়া গেল। জন্মগ্রহণ করিয়া পিতা মাতা ও আত্মীয়বর্গ ভিন্ন আর কাহারও মুখ দেখিতে পাইলাম না; আমার একান্ত ইচ্ছা যে, এই দণ্ডেই সংসারের সকল সুখ উপেক্ষা করিয়া দেশ পর্য্যটনে ভিন্ন ভিন্ন জাতির রীতি নীতি দর্শনে নেত্র ও চিত্তের তৃপ্তি সাধন করি।”

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই “যতীন্দ্রমোহন বলিলেন, “ভাই! বিদেশ গমনে যদি উভয়েরই একান্ত অভিলাষ হইয়া

থাকে, তাহা হইলে আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, অদ্যই আমরা নিশিযোগে মধুপুরাভিমুখে যাত্রা করিব; চল, গৃহে যাইয়া আপন আপন পরিধেয় ও পাথেয় প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া লই।”

উভয়েই গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অনতিবিলম্বে যে যাহার বাটীতে আসিয়া পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরুজনাদির অগোচরে বিদেশগমন উপযোগী বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া যৌবন সুলভ চাপল্যের বশবর্ত্তী হইয়া গন্তব্যস্থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মধুপুরে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে শ্রীনগরে পৌঁছিয়া তাঁহাদিগের চিত্তচাঞ্চল্যের কতক পরিমাণে লাঘব হইল, এক্ষণে তাঁহারা স্থিরচিত্তে ভবিষ্যতের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ পঠদ্দশা পরিত্যাগপূর্ব্বক পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুলোকের অজ্ঞাতসারে বিদেশ ভ্রমণে বাহির হওয়া অনুচিত এবং নিতান্তই যদ্যপি তাঁহারা বিদেশ যাত্রায় দৃঢ়সংকল্প হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অবস্থা ও মর্য্যাদানুযায়িক লোকজন সমভিব্যাহারে যাওয়াই তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তরুণ বয়স জনিত আমোদ-প্রিয়তা তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যে কেহই পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না; গুরুজনকে অভিপ্রায় বিজ্ঞাপনে তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে ভাবিয়া, তাঁহারা পত্র দ্বারাও কোন সংবাদ পাঠাইলেন না।

শ্রীনগরও অতি রমণীয় স্থান, এখানে বহুসংখ্যক লোকের বসতি, পথ ঘাট প্রশস্ত ও মনোরম; দুই তিন দিবস যাপন করিয়াই উভ-

য়েরই তথায় সুদীর্ঘকাল বাসের অভিরুচি জন্মিল। কালক্রমের তথা-কার দুই চারিজন সমবয়স্কের সহিত দিনে দিনে তাঁহাদিগের সদ্ভাব হইল। কথায় কথায় এক দিন তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, এই নগরে বহুসংখ্যক রূপলাবণ্যসম্পন্না কামিনী আছে; বিশেষতঃ সেই নগরের ভূম্যাধিকারী ৺রামজীবন রায় মহোদয়ের কুমারী শ্রীমতী মনোরমার ন্যায় সুন্দরী রমণী আর কুত্রাপিও দৃষ্টিগোচর হয় না।

মনোরমা রূপে গুণে অনুপমা রমণী, পিতার মৃত্যু হইলে একমাত্র সহোদর নরেন্দ্র নাথের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছেন; নরেন্দ্র-নাথ, একজন সম্মানশালী সাহসী বীরপুরুষ। ভ্রাতা ও ভগ্নী উভয়েই অপ্রাপ্ত বয়স্ক, কিন্তু অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী; এরূপ অবস্থায় বিজ্ঞ ও সাধু তত্ত্বাবধায়ক বিহনে সচরাচর সংসার যাত্রায় অর্থ হইতে বিবিধ অনর্থের সূত্রপাত হইয়া থাকে। সৌভাগ্যক্রমে নরেন্দ্র নাথ অল্পবয়সেই সংসার সম্বন্ধে যথেষ্ট বিচক্ষণতা লাভ করিয়াছিলেন, এজন্য সংসারে তাঁহাদিগের বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে নাই। মনোরমা নিভৃতে লোকশূন্য স্থানে দিন যাপন করিতেন; নরেন্দ্র নাথ বিশেষ যত্ন ও স্নেহ সহকারে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে সাবধান ভাবে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কোন ঘটনা-সূত্রে কুমারী যাহাতে কাহারও নয়ন-পথে পতিতা না হয়, এ বিষয়েও নরেন্দ্রনাথের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সেই অপরূপ রূপবতী কুমারী মহাদেব কালভৈরবের মন্দিরে দেবারাধনার জন্য সময়ে সময়ে আসিয়া থাকেন, যতীন্দ্রমোহন ও ধরণীকান্ত লোকমুখে ইহা জ্ঞাত হইয়া, মনোরমা দর্শন-লালসা পরিতৃপ্তি বাসনায় দেব-দর্শন-চ্ছলে উদ্দেশ্যসিদ্ধির সম্ভাবনা বুঝিয়া, প্রতিদিন সেই মন্দিরের সন্নি-কটে উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের

এত আয়াস যত্ন সমস্তই বিফল হইল; দিনে দিনে আশালতা শুষ্ক হইতে লাগিল—কিছুতেই মনোরমার সাক্ষাৎ লাভ ঘটিল না। আশায় নীরাশ হইয়া, তাঁহারা পুনরায় স্থানীয় বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন, তাঁহাদিগের অবকাশ সময়—কলুষ বিহীন, বয়সোপযোগী আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত হইতে লাগিল; রাত্রিকালে আদৌ বাসা হইতে বাহির হইতেন না, যদি কখন কোন বিশেষ কার্য্যবশতঃ বাটী হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইত, উভয়ে একত্র বহির্গত হইতেন, কিন্তু বহির্গমন সময়ে তরবারি, কিরীচ প্রভৃতি অস্ত্রাদি উভয়েরই সঙ্গে থাকিত।

এক দিবস সন্ধ্যাকালে ধরণীকান্ত বাটী হইতে বাহির হইতে-ছেন, যতীন্দ্রমোহন পাঠাভ্যাস করিবেন বলিয়া গৃহে থাকিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং পাঠান্তে তাঁহার পশ্চাৎগামী হই-বেন প্রতিশ্রুত হইয়া, তাঁহাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন।

ধরণীকান্ত। তাও কি হয়! আমি বাহিরে যাইয়া তোমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিব? তাহার অপেক্ষা আজ বেড়াইতে না যাওয়াই ভাল, এক দিন না যাইলে ক্ষতি কি?

যতীন্দ্রমোহন। না, বাটীতে থাকিবার প্রয়োজন নাই, যাও বেড়াইতে যাও, যে পথে আমরা প্রতিদিন বেড়াইয়া থাকি, সেই দিকেই যাইও, আমি অবিলম্বে অনুগামী হইব।

"আচ্ছা! তবে এস, নিত্য আমরা যে পথ দিয়া যাতায়াত করি, সেই পথ দিয়াই চলিলাম।" এই কয়েকটী কথা কহি-য়াই ধরণীকান্ত বাটী হইতে প্রস্থান করিলেন।

এক্ষণে ধরণী নিস্তব্ধ, জগৎ অন্ধকারে পরিপূর্ণ—পথ ঘাট লোকশূন্য; এ গম্ভীরা যামিনীতে কেবল স্থানে স্থানে ভীষণ

নিশাচরদিগের বিকট চীৎকার শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে, একমাত্র ঝিল্লী-রব জগতের নীরব স্তম্ভিত ভাবের কতক পরিমাণে লাঘব করিতেছে। ধরণীকান্ত বেড়াইতে বেড়াইতে দুই তিনটী পথ অতিক্রম করিয়াই চারিদিক যেন শূন্যময় দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়ে আশঙ্কার সঞ্চার হইল। পথিমধ্যে জনপ্রাণীরও যাতায়াত নাই যে, কাহারও সহিত মিলিত হইয়া বাক্যালাপে মনের উদ্বিগ্ন-ভাবের লাঘব করেন। অবশেষে তিনি বাটীতে ফিরিয়া আসিবারই সঙ্কল্প করিয়া মৃদু মন্দ পদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে একটী সুরম্য অট্টালিকার দ্বারদেশে কাহারও যেন মৃদু কণ্ঠ-ধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল; কিন্তু রজনীর অন্ধকার ও সুদীর্ঘ স্তম্ভশ্রেণীর ছায়ায় কোথা হইতে এরূপ শব্দ আসিতেছে, কিছুই সন্ধান করিতে পারিলেন না; তথাপি সেই শব্দ শ্রবণ মাত্রই তিনি তথায় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত পুনঃ পুনঃ সেই কণ্ঠস্বর শ্রবণের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগি-লেন। কিছুক্ষণ পরে সেই বাটীর দ্বারদেশের নিকটস্থ হইয়া এক খণ্ড কপাট উদ্ঘাটিত দেখিয়া, তাহার অধিকতর নিকটবর্ত্তী হই-লেন। এই সময়ে দ্বারদেশের অন্তরাল হইতে প্রশ্ন হইল, "কে ও, সুধীর?" ধরণীকান্ত এই কথা শ্রবণ মাত্রই উত্তর করিলেন, "হুঁ।" পুনরায় সেই স্থান হইতে কথিত হইল, "তবে এই লও, ধর, ইহা বিশেষ সতর্কতার সহিত রাখিও, আর তোমার এই স্থানে অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই, অবিলম্বে চলিয়া যাও।" ধরণীকান্ত তদ্দণ্ডেই হস্ত প্রসারিত করিয়া জানিতে পারিলেন যে, একটী বোঁচকা তাঁহাকে দেওয়া হইল, সেই মোটটি গুরু ভার বুঝিয়া তিনি অবিলম্বে উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহা গ্রহণ

করিলেন, পরক্ষণে দ্বার রুদ্ধ হইল। তিনি পুনরায় পথিমধ্যে একাকী হইলেন, বোঁচকাটী তাঁহার হস্তেই রহিল, কিন্তু উহার মধ্যে যে কি আছে, তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। পর-মুহূর্ত্তে হস্তস্থিত বোঁচকা হইতে সদ্যজাত শিশুর রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তিনি বিস্ময়াপন্ন হইলেন; এক্ষণে কিরূপে ইহার প্রতিকার করিবেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইতে হইল। একবার ভাবিলেন, সেই দ্বারদেশে উপনীত হইয়া দ্বারোদ্ঘটনের চেষ্টা করেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা অতীব গর্হিত কার্য্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার মনে হইল, হয়ত কোন অভাগিনী ভদ্রমহিলা অল্প বয়সে পতিহারা হইয়া, পরপুরুষের প্রলোভনে গোপনে প্রেমালিঙ্গনে লিপ্ত হইয়া এই কাণ্ড করিয়াছেন। গুরু-জনের গঞ্জনা ও লোকনিন্দা ভয়ে এতাবৎকাল গর্ভলক্ষণ গোপন রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে সন্তান প্রসব করিলে সকলেরই নিকট তাঁহার গর্হিত আচরণ প্রকাশ পাইবে, পাপিয়সীর পাপকাহিনী কাহারও অবিদিত থাকিবে না—এই ভয়ে পথের পথিক হস্তে সন্তান সমর্পণ করিয়াছে। তিনি সেই শিশুটী লইয়া সে বাটীর দ্বার-দেশে যাইলে দুঃখিনী মাতাকে বিপদ-সাগরে নিমগ্ন করা হয়, এদিকে যদি পথিমধ্যে বালকটীকে ফেলিয়া আসেন, তাহা হইলে তাঁহাকে শিশুহত্যা মহাপাতকে পতিত হইতে হইবে। বাসায় আনিয়া সদ্যজাত শিশুকে প্রতিপালন করেন, তাঁহার এরূপ ক্ষমতাও নাই। তবে তখন পল্লীস্থ লোকের সহিত বিশেষ সদ্ভাব ঘটিয়াছে; তাঁহা-দের কাহারও হস্তে শিশুটীকে সমর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, এইরূপ ভাবিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্নমনে তিনি ক্ষণকাল তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন; পরক্ষণে তাঁহার স্মরণ হইল যে, সত্বর

বাটীতে ফিরিয়া যাইতে হইবে, অগত্যা বিশেষ যত্ন সহকারে শিশুটীকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া তিনি গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এদিকে যতীন্দ্রমোহন পাঠান্তে, বন্ধুর অনুসন্ধানে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন; বাসায় দুইটী মাত্র ভৃত্য ও একটী বৃদ্ধা দাসী রহিল; ওদিকে ধরণীকান্ত বাসায় উপস্থিত হইয়া সেই শিশুটীকে বৃদ্ধার হস্তে দিয়া তাহাকে দুগ্ধপান করাইতে বলিলেন। যতীন্দ্রমোহনের সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায়, সেই পথপার্শ্বস্থ অট্টালিকার সম্মুখভাগে কোন প্রকার গোলযোগ হইতেছে কি না, জানিবার অভিপ্রায়ে ধরণীকান্ত পুনরায় গৃহ হইতে বাহিরে যাইবার অভিপ্রায় করিলেন, কিন্তু সদ্যজাত শিশু বহুমূল্য অলঙ্কারে সজ্জিত রহিয়াছে দেখিয়া, তিনি অবশেষে মনে মনে ভাবিয়া ইহাই স্থির করিলেন যে, এই সন্তানটী তাঁহার হস্তে ভ্রমপ্রযুক্ত অর্পিত হইয়াছে; দাসীকে বালকের গাত্র হইতে গহনাগুলি খুলিয়া লইতে বলিলেন। গাত্রের আচ্ছাদন ও অলঙ্কারাদি উন্মোচিত হইল, শিশুর নয়ন-তৃপ্তিকর রূপলাবণ্য দর্শনে ধরণীকান্তকে বিমোহিত হইতে হইল। বৃদ্ধা বালকের অপরূপ কান্তি অবলোকনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিতে লাগিল, "এ খোকাটী রাজা রাজড়ার ছেলের মত বোধ হ'চ্ছে!"

ধরণীকান্ত। এক্ষণে তোমাকে এই বালকটীর লালনপালন জন্য একটী ধাত্রীর অনুসন্ধান করিতে হইবে; আর শিশুর গাত্র-

স্থিত যে সকল বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও ভূষণাদি খুলিয়া লইয়াছ, তাহা আমার হস্তে অর্পণ কর ও ইহাকে সামান্য পরিচ্ছদে সজ্জিত কর।

ধরণীকান্তের কথামত শিশুটীকে বেশভূষায় সাজান হইলে, তিনি বালকটীর যথোচিত লালনপালনের জন্য তাহাকে ধাত্রী-গৃহে লইয়া যাইবার অনুমতি করিলেন ও তাহার প্রতিপালন জন্য আবশ্যক মত ব্যয়-ভার বহনেও প্রতিশ্রুত হইলেন। এই শিশুর সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা গোপন রাখিতে ধরণীকান্তের একান্ত ইচ্ছা, এজন্য তিনি বৃদ্ধাকে সেই বালকের কুল শীল ও পিতা মাতার নাম তাহার ইচ্ছামত নির্দ্দেশ করিতে বলিয়া তৎসম্বন্ধে কোন কথা কাহাকেও প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন; বৃদ্ধাও প্রভুর আদেশমত কার্য্য করিতে স্বীকৃতা হইল।

এই রহস্যের নিগূঢ় তত্ত্ব সবিশেষ জানিবার অভিপ্রায়ে ধরণী-কান্ত বাটী হইতে বহির্গত হইয়া অভিপ্রেত পথেই গমন করিলেন। প্রথমতঃ, তিনি দূর হইতে কোন প্রকার গোলযোগ শুনিতে পাই-লেন না; কিন্তু অধিকতর সন্নিকটস্থ হইয়া জানিতে পারিলেন যে, যে বাটী হইতে ঐ দুগ্ধপোষ্য বালকটী তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, সেই বাটীর বহির্দ্বারে তরবারির ঝন্ ঝন্ শব্দ হইতেছে। অনুমান করিলেন, কতগুলি লোক যেন এই বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত রহি-য়াছে। তাহাদিগের কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য তিনি আরও নিকট-বর্ত্তী হইয়া দ্বারদেশে কর্ণপাত করিয়া রহিলেন; কিন্তু অভ্যন্তরের একটীও কথা তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল না। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাহাদিগের কলহ মিটিয়া গিয়াছে—কিন্তু মধ্যে মধ্যে পরস্পর 'অসিসঞ্চালনে ঘর্ষণ হইয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে দর্শন করিয়া, বুঝিতে পারিলেন যে, একটী

লোকের বিরুদ্ধে অনেকগুলি লোক অস্ত্র সঞ্চালন করিতেছে। এইক্ষণে অভ্যন্তর হইতে এই কয়েকটী কথা তাঁহার শ্রবণগোচর হইল, "রে বিশ্বাসঘাতক! তোরা সকলে মিলিয়া আমার প্রাণ-সংহারে উদ্যত হইয়াছিস, এই দেখ্, এই দণ্ডে তোদের সেই নীচ কার্য্যের প্রতিশোধ দিই।"

এই কথা শ্রবণ মাত্র জনৈক আততায়ী ক্রোধভরে উত্তর করিল, "মিথ্যাবাদী! এখানে বিশ্বাসঘাতক কেহ নাই; যে ব্যক্তি মানহানি-অপরাধ দূরীকরণে যত্নশীল, তাঁহার প্রতি এরূপ দোষারোপ কোন প্রকারেই সঙ্গত নহে!"

এদিকে ধরণীকান্ত বহির্দ্বার হইতে কার্য্যক্ষেত্র নিরীক্ষণে মনে মনে পূর্ব্বোক্ত বীরপুরুষের প্রশংসা করিয়া ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে ঐ আক্রান্ত ব্যক্তির পার্শ্বদেশে উপনীত হইয়া, হস্তস্থিত ঢাল দ্বারা আততায়ীদিগের আক্রমণের প্রতিরোধ করিয়া কটীস্থিত কোষ হইতে তরবারী উন্মুক্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়, কিছু-মাত্র ভীত হইবেন না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেহে প্রাণ আছে, আপনার উদ্ধারার্থ সচেষ্ট থাকিব, শঙ্কিত হইবেন না—প্রাণ থাকিতে ভয় নাই; শত্রুপক্ষ যতই কেন বিক্রমশালী হউক না, আমি উহাদিগের বলবিক্রমে কিছুমাত্র ভীত নহি, আজ আমার কঠোর হস্ত হইতে তাহারা কেহই পরিত্রাণ পাইবে না।"

আততায়ীগণ একত্র মিলিত হইয়া বীরপুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, সহসা ধরণীকান্ত উপস্থিত হইয়া তাঁহার পক্ষসমর্থন করায়, কোন পক্ষেই আর কোন কথার উত্থাপন হইল না, অবি-রত আক্রমণে কাহারও কথা কহিবার অবকাশ ছিল না। ধরণী-কান্ত দেখিলেন যে, বিপক্ষপক্ষীয় ছয় জন লোকই সেই একমাত্র

ব্যক্তিকে নিধন করিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছে। এমন কি, শত্রুপক্ষীয় দুই তিন জন লোকে মিলিয়া অসি সঞ্চালন করায় তাঁহাকে মুহূর্ত্তমধ্যে ধরাশায়ী হইতে হইয়াছে। তিনি মনে মনে অনুমান করিলেন যে, তাহারা তাঁহাকে অবিলম্বে কাল-কবলে নিক্ষেপ করিবে; এজন্য ক্ষণবিলম্ব না করিয়া নিষ্কোষিত অসিহস্তে সেই বিপক্ষগণের দিকে সতেজে ধাবমান হইয়া, অসি সঞ্চালনে তাহাদিগকে সেই স্থান হইতে দূরীভূত করিতে চেষ্টিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে, প্রতিবেশীগণ ইতিমধ্যে আলোকাদি লইয়া তথায় উপনীত হইল। নতুবা তাঁহার এত উদ্যম এত শ্রম সমস্তই নিষ্ফল হইত; বিপক্ষগণ তাঁহাকেও ভূতলশায়ী করিত। প্রতিবেশীদিগের আগমনে শত্রুপক্ষ তদ্দণ্ডে ঊর্দ্ধশ্বাসে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এই সুযোগে পতিত ব্যক্তি কিঞ্চিৎ সুবিধা পাইয়া উত্থিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; তাঁহার প্রতি যে দুইবার আক্রমণ করা হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার বক্ষস্থলস্থিত বর্ম্মের উপর মাত্র আঘাত লাগিয়াছিল, তাহাতেই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছিলেন।

এই গোলযোগে ধরণীকান্তের উষ্ণীষ হারাইয়া যায়; তিনি অপর একটী উষ্ণীষ আপনার ভাবিয়া ভূতল হইতে তুলিয়া লইলেন। যে বিপন্ন ভদ্রলোকের তিনি সহায়তা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই ব্যক্তিই তাঁহার সন্নিকটে আসিয়া বলিলেন, "বীরপুরুষ, আপনি যেই হউন না কেন একমাত্র আপনার অনুগ্রহেই আজ আমার প্রাণরক্ষা হইল। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বলিতেছি, অদ্য হইতে আমি যথাসাধ্য আপনার উপকার-ব্রতে এ জীবন উৎসর্গ

করিলাম। এক্ষণে মহাশয় কোন বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন ও আপনি কে, সবিশেষ পরিচয় দানে উদ্বিগ্ন হৃদয়ে শান্তি প্রদান করুন।"

ধরণীকান্ত। মহাশয়! আমাকে অভদ্র বিবেচনা করিবেন না, যেহেতু আপনার আবেদন মত আমি প্রত্যুত্তর দিতেছি। আপনার সম্বন্ধে যাহা কিছু করিয়াছি, তাহা সুখ্যাতি লাভের জন্য নহে; কর্ত্তব্যানুরোধেই এরূপ করিয়াছি, আপনি জানিবেন যে, আমি কাঞ্চননগরবাসী; এক্ষণে এস্থানে ছাত্র ভাবে অবস্থান করিতেছি, এবং আপনার কৌতূহল নিবারণ জন্য জানাইতেছি যে, আমার নাম ধরণীকান্ত, আপনার নিকট হইতে কোন প্রকারপ্রত্যুপকার পাইবার আশা করি না।

অপরিচিত ব্যক্তি। ধরণী বাবু! আপনি মহাপুরুষ, অলৌকিক কার্য্য করিয়াছেন; কিন্তু আমার সম্বন্ধে এক্ষণে আপনার নিকট কিছুই প্রকাশ করিব না, এইমাত্র অনুরোধ—আমার পরিচয় আপনি অপরের মুখেই শ্রবণ করিবেন; যাহাতে আপনি অবিলম্বে এই সকল সংবাদ জানিতে পারেন, সে বিষয়ে আমি চেষ্টা পাইব।

এক্ষণে ধরণীকান্ত তাঁহাকে কোন আঘাত লাগিয়াছে কি না, এই সকল বিষয় আগ্রহসহকারে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, যেহেতু তাঁহার বক্ষোপরি দুইবার অসি সঞ্চালিত হইয়াছিল, ধরণীকান্ত স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন।

অপরিচিত ব্যক্তি। না, ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমার বক্ষস্থলে একটী উৎকৃষ্ট বর্ম্ম থাকায় ও আপনার আনুকূল্যে আমায় কিছুমাত্র আঘাত লাগে নাই।

তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, কতকগুলি অশ্বারোহী তাঁহাদিগের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। তদ্দণ্ডে, ধরণীকান্ত বলিলেন, "যদ্যপি ইহারা শত্রুপক্ষীয় হয়, তাহা হইলে এই দণ্ডেই আমাদিগের সশস্ত্র ভাবে প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য, নতুবা সম্মুখীন বিপদ হইতে উদ্ধারের আর কোনও সম্ভাবনা নাই।

অপরিচিত ব্যক্তি। না, আমার বোধ হইতেছে, তাহারা শত্রুপক্ষ নহে। যে সকল লোক আমাদিগের অভিমুখে আসিতেছে, উহাদিগকে পরিচিত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।

সেই অপরিচিত পুরুষ কিঞ্চিৎ পথ অগ্রসর হইয়া, তত্রস্থ বৃক্ষমূল হইতে অশ্ব-বন্ধন-রজ্জু উন্মোচন পূর্ব্বক অশ্বোপরি আরোহণ করিলেন। সমাগত অশ্বারোহিগণ সংখ্যায় সর্দ্দার সমেত আট জন মাত্র; তাহারা সন্নিকটস্থ হইয়াই অপরিচিত অশ্বারোহীকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহার সহিত অতিশয় গোপনে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। এরূপ গোপনে তাহাদের কথাবার্ত্তা হইল যে, ধরণীকান্ত নিকটে থাকিয়াও কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তৎপরে অপরিচিত পুরুষ ধরণীকান্তের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "মহাশয়! যদি এই অশ্বারোহিগণ আমার সাহায্য জন্য উপনীত না হইত, তাহা হইলে যতক্ষণ না কোন একটী নিরাপদ স্থানে পৌঁছিতাম, ততক্ষণ আপনার সঙ্গ ত্যাগ করিতাম না; কিন্তু এখন সে গোলযোগ ও আশঙ্কা হইতে মুক্তি পাইয়াছি, আর আমার কোন ভয় নাই। এক্ষণে সানুনয়ে নিবেদন এই যে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া স্বস্থানে যাইয়া শান্তি লাভ করুন, কার্য্যবশতঃ আমাকে এই স্থানেই আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর তিনি মস্তকোপরি হস্ত ক্ষেপণ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, শিরস্ত্রাণ নাই। যে সকল বিপক্ষ আসিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল, তাহাদিগের নিকট আপনার উষ্ণীষ খোয়া গিয়াছে—জানিবামাত্র, ধরণীকান্ত আপনার মস্তক হইতে শিরস্ত্রাণটী উন্মোচন করিয়া তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। যেহেতু ইতিপূর্ব্বে তাঁহার উষ্ণীষ ভূতলে পড়িয়া যাইলে, যে টুপিটী তিনি তুলিয়া লইয়াছিলেন, সেটী তাঁহার আপনার নহে। অপরিচিত ব্যক্তি উষ্ণীষ গ্রহণে অস্বীকার করিয়া, প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "মহাশয়! এ উষ্ণীষটী আমার নহে, যত কাল জীবিত থাকিবেন, এই বস্তুটী আজিকার বিপদের নিদর্শনস্বরূপ আপনার নিকট রাখিয়া দিবেন, কারণ এই সামগ্রী আমার জনৈক পরিচিত ব্যক্তির বলিয়া অনুমান হইতেছে।"

যে সকল লোক অপরিচিত ব্যক্তিকে পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে একজন অবিলম্বে একটী সুচারু উষ্ণীষ তাঁহার হস্তে অর্পণ করিল। ধরণীকান্ত তৎপরে দুই একটী বাক্যালাপ করিয়াও সে ব্যক্তির আর কোন পরিচয় পাইলেন না, অবশেষে বিদায় লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে যে স্থান হইতে সদ্যজাত শিশু সন্তানটী পাইয়াছিলেন, সেই স্থানের নিকট যাইতেও তাঁহার সাহসে কুলাইল না; যেহেতু পল্লীস্থ সকল লোক জাগ্রত থাকিয়া সেই স্থানে এক্ষণে জনতা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল; অনতিবিলম্বে তিনি বাসায় উপস্থিত হইলেন।

ধরণীকান্ত বাসায় ফিরিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে ঘটনাক্রমে, পথিমধ্যে যতীন্দ্র মোহনের সহিত সাক্ষাৎ হইল; শেষোক্ত

পুরুষ অন্ধকারেই তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ধরণীকান্ত! ফিরিয়া এস, আমার সহিত এই পথের শেষ অবধি চল; তোমাকে আমার কোন বিশেষ কথা বলিবার আছে; যাইতে যাইতে তোমাকে এরূপ একটী আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত শুনাইব, যাহা জীবনে কখনও শুন নাই।"

ধরণীকান্ত। যতীন্দ্রমোহন! আমারও ঐরূপ একটী বিষয় তোমাকে জানাইবার আছে; কিন্তু চল, তোমার কথা মতে আমরা পথের মোড়ে যাই ও প্রথমে তোমার কথাই শুনি।

উভয়ে কিয়ৎ পথ অগ্রসর হইলে, যতীন্দ্রমোহন বলিতে আরম্ভ করিলেন, "তুমি বাটী হইতে বাহির হইয়া আসিবার এক ঘণ্টার মধ্যেই আমিও তোমার অনুসন্ধানে বাটীর বাহির হইয়াছিলাম, কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইতে না হইতে একটী কৃষ্ণকায় মূর্ত্তি নয়নগোচর হইল; পরে জানিতে পারিলাম কোন একটী লোক ব্যগ্রভাবে অগ্রসর হইতেছে। যখন সেই মূর্ত্তিটী সন্নিকটে উপস্থিত হইল, আমি তাহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া জানিতে পারিলাম, কিন্তু সুদীর্ঘ বস্ত্রে তাহার সর্ব্বাবয়ব আচ্ছাদিত ছিল; ক্ষণপরেই সেই কামিনী অশ্রুপূর্ণনেত্রে গদ্গদবাক্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আমার উদ্দেশে বলিল, "মহাশয়! আপনি কি আগন্তুক? না,—এই দেশীয়?" রমণীর কথায় আমি প্রত্যুত্তর করিলাম, "না, আমি বিদেশী; নিবাস কাঞ্চন নগর।" এই কথা শ্রবণমাত্রেই তিনি অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "হা জগদীশ্বর, রক্ষা হইল! অবশ্যই ইঁহার হস্তে আমার সদ্গতি হইবে।" তদুত্তরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি আহত? না—পীড়াগ্রস্ত?" মহিলা বলিলেন, "না—আমি পীড়িত বা আহত নহি!

মহাশয়ের সহিত যদি সাক্ষাৎ না হইত, তাহা হইলে আমি যে নিদারুণ মনোবেদনা ভোগ করিতেছি, তাহাতেই এতক্ষণে আমার পরমায়ু শেষ হইয়া যাইত। মহোদয়! আপনাদিগের শিষ্টাচার জগৎ ঘোষিত—এক্ষণে আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা—ত্বরায় এই পথ হইতে আমাকে লইয়া যাইয়া অদ্য রজনী আপনার বাটীতে আশ্রয় দান করুন; তথায় ইচ্ছা করিলে, আমার সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিবেন। কিজন্য এরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছি, জ্ঞাত হইবেন। যদিও আত্মপরিচয় দানে আমার খ্যাতি সম্বন্ধে লাঘব হইবে, তথাচ আপনার নিকট আমার কোন কথাই গোপন রাখিব না!"

রমণীর এই খেদোক্তি শ্রবণে ও তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত দর্শনে ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে দ্বিরুক্তি না করিয়া আমি হস্ত বাড়াইয়া তাঁহার কোমল করদ্বয় বিশেষ যত্নসহ ধারণ করিলাম ও চারি পাঁচটী অপ্রশস্ত অজ্ঞাত পথ দিয়া তাঁহাকে বাটীতে লইয়া আসিলাম। ভৃত্য শিবদাস প্রবেশ দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলে, তাহাকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া, গোপনে সেই রমণীকে শয়নগৃহে লইয়া গেলাম, কিন্তু তিনি গৃহে প্রবেশ মাত্রই শয্যায় এককালে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিতে অগ্রসর হইলাম, বদন-মণ্ডল হইতে অবগুণ্ঠন মাত্র উন্মোচনে যে অলৌকিক রূপলাবণ্য দেখিয়াছি, তাহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছি। রমণী ষোড়শী যুবতী, অথবা তাহাপেক্ষাও অল্পবয়স্কা বলিয়া অনুমান হয়। সেই মনোমুগ্ধকর রূপরাশি দর্শনে ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম; পরক্ষণে স্মৃতি সঞ্চার হওয়ায় তাঁহার কমলাননে জল সেচন করিতে লাগিলাম; কিছুক্ষণ পরে রমণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কথঞ্চিৎ

সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। পরক্ষণে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় আমাকে জানেন?" আমি উত্তর করিলাম, "না! এ জীবনে এ দিব্যমূর্ত্তি দর্শনে সৌভাগ্যশালী হই নাই।" আমার কথায় মহিলা উত্তর করিলেন, "রমণীর রূপই পরম শত্রু! জগদীশ্বর যাহাকে রূপবতী করিয়াছেন, তাহার তুল্য অভাগিনী ভূমণ্ডলে আর কেহই নাই। কিন্তু মহাশয়, রূপলাবণ্যের প্রশংসা করিবার এ সময় নহে, বিপদকালে আপনার আনুকূল্যই আমার প্রধান সহায়। এক্ষণে আমার প্রতি এইমাত্র কৃপা করুন—আমাকে এই গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখুন। এ সংবাদ কেহ যেন জানিতে না পারে। আর এক কথা, যে স্থান হইতে আমাকে লইয়া আসিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া সেই স্থানে যাইয়া তথায় কোন লোক কাহারও সহিত বিসম্বাদ বিবাদ করিতেছে কি না, দেখিয়া আসুন। আপনার কোন পক্ষেই হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই, আপনি কেবল উভয় পক্ষের বিবাদ মিটাইতে চেষ্টা পাইবেন। যে পক্ষের পতন হউক না কেন, তাহাতে আমার সবিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে।" এই কথা শুনিয়া আমি তাঁহার অভিপ্রায়মতে তাঁহাকে সেই স্থানে রাখিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে বিবাদ ভঞ্জন অভিপ্রায়ে বাহির হইয়াছি।"

ধরণীকান্ত। ভাই! তোমার আর কি কিছু বলিবার আছে?

যতীন্দ্রমোহন। ভাই, যাহা বলিয়াছি, তাহা কি যথেষ্ট হয় নাই? যখন শুনিতে পাইলে যে, ভুবনমোহিনী সৌন্দর্য্যশালিনী পরম রূপবতী রমণী গৃহপিঞ্জরে আবদ্ধ রহিয়াছে, তখন আর তোমায় অধিক কি সংবাদ দিব?

ধরণীকান্ত। এই ঘটনা নিশ্চয়ই আশ্চর্য্যজনক, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার কথাও শুন। এই বলিয়া ধরণীকান্ত কিরূপে সদ্যজাত কুমার তাঁহাদের বাটীতে আনীত হইয়াছে এবং বৃদ্ধা দাসীর তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইয়াছে ও বালকের বহুমূল্য ভূষণাদি খুলিয়া লইয়া সামান্য বেশভূষায় সজ্জিত করা হইয়াছে এবং আবশ্যক মত এক জন দাসী নিয়োগের বন্দোবস্ত হইয়াছে, আদ্যোপান্ত সেই সমুদায় বিবরণ বিদিত করিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, বিবাদ হাঙ্গামা শেষ হইয়া গিয়াছে, উভয়পক্ষেই কুশল হইয়াছে। তিনি স্বয়ং সেই বিবাদে লিপ্ত ছিলেন, যাঁহারা এই বিবাদ বাধাইয়া ছিলেন তাঁহারা সকলেই ধনাঢ্য ও বিক্রমশালী বীরপুরুষ।

এইরূপ উভয়ে উভয়ের মুখে বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া বিস্মিত হইলেন। আশ্রিত রমণীর এক্ষণে কিছু প্রয়োজন আছে কি না, জানিবার কারণ উৎসুক হইয়া তদ্দণ্ডে উভয়েই গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কথায় কথায় যতীন্দ্রমোহন ধরণীকান্তকে উল্লেখ করিলেন যে, তিনি সেই অপরিচিতা কামিনীর নিকট অঙ্গীকৃত হইয়াছেন যে, অপর কোন ব্যক্তি তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পাইবে না; এমন কি, তাঁহার অনুমতি না লইয়া অপর কেহ তাঁহার গৃহমধ্যেও প্রবেশ করিতে পারিবে না।

ধরণীকান্ত। যাহা হউক, ভাই! তোমার মুখে রমণীর রূপ লাবণ্যের পরিচয় পাইয়া কৌতূহল হইয়াছে; যেরূপ প্রকারে হউক, তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি ও হৃদয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করিব।

এই রূপ বাক্যালাপ করিতে করিতে উভয়ে বাসার দ্বারদেশে

উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের আগমনেই ভৃত্য শিবদাস একটী আলোক লইয়া সম্মুখীন হইল; যতীন্দ্রমোহনের দৃষ্টি ধরণীকান্তের উষ্ণীষের প্রতি পতিত হইবা মাত্র, অপরূপ হীরক মাণিক্যাদি খচিত দর্শনে চমৎকৃত হইয়া তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বন্ধুর মুখে উষ্ণীষের উজ্জলতার কথা শ্রবণ করিয়া ধরণীকান্ত মস্তক হইতে শিরস্ত্রাণটী উন্মোচন করিয়া তাহার হীরকখচিত বেষ্টন হইতে এরূপ চাকচিক্য আসিতেছে জানিতে পারিলেন। এই রূপে দুই জনেই সাতিশয় বিস্মিত হইয়া, সেই সমস্ত বহু মূল্য প্রস্তরাদি পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিলেন ও তাহার মূল্য অন্যূন দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা, অনুমান করিলেন। এক্ষণে তাহাদিগের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, যে সকল লোক কলহে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব ও ধনশালী পুরুষ। বিশেষতঃ তিনি যে ব্যক্তির পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে এই উষ্ণীষ, কোন পরিচিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সামগ্রী উল্লেখ করিয়া, গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। উষ্ণীষ সম্বন্ধে কথা বার্ত্তায় কতক সময় অতিবাহিত হইলে যুবকদ্বয় ভৃত্যাদিগকে তথা হইতে সরিয়া যাইতে আদেশ করিয়া যে গৃহে সেই পরমা সুন্দরী কামিনী ছিলেন, তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মনোরমা বাম করে গণ্ড সংস্থাপন করিয়া শয্যায় উপবেশন করিয়া আছেন, তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অবিরত অশ্রুধারা

বিগলিত হইতেছে; এমন সময়ে যতীন্দ্রমোহন দরজা খুলিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চিন্তা-সাগরে নিমগ্না কামিনী, অকস্মাৎ যতীন্দ্রমোহনের আগমনে চমৎকৃতা হইলেন। ধরণীকান্ত রমণী দর্শন-লালসা পরিতৃপ্তির জন্য দ্বারদেশের নিকটস্থ হইলে, তাঁহার শিরস্ত্রাণের আভা রোরুদ্যমানা রমণীর নয়নাকৃষ্ট করিল। কামিনী তৎক্ষণাৎ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন, "রাজকুমার! প্রাণকান্ত! গৃহে প্রবেশ করুন! আপনাকে দর্শন করিয়া পরিতোষ লাভ করি! এ সাধে দাসীকে এখনও বঞ্চিত করিতেছেন কেন? চরণে ধরিয়া করযোড়ে অনুনয় করিতেছি—আসুন, গৃহে আসুন।"

যতীন্দ্রমোহন। ভদ্রে! আপনাকে দেখিতে লোলুপ, এখানে সে রাজকুমার কোথায়? ধৈর্য্য ধারণ করুন।

রমণী। রাজকুমার এখানে নাই? মধুপুর কুমারের মণি মাণিক্য খচিত মুকুটের সৌন্দর্য্যরাশি গুপ্ত থাকিবার নহে! অবশ্যই তিনি আসিয়াছেন, আমার সহিত আর প্রতারণা করিবেন না।

যতীন্দ্রমোহন। কুতূহলে! আপনাকে সত্য কথাই বলিতেছি, যে লোক আপনার কথিত উষ্ণীষ ধারণ করিয়াছেন, তিনি রাজবংশধর নহেন এবং যদি সেই লোককে দেখিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিবার অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে অনুমতি করুন, অবিলম্বে তাঁহাকে আপনার সম্মুখে লইয়া আসিতেছি।

রমণী। আচ্ছা, তাঁহাকে লইয়া আসুন; যদি তিনি প্রকৃতই সেই রাজকুমার না হ'ন, তাহা হইলে আমার বিষাদ-সমুদ্রের উদ্বেগ-লহরী মাত্র বর্দ্ধিত হইবে। তাহাতে আর ক্ষতি কি? দুঃখিনীর জীবন দুঃখেই কাটিবে।

ধরণীকান্ত বহির্দ্বারে অপেক্ষা করিয়া, তাঁহাদিগের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে রমণীর গৃহে প্রবেশের জন্য আহ্বান করা হইতেছে বুঝিতে পারিয়া, মস্তকদেশ হইতে উষ্ণীষটী উন্মোচন করিয়া হস্তে লইয়া যতীন্দ্রমোহনের আদেশ মতে গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন; কিন্তু তিনি রমণীর সন্নিকটস্থ হইতে না হইতেই মহিলা অভিপ্রেত ব্যক্তি নহে জানিতে পারিয়া ব্যথিত হৃদয়ে, ভগ্নকণ্ঠে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, "হায়! আমি কি অভাগিনী! মহাশয়, ত্বরায় বলুন, আর সন্দিগ্ধ ভাবে রাখিবেন না, যে ব্যক্তির নিকট হইতে এই উষ্ণীষটী পাইয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে আপনি কি কিছু জানেন? আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে, প্রত্যুত্তর দানে আর ক্ষণকালও বিলম্ব করিবেন না। কিরূপে ইহা এক্ষণে তাঁহার মস্তকচ্যুত হইয়া আপনার হস্তগত হইল? তিনি কি এখনও জীবিত আছেন? আর কি তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে? না—তাঁহার মৃত্যুর নিদর্শন স্বরূপ ইহা আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে? হা প্রিয়তম! হা প্রাণেশ্বর! কি পরিতাপ, আমি সম্মুখে তোমার মণিমাণিক্য খচিত মুকুট দেখিতে পাইতেছি! কিন্তু তুমি কোথায়? তোমার দর্শনালোকে বঞ্চিত হইয়া দাসী যে ঘোর বিষাদ-তিমিরে আচ্ছন্নভাবে কালযাপন করিতেছে! হায়, আমি, এখনও জীবিত রহিয়াছি! এ পাষাণ প্রাণ কি বিদীর্ণ হইবে না? আমি অপরিচিত ব্যক্তিদিগের হস্তে পতিতা; যদি আমি ইহাঁদিগকে কাঞ্চননগরবাসী, সংস্বভাব ও ভদ্রবংশোদ্ভব বলিয়া জানিতে না পারিতাম, তাহা হইলে আমার পরিণাম কি ঘটিত? নিশ্চয়ই এতক্ষণে আমার জীবনলীলা সমাপ্ত হইত।"

যতীন্দ্রমোহন। ভদ্রে! ক্ষান্ত হউন ; এই উষ্ণীষের স্বত্বাধিকারী কালগ্রাসে পতিত হ'ন নাই, এ স্থানে আপনারও কোন প্রকার নূতন বিপদ সংঘটনের সম্ভাবনা নাই। আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বলিতেছি যে, যথাসাধ্য উভয়েই আপনার মঙ্গল সম্পাদনে সযত্ন থাকিব ; এমন কি, আপনার রক্ষা ও উদ্ধারার্থ স্ব স্ব অমূল্য জীবন পরিত্যাগেও স্বীকৃত আছি। আর আপনি যে কাঞ্চন-নগরবাসীর চরিত্র সম্বন্ধে বিশ্বাস করিয়া আমাদিগের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, তাহাতে আপনার কোন অনিষ্ট বা বিপদ্‌পাত হইবে না। জ্ঞাতসারে আপনার বিন্দু মাত্র অপকার হইলে, যেন আমাদিগকে পরলোকে নরকগামী হইতে হয়। কাঞ্চননগরবাসী যে সচ্চরিত্র ও সাধুপুরুষ, এই কথায় দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবেন। আপনার সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইবে, ইহাতে নিশ্চিন্ত থাকিবেন। আমরা আপনার প্রতি যথোচিত ভদ্রতা ও সম্মান প্রদর্শনে কদাচ কুণ্ঠিত হইব না।

রমণী। আপনাদিগের কথায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে ; কিন্তু, এক্ষণে সে সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া, অনুগ্রহ করিয়া বলুন—সবিনয়ে বলিতেছি, সত্বর বলুন, কি প্রকারে এই বহুমূল্য উষ্ণীষটী আপনাদিগের করগত হইল—প্রতাপসিংহ তুল্য অতুলতেজা, বিক্রমশালী, বীরপুরুষ, ইহার অধিকারীই বা এখন কোথায়?

ধরণীকান্ত মহিলার সন্দেহ ভঞ্জনার্থ যুদ্ধকালে কিরূপে সেই উষ্ণীষটী তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল এবং তিনি যে ভদ্রলোকটীর পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই মধুপুর রাজবাটীর কুমার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, আদ্যোপান্ত সেই বিবরণ বিবৃত করিলেন।

বিবাদ-স্থলে কি প্রকারে তাঁহার মস্তকস্থ উষ্ণীষ হারাইয়া গিয়াছিল এবং তিনি উষ্ণীষটী ভূতল হইতে উঠাইয়া লইলে, সেই ভদ্র ব্যক্তি 'ইহা কোন অপরিচিত ব্যক্তির নহে' উল্লেখ করিয়া, এইটীই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। বিবাদ-সূত্রে উভয়পক্ষীয়ের কাহাকেও কিছুমাত্র আঘাত লাগে নাই এবং পরিশেষে কতকগুলি অশ্বারোহী আসিয়া সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ইহাতেই তাঁহাকে রাজকুমার বলিয়া সুস্পষ্ট অনুমান হইতেছে। ধরণীকান্ত এই সকল বিবরণ আদ্যোপান্ত জানাইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "ভদ্রে! আপনি রাজকুমারের সংবাদ জানিবার জন্য উদ্বিগ্নচিত্তে কালযাপন করিতেছিলেন, এক্ষণে প্রকৃত ঘটনা সমস্ত অবগত হইয়া হৃদয়ে শান্তিলাভ করুন। নিশ্চয় জানিবেন, আমার হস্তস্থিত উষ্ণীষের অধিকারী সেই রাজকুমারকে এই মাত্র অক্ষত শরীরে রক্ষিদল পরিবেষ্টিত দেখিয়া আসিতেছি. তিনি সুস্থ আছেন. তাঁহার জন্য আর অনর্থক চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই।

রমণী। মহাশয়! রাজকুমারের সন্ধানে আমার যে কত প্রয়োজন, তাহা পরে বুঝিতে পারিবেন; তিনি এক্ষণে কেমন আছেন এবং তাঁহার কুশল সংবাদ গ্রহণের বিশেষ বৃত্তান্ত এখন আপনাদিগের নিকট প্রকাশ করিতেছি।

এই বলিয়া মনোরমা তাঁহার পূর্ব্ব বিবরণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে তিন জনে বহুক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

এদিকে বৃদ্ধা সেই সদ্যজাত শিশুটীর লালনপালন কার্য্যে নিয়োজিতা; বাল-কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যাইবার সম্ভাবনায় মধ্যে মধ্যে

শিশুটীর মুখে অঙ্গুলি দ্বারা ফোঁটা ফোঁটা মধু প্রদান করিতেছিল। পরে, ধরণীকান্তের কথায় বৃদ্ধা বালকটীকে ধাত্রীগৃহে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহারা যে গৃহে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, তাহার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে, বালকটী রোদন করিয়া উঠিল। সেই বাল-কণ্ঠ-ধ্বনি মনোরমার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি পরমাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয়! এ ছেলেটী কা'র? না জানি, ইহার জননী কোথায়? ইহাকে সদ্যজাত বলিয়া অনুমান হইতেছে?"

ধরণীকান্ত। এই বালকটী অদ্য সায়াহ্নে আমাদিগের দ্বারদেশে পড়িয়াছিল; এক্ষণে ইহার লালনপালন জন্য ধাত্রীর অনুসন্ধানে লোক পাঠাইতেছি।

রমণী। ঐ বালকটীকে একবার আমার নিকটে লইয়া আসিতে বলুন, জগদীশ্বর আমাকে আপন গর্ভজাত সন্তানের প্রতি যে স্নেহ দেখাইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, আজ অপরের সন্তানের প্রতি সেই স্নেহধার ঢালিয়া আকুল অন্তরাবেগের কথঞ্চিৎ লাঘব করি!

মহিলার বিলাপোক্তি শ্রবণ করিয়া ধরণীকান্ত বৃদ্ধাকে ডাকিলেন এবং তাহার ক্রোড়স্থ শিশুটীকে লইয়া কামিনীর কোমল করে দিয়া বলিলেন, "ভদ্রে! আজ আমরা একটী অপূর্ব্ব উপহার পাইয়াছি, দেখুন।"

অপত্য-স্নেহে বিমুগ্ধা মাতার প্রাণ এরূপ অবস্থায় কখনই ধৈর্য্য মানিবার নহে! রমণী শিশুটীকে ক্রোড়দেশে ধারণ করিয়া, উহার মুখের প্রতি আগ্রহে অনিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন; তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। কিন্তু, শিশুর

যৎসামান্য বেশভূষা দর্শনে তাঁহার মনে সন্দেহ সঞ্চার হইল। রমণী বহুক্ষণ বক্ষে নবনী সুকুমার শিশুটীকে রাখিয়া সস্নেহে, প্রসারিত অবগুণ্ঠনে বদন-মণ্ডল আবৃত করিয়া শিশুটীকে স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন; শিশুটী স্তন্যপানে পরিতুষ্ট হইলে অবগুণ্ঠনের অল্পাংশ উন্মোচন করিয়া সেই সন্তানের বারম্বার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। শিশুটীকে বক্ষে লইয়া অবধি আকুল অশ্রুধারায় শিশুটীর সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইতেছিল; এক্ষণে রমণী মর্ম্মবেদনা সংগোপন করিতে অক্ষম হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। এই সময়ে শিশুটী পুনর্ব্বার স্তন্যপান করিবার জন্য রোদন করিতে লাগিল, কিন্তু ঐ মহিলার স্তনে তাহার জীবনধারণোপযোগী দুগ্ধ ছিল না, এজন্য ধরণীকান্ত তাঁহার ক্রোড়দেশ হইতে শিশুটীকে তুলিয়া লইয়া ধাত্রীর হস্তে অর্পণ করিলেন। মহিলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন, "পরিত্যক্ত শিশুর প্রতি আমার স্নেহ প্রকাশ বৃথা! এ কার্য্যে আমি নূতন ব্রতী! আপনাদিগের দাসীকে বাছার মুখে এখন মধ্যে মধ্যে বিন্দু বিন্দু করিয়া মধু দিতে বলুন। আমার আর একটী অনুরোধ এই যে, এই গভীর রাত্রিতে শিশুকে যেন পথ দিয়া ধাত্রী অন্বেষণে লইয়া যাওয়া না হয়। আপনারা কৃপা করিয়া নিষেধ করুন; অন্ততঃ প্রভাত পর্য্যন্ত যেন অপেক্ষা করা হয়। শিশুটীকে যখন বাটী হইতে লইয়া যাইবে, তখন একবার আমার নিকট লইয়া আসিতে বলিয়া দিবেন; এই শিশুর মুখ-চন্দ্র দর্শনে আমার আকুল অন্তর যেন কতক পরিমাণে শান্তিলাভ করে।"

ধরণীকান্ত বৃদ্ধার ক্রোড়ে সেই নবজাত শিশুটীকে দিয়া

পরদিবস প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহার প্রতি যেন বিশেষ যত্ন করা হয় বলিয়া আসিলেন; আর যে সকল বহুমূল্য অলঙ্কার বস্ত্রাদিতে বালকটী সজ্জিত ছিল, সেই সমস্ত পরাইয়া দেখাইবেন স্থির করিয়া রাখিলেন। তিনি পুনর্ব্বার গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন; মহিলা এক্ষণে তাঁহাদিগের নিকট জীবনের আখ্যায়িকার পুনরারম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার শারীরিক অবসাদে মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইতেছিল না, তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল; যতীন্দ্র-মোহন রমণীর অবস্থা বুঝিয়া দ্রুতবেগে গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া কিছু খাদ্যাদি আনাইয়া দিলেন, রমণী তাহার যৎসামান্য মাত্র গ্রহণ করিয়া অন্তরালে যাইয়া আহার করিলেন ও পরে এক ঘটী জল পান করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনরায় বিলাপ-কাহিনী বলিতে উদ্যোগী হইলেন। বন্ধুদ্বয় তাঁহার আত্মকাহিনী শুনিবার জন্য সন্নিকটে আসন গ্রহণ করিল। রমণী ব্যাকুলা, বিবশা সচকিত লজ্জাবশে অৰ্দ্ধ অবগুণ্ঠনবতী। নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারে স্নেহপুণ্য প্রীতিধারা ঝরিতে লাগিল। পুনঃপুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি হৃদয়ের শোকাবেগ কথঞ্চিৎ চাপিয়া মৃদু মধুর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন;——

বিদেশবাসী! অবশ্যই আপনারা কথাচ্ছলে এই নগরে কোন স্ত্রীলোকের কথা শুনিয়া থাকিবেন, আমিই সেই অভাগিনী রমণী। এ নগরে অতি অল্পমাত্র লোক আছেন, যাঁহারা আমার রূপলাবণ্যের বিষয় জানেন না! আমারই নাম মনোরমা, সংসারে অবলম্বন স্বরূপ নরেন্দ্রনাথ একমাত্র ভ্রাতা, আর আমার কেহ নাই; আমার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করিতে হইলে, অবশ্যই আমাকে দুইটী প্রধান বিষয় স্বীকার করিতে হইবে;—প্রথমটী আমার

ধনশালী সম্ভ্রান্তবংশে জন্ম, অন্যটী অলৌকিক রূপলাবণ্য। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া একমাত্র সহোদরের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম। তিনি আমার বাল্যকালাবধি চরিত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। যে সকল দাসী আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্তা ছিল, তাহাদিগের কোন কথায় বিশ্বাস না করিয়া আমার বাক্যে তাঁহার বিশ্বাস ছিল। এক কথায়, আমি কেবলমাত্র গৃহমধ্যে নির্জ্জনে কালযাপন করিতাম; বাটীর চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাচীরের অপর অংশস্থ জীব জন্তুও কিছুমাত্র নয়ন গোচর হইত না, একমাত্র রক্ষকগণের মূর্ত্তিই দেখিতে পাইতাম। দিনে দিনে কুমারী-বয়স প্রাপ্ত হইলাম, বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই রূপলাবণ্যের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দাসদাসীগণ সকল স্থলেই আমার সৌন্দর্য্যের পরিচয় প্রদান করিত। ভ্রাতার আদেশানুসারে একজন, চিত্রকর আমাদিগের বাটীতে আসিয়া, আমার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া লইয়াছিল; তাহাতে নগরের অধিকাংশ লোকই আমার রূপলাবণ্যের কথা বিশেষরূপে অবগত হয়; এমন কি, অনেকে চিত্রস্থিত আমার প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিল। প্রতিমূর্ত্তি গ্রহণ সম্বন্ধে আমার সহোদরের আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এক দিন অকস্মাৎ তাঁহার মনে উদয় হইল যে, যদি আমি অকালে কালগ্রাসে পতিত হই, তাহা হইলে জগৎবাসী এ ছার রূপরাশির পরিচয় পাইবে না! এই স্থির করিয়া তিনি হয়ত চিত্রকরকে আমার প্রতিমূর্ত্তি আঁকিতে বলেন! তাঁহার মনের কথা তিনিই জানেন।

মধুপুর রাজকুমার আমার মাসীমাতা ঠাকুরাণীর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করায়, আমাদের সোণার সংসারে সাধে বাধ ঘটিল; এই উৎসবে ভ্রাতা

আমাকে মাসীমার বাটী যাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন, নতুবা আত্মীয়ের অবমাননা করা হয়। তথায় যাইয়া মধুপুর রাজ-কুমারকে আমি দেখিতে পাই, তিনিও আমাকে দেখিয়া-ছিলেন। উভয়ের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ মাত্রই হৃদয় যেন কি হইয়া গেল। যাঁহারা উহা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরও ইহাতে কিঞ্চিৎ মাত্র অনিচ্ছা বা বিরক্তি ভাব প্রকাশ পায় নাই। বিশেষতঃ রাজকুমারের বিবিধ সদ্‌গুণাদির প্রশংসা শ্রবণে আমার মন তাঁহাতেই অনুরক্ত হইল, তিনিও আমাকে প্রণয়-মিলনে আবদ্ধ করিবার জন্য মনস্তুষ্টিজনক কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়ের প্রতি উভরের আসক্তি জন্মিল। সেই মিলনাসক্তি পাপের প্রায়শ্চিত্তে অদ্য আপনারা আমাকে এই স্থানে দেখিতে পাইতেছেন।

মহাশয়! আপনাদিগের নিকট আমার সম্বন্ধে আর কোন কথা বলিবার ইচ্ছা নাই; তাহাতে অনর্থক অনেক কথার উল্লেখ হইবে মাত্র। প্রথম সাক্ষাতের দুই বৎসর পরে আত্মীয় স্বজনের অজ্ঞাতসারে উভয়ে গান্ধর্ব্ব বিবাহে মিলিত হইয়া-ছিলাম। প্রহরী, নির্জ্জন বাস, গুরুলোক-গঞ্জনা ইত্যাদি বিবিধ বাধাবিপত্তিতেও আমাদিগের মনোমিলন কিছুতেই ভঙ্গ হয় নাই, এই প্রণয়-মিলনে আমার অনিচ্ছা ছিল না। আমার সম্মতি ব্যতিরেকে রাজকুমার কদাচ এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। আমি তাঁহাকে ভ্রাতার নিকট প্রকাশ্য ভাবে জানাইয়া আমার পাণিগ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম; সম্ভবতঃ ইহাতে আমার ভ্রাতাও প্রফুল্লচিত্তে স্বীকৃত হইতেন। তাহাতে রাজকুমার বীরেন্দ্রসিংহ কুলমানে আমাদিগের অপেক্ষা কোন

অংশেই নিকৃষ্ট নহেন, কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে বিবাহ সম্বন্ধে যে আপত্তি তুলিয়াছিলেন, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম; এ বিষয়ে আমি আর কোন দ্বিরুক্তি করি নাই।

জনৈক ভৃত্যের সহায়তায় আমাদিগের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইত; যদিও সে ব্যক্তি আমার ভ্রাতার বেতনভোগী কর্ম্মচারী, তথাপি রাজকুমার তাহাকে প্রচুর পরিমাণে উৎকোচ দেওয়ায় তাঁহার ইচ্ছাধীন ও বশবর্ত্তী হইয়াছিল। আমার স্মরণ আছে, কিছু কাল পরে আমার গর্ভলক্ষণ হইলে, পীড়া ও অরুচির ছলনায় যে বাটীতে রাজকুমারের সহিত আমার প্রথম দেখা সাক্ষাৎ হয়, তথায় যাইবার জন্য ভ্রাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সেই স্থানে যাইয়া রাজকুমার সমীপে আমার তৎকালীন অবস্থার কথা জানাইয়াছিলাম। পবিত্র প্রেমে এই অমূলক আশঙ্কার কথা কেন মনে হয়? অনন্য সাধারণ হৃদয় দেবতার নির্জ্জনে আত্ম সমর্পণ কি অপরাধ! তথাপিও সত্য ঘটনা প্রকাশ পাইলে আমার জীবন রক্ষা সংশয় হইবে, ইহাও বুঝিয়াছিলাম; পরিণামে ইহার জন্য সাতিশয় লজ্জিত ও ঘৃণিত হইতে হইবে, এই ভয়ে আমার হৃদয় সতত শঙ্কিত থাকিত। পরে উভয়ে পরামর্শ স্থির করিলাম যে, আমার প্রসবকাল সন্নিকট হইলে রাজকুমার কতিপয় বিশ্বস্ত বন্ধুর সহিত আসিয়া পরিণীতা ভার্য্যারূপে আমাকে লইয়া রাজ-প্রাসাদে গমন করিবেন। যে রাত্রিতে এস্থান হইতে আমার প্রস্থান করিবার কথা ছিল, আজ সেই রজনী। আমি রাজ-কুমারের আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছিলাম, এমন সময়ে অদূরে কতকগুলি সশস্ত্র লোকের সহিত দ্বারদেশ অতি-ক্রমপূর্ব্বক ভ্রাতাকে অগ্রসর হইতে দেখিলাম। তাহাদিগের

অস্ত্রাদির ঝন্ ঝন্ শব্দে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। এই ঘটনায় আমি এরূপ ভয়-কাতরা হইয়াছিলাম যে, অকালে গর্ভ-স্রাব হইয়া সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। আমার একটী বিশ্বস্ত দাসী সন্তা-নের স্থানান্তরের জন্য সমস্ত আয়োজন রাখিয়াছিল, সে বিবিধ বস্ত্রে সদ্যজাত শিশুটিকে আবৃত করিয়া সত্বর বাটীর বহির্দ্বারে যাইয়া রাজকুমারের জনৈক ভৃত্যের হস্তে অর্পণ করিয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে, কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া ভ্রাতার গঞ্জনার ভয়ে ও রাজ-কুমার পথে অপেক্ষা করিতেছেন, এই আশায় আমিও গৃহ ত্যাগ করিলাম, কিন্তু পথে বাহির হইয়া বুঝিলাম যে, দ্বারদেশে তাঁহাকে না দেখিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া ভাল কাজ করি নাই। সেই সময়ে আপনাদিগের দৃষ্টি-পথে পতিত হইয়াছি; পরে যাহা যাহা হইয়াছে, আপনারাই সবিশেষ জ্ঞাত আছেন। যদিও আমি এখানে পতি-পুত্র-বিহীনা, অনাথা কামিনীর মত কালক্ষেপ করিতেছি; তথাপি আমি জগদীশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম ও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি যে, একমাত্র তাঁহারই কৃপাবলে আপনাদিগের আশ্রয় লাভ করিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনারা বিশেষ বিশ্বস্ত—বিপদাপন্ন ব্যক্তির সহায়, বিশেষতঃ আপনারা স্ত্রীলোকের প্রতি যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন।

এই কথা বলিয়া মহিলা শয়ন করিলেন। বন্ধুদ্বয় পুনরায় তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন ভাবিয়া সত্বর সন্নিকটে অগ্রসর হইয়া প্রকৃত পক্ষে তিনি চৈতন্য হারান নাই, জানিতে পারিলেন। মনোরমা নীরবে রোদন করিতেছিলেন। তাঁহার সান্ত্বনার জন্য ধরণীকান্ত বলিলেন, "ভদ্রে! গাত্রোত্থান করুন, বিলাপের প্রয়োজন কি! আমার পরম বন্ধু যতীন্দ্রমোহন ও আমি উভয়েই আপনার মঙ্গল-

সাধনে আজীবন সচেষ্ট থাকিব। আপনার শোকদুঃখবিপত্তির আমরা অংশ গ্রহণ করিলে, এ যন্ত্রণার কতকাংশ লাঘব হইবে; হতাশ হইবেন না। বিপদে ধৈর্য্যধারণ ব্যতীত আর উপায় কি? আপনি তদ্বিষয়ে যত্নবতী হউন, আপনার ইহাতে নিঃসন্দেহ গৌরব বৃদ্ধি হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই পরিতাপের পরিণামে যথাকালে অপর্য্যাপ্ত সুখভোগ করিবেন। জগদীশ্বর অসূর্য্যম্পশ্যা সতী নারীকে চিরদিন দুঃখভোগ করিতে কখনই সৃজন করেন নাই। এক্ষণে যাহাতে শরীর সুস্থ থাকে, সে বিষয়ে সযত্না হউন, আপনার ধৈর্য্যধারণ এ সময়ে নিতান্ত আবশ্যক। আমরা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াই আপনার সেবা-শুশ্রূষার জন্য একটী সহচরী পাঠাইয়া দিতেছি; আপনার যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে, অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার প্রতি আদেশ করিবেন। আমাদিগের প্রতি আপনার যেরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাহাকেও সেইরূপ বিশ্বাস করিবেন, তাহার নিকটে কোন গোপনীয় কথাবার্ত্তা হইলে, স্থির জানিবেন তাহা কখনই সাধারণে প্রকাশ হইবে না।

মনো। বর্ত্তমান অবস্থায় আপনাদিগের উপদেশ মতে কার্য্য করাই আমার পক্ষে হিতকর; আপনারা যে স্ত্রীলোকের কথা বলিতেছেন, তাহাকে আসিতে বলিবেন; অবশ্যই তিনি আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেন, কিন্তু আপনাদের নিকট আমার এই অনুরোধ, যেন অপর কেহ আমার গৃহে আসিতে না পারে।

এই কথা শ্রবণ করিয়া যতীন্দ্রমোহন প্রত্যুত্তর করিলেন, "আচ্ছা! তাহাই হইবে।" তৎপরে দুই জনে মনোরমাকে গৃহমধ্যে একাকিনী রাখিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। পরে

ধরণীকান্ত বৃদ্ধাকে মনোরমা সমীপে গমন করিতে বলিলেন। তাহার ক্রোড়দেশে পূর্ব্বোক্ত বহুমূল্য বস্ত্রাদিভূষিত নবজাত শিশুটী শায়িত ছিল। রমণী শিশু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে যাহা যাহা বলিতে হইবে, বৃদ্ধা প্রভুর নিকট শিক্ষিত হইয়া তাঁহার আদেশ মত কার্য্য করিতে প্রস্তুত রহিল। গৃহমধ্যে বৃদ্ধাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মনোরমা বলিতে লাগিলেন, "মা! তুমি ঠিক সময়ে আসিয়াছ, শিশুটীকে আমার কোলে দিয়া শীঘ্র আলোটী ধর।"

বৃদ্ধা তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিলে, তিনি সেই নবনীত কোমল শিশুটীকে ক্রোড়দেশে লইয়া সচকিত নয়নে তাহার সুকোমল মুখের প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; তাঁহার হৃদয়ে অভিনব ভাবের সঞ্চার হইল, সর্ব্বশরীর যেন কাঁপিয়া উঠিল। রমণী বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া ব্যাকুলচিত্তে বলিলেন, "মা! সত্বর বল, তুমি যে বালকটী কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলে, ইহা কি সেই কুমার?" বৃদ্ধা উত্তর করিল, "হাঁ ঠাকুরাণি! ইহা সেই শিশু!"

মনো। তবে, ইহার বেশভূষা কিজন্য এরূপ ভিন্ন দেখাইতেছে? নিশ্চয়ই এ পোষাকগুলি পূর্ব্বে ইহার গাত্রে ছিল না, অথবা এ বালকটী সে বালক নহে!

বৃদ্ধা। আপনার কথাই যথার্থ! পোষাকের——

মনোরমা বৃদ্ধার কথায় বাধা দিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই! এ কোন্ কথা? মা! অনুরোধ করিতেছি—সত্য করিয়া বল, এ পোষাকগুলি কোথায় পাইলে? এ গুলি দেখিয়া আমার হৃদয় যে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে! এরূপ

পরিবর্ত্তনের কারণ কি? তুমি নিশ্চয় জানিও, যদি চক্ষু আমাকে প্রবঞ্চনা না করে, কিম্বা আমার স্মৃতি-শক্তি বিলুপ্ত না হইয়া থাকে, তবে, স্থির বলিতেছি এই সমস্ত বস্তুই আমার। হায়! এই সমস্ত বহুমূল্য পরিচ্ছদ সহ আমার জীবন সর্ব্বস্ব একটী দাসীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম! না জানি কে এই সকল বসন ভূষণ তাহার হস্ত হইতে লইয়াছে? হায়, আমি কি দুরদৃষ্ট! কে এই সকল বস্তু এখানে আনিল! কি কুকক্ষণেই আজ রজনী প্রভাত হইয়াছিল!"

বন্ধুদ্বয় অন্তরাল হইতে গোপনে থাকিয়া তাহাদিগের কথা-বার্ত্তা শ্রবণ করিতেছিলেন; এ বিষয়ে কথোপকথন আর বর্দ্ধিত হইতে না দিয়া, বালকের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন জনিত সংশয় যন্ত্রনা হইতে কামিনীকে মুক্ত করিতে চেষ্টিত হইলেন। উভয়েই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, ধরণীকান্ত উক্ত বালক ও তাহার গাত্রস্থিত পরি-চ্ছদাদি সমস্তই সেই মহিলার এবং তৎসম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সবিশেষরূপে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি যৎকালে পুত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তদ্দণ্ডেই এ পুত্রটী তাঁহার বলিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত হইয়াছিল; কিন্তু তৎকালে তিনি নিদারুণ শোকাকুলা; সে সময়ে এ শুভ-সংবাদে অকস্মাৎ বিপদের সম্ভাবনা, এ নিমিত্ত তিনি এ পর্য্যন্ত সে কথা গোপনে রাখিয়াছিলেন, কেন না ঘোর বিষাদের পর অসহ্য সুখের উদ্রেক হইলে, সহসা বিপদের সম্ভাবনা।

মনোরমার নয়ন যুগল হইতে দর দর ধারে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি জগদীশ্বরকে শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিয়া পুনঃ পুনঃ পুত্রের মুখ চুম্বন পূর্ব্বক মন প্রাণ খুলিয়া

ঈশ্বরের নিকট উক্ত বন্ধুদ্বয়ের মঙ্গল কামনা করিয়া তাঁহাদিগকে স্বর্গীয় রক্ষক স্বরূপ উল্লেখ করিয়া বিবিধ প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বন্ধুদ্বয় তাঁহার পরিচর্য্যা ও যাহা কিছু করিতে হইবে, অনতিবিলম্বে সমস্ত ভার দাসীর উপর ন্যস্ত করিয়া রমণীর ব্যথা রমণীই বুঝিবে স্থির করিয়া উক্ত বৃদ্ধাকে মনোরমার উপস্থিত দুর্ভাগ্যের কথা জানাইল। যাহাতে তাঁহার কোন প্রকারে ত্রুটি না হয়, দাসীকে পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিয়া, বিনা প্রয়োজনে আর তথায় উপস্থিত হইবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া বিশ্রাম উদ্দেশে দুই বন্ধু মনোরমার গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রজনী প্রভাত হইল, আবার অরুণ উদিল, উষা হাসিল, জগতে নবীন জীবন সঞ্চারিত হইল। নিশাবসানে মনোরমার একটী সহচরী ধাত্রীর অনুসন্ধানে বাটী হইতে বহির্গত হইল। এদিকে বন্ধুদ্বয় বেলা আট নয় ঘটিকার সময়ে পরিচারিকার নিকট মনোরমার সংবাদ লইয়া অবগত হইলেন যে, তিনি তখনও নিদ্রিতা আছেন। তৎপরে উভয়ে আহারাদি করিয়া বিদ্যালয়ে যাইলেন। যথায় গত রাত্রিতে এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাঁহারা যাইতে যাইতে সেই বাটীর দ্বারদেশে এ বিষয়ের কোন কথাবার্ত্তা হইতেছে কি না, সন্ধান লইবার জন্য উপস্থিত হইলেন, কিন্তু মনোরমা যে বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছেন, অথবা রাত্রিকালে যে কিছু ঘটিয়াছিল, তাহার কিছুই

আভাস পাইলেন না। তাঁহারা অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া যথা সময়ে বিদ্যামন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং আপনাপন পাঠাভ্যাসে মনসংযোগ করিয়া অধ্যয়নান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

উভয়ে বাটীতে প্রত্যাগত হইলে, মনোরমা তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। কিন্তু পরিচারিকার মুখে তাঁহাদিগের আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে জানিয়া, রমণী সাশ্রুলোচনে কাঁদিতে কাঁদিতে পুনরায় তাঁহাদিগের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহারা যেন অবিলম্বে আসিয়া তাঁহার হৃদয়ের দুর্নিবার শোকাবেগ সম্বরণে সযত্ন হন; কারণ রাজকুমারের সাক্ষাৎ লাভ না হইলে তাঁহার দুঃখভার যদিও মোচন হইবার নহে, তথাচ তাঁহাদিগের সাক্ষাতে হৃদয়াবেগের কিয়ৎ পরিমাণে উপশম হইতে পারে।

বন্ধুদ্বয় সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে মহিলার সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। মনোরমা উভয়কেই অভ্যর্থনা করিয়া কাতরভাবে নিবেদন করিলেন যে, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া নগরের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিয়া আসেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে কোথাও কোন কথোপকথন হইতেছে কি না—সন্ধান লইয়া, সেই সংবাদ দানে তাঁহার দারুণ অশান্তির অপনোদন করেন।

ধরণীকান্ত প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমরা পূর্ব্বেই বিশেষ আগ্রহ ও যত্ন সহকারে ইহার সবিশেষ তত্ত্ব লইয়াছি; কিন্তু কোথাও কিছু শুনিতে পাই নাই।"

তাঁহাদিগের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে জনৈক ভৃত্য আসিয়া ধরণীকান্তের নিকট সংবাদ দিল যে, নরেন্দ্র বাবু নামে একটী ভদ্রলোক দুই জন ভৃত্যের সহিত দ্বারদেশে আসিয়া

তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছেন। মনোরমা ভৃত্যের বাক্য শ্রবণে সাতিশয় উৎকণ্ঠিতচিত্তে করদ্বয় দ্বারা বদনমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া শঙ্কিত ভাবে মৃদু স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "হায়! এখানেও আমার নিস্তার নাই! যে ভ্রাতার ভয়ে গৃহ ও আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া অপরিচিত লোকের আশ্রয়ে রহিয়াছি, এখানেও সেই ভ্রাতা উপস্থিত! এস্থানে আমি রহিয়াছি, তিনি নিশ্চয়ই জানিতে পারিয়াছেন; নতুবা আপনাদিগের নিকট তিনি আসিবেন কেন? হয়ত অবিলম্বে আমাকে কাল-সদনে প্রেরিত হইতে হইবে; আপনারা আমায় এ যাত্রা রক্ষা করুন!"

রমণীর মুখমণ্ডল হস্ত দ্বারা আবৃত থাকিলেও, তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত বাক্যগুলি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়া যতীন্দ্রমোহন বলিলেন, "ভদ্রে! ক্ষান্ত হউন! অধীরা হইবেন না! আপনি এখানে নিরাপদে আছেন। যাহাদিগের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছেন, তাহারা আপনার চরণতলে কুশাঙ্কুরেরও আঘাত লাগিতে দিবে না। ধরণীকান্ত! ভদ্রলোক দ্বারদেশে আসিয়াছেন, ত্বরায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এস, আমি মহিলার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত রহিলাম; আপনার যেরূপ বিপদই সংঘটিত হউক না কেন, প্রাণপণে তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিব, তদ্বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।"

ধরণীকান্ত গমন করিলে, যতীন্দ্রমোহন পিস্তল ও তরবারি লইয়া ভৃত্যদিগকে প্রস্তুত থাকিতে আদেশ করিলেন। বৃদ্ধা গৃহস্বামীর এইরূপ উদ্যোগ দেখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মনোরমাকে বলিতে লাগিল, "ইহার বিষময় পরিণাম ভাবিয়া আমি অত্যন্ত ভীতা হইতেছি। না জানি অদৃষ্টে কি আছে!"

ধরণীকান্ত বাটীর বহির্দ্বারে উপনীত হইবামাত্র নরেন্দ্রনাথ

দ্রুতবেগে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়! আমি সম্পূর্ণ রূপে আপনার সাধুতার উপর নির্ভর করিতেছি। একবার অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সহিত ঐ মহাকাল মন্দিরে চলুন, তথায় আমার কুল, মান ও বংশ মর্য্যাদার মূলে কুঠারাঘাত হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে এমন একটী গোপনীয় কথা আপনাকে জানাইব।"

ধরণীকান্ত। মহাশয়! যথায় ইচ্ছা লইয়া চলুন; আপনার সহিত কোন স্থানে যাইতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে তাঁহারা দেবমন্দির সমীপে উপনীত হইলেন। দেবালয়ের নিভৃত স্থানে সংস্থাপিত প্রস্তরখণ্ডে দুইজনে উপবেশন করিলে নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কাঞ্চন নগরবাসি মহোদয়! বিশেষ কোন দুর্ব্বিপাকে পতিত হইয়া অদ্য আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি! কৃপা করিয়া আমাকে সেই বিপদ-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিতে হইবে, আমি সকাতরে আপনার সহায়তা প্রার্থনা করিতেছি। আমার তাদৃশ ধনসম্পত্তি নাই; তবে, এই দেশের কোন সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি মাত্র; আমার নাম নরেন্দ্রনাথ রায়। আত্মপরিচয় প্রদানে আমার যদি কিছু গৌরব বা দাম্ভিকতা প্রকাশিত হয়, সমস্ত বিবরণ সবিশেষ শ্রবণ করিলে অবশ্যই আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। বহুদিন গত হইল, আমি পিতৃমাতৃহীন হইয়াছি। সংসারের বন্ধন, স্নেহপ্রতিমা একমাত্র সহোদরা। শৈশবাবধি তাহারই রক্ষণাবেক্ষণে সযত্ন ছিলাম; কিন্তু তাহার প্রতি স্নেহ মমতা সমস্তই নিষ্ফল হইয়াছে। তাহার অলৌকিক রূপরাশিই এই সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। সেই সকল বৃত্তান্ত শুনাইয়া মহাশয়কে ব্যথিত করিতে

আমার ইচ্ছা নাই, সে সমস্ত কথা উল্লেখ করিতে হইলে, অনেক কথার অবতারণা করিতে হইবে। তবে সংক্ষেপে আপনার নিকট এইমাত্র উল্লেখ করিতেছি যে, বীরেন্দ্রসিংহ নামে একজন রাজকুমার আমার কোন আত্মীয়ের বাটী হইতে ভগিনীকে গোপনে লইয়া গিয়াছে; আরও সংবাদ পাইয়াছি যে, সেই পাপীয়সী গোপনে তাহার সহিত আসক্ত হইয়া গর্ভবতী হইয়াছে। আমি গত রাত্রিতে এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া সেই দণ্ডেই যথোচিত উপায় সাধনে সচেষ্ট হইয়াছিলাম। সেই পাপিষ্ঠ রাজকুমারকেও সশস্ত্র ভাবে যথাস্থানে দেখিতে পাইয়াছিলাম; কিন্তু কোন বীর পুরুষের পুনঃপুনঃ সহায়তায় সেই ব্যক্তি কালের করালকবল হইতে অক্ষত শরীরে পরিত্রাণ পাইয়াছে। তাহার রক্তপাত করিয়া কলঙ্ক মোচনের সুযোগেও আমি বঞ্চিত হইয়াছি। এই কলঙ্ক ঘটনার আভাস আমার আত্মীয়বর্গও পাইয়াছে; লোকমুখে শুনিয়াছি যে, সেই রাজকুমার প্রকাশ্য ভাবে আমার ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিবে, এইরূপ প্ররোচনা বাক্যে সহোদরাকে কুপথ-গামিনী করিয়াছে; কিন্তু আমি এই বিবাহ প্রসঙ্গ বিশ্বাস করি না, কারণ বর্ত্তমান অবস্থায় ও পদমর্য্যাদানুসারে এ বিবাহ কথনই সঙ্গত নহে। অধিকন্তু সকলেই আমাদিগের বংশের ও কুলগৌরবের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন।"

আমার মনে হয়, রাজপুত্র অভাগিনী কুমারীকে 'প্রিয়তমে' বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াই তাহার মনে এরূপ দৃঢ় সংস্কার করিয়া দিয়াছে যে, কোন বিশেষ বাধাবশে তিনি আপাততঃ সাধারণ সমক্ষে তাহার পাণিগ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। স্ত্রীলোকের সহিত এ প্রকার চাতুরী বিচিত্র নহে, কিন্তু প্রবঞ্চনা

ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচায়ক। এতদিন এই দুর্ঘটনার আভাস পাইয়াও অসহ্য যন্ত্রণাদহন গোপনেই রাখিয়াছিলাম। একান্ত কামনা ছিল যে, যতক্ষণ না ইহার প্রতীকারের কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারি, কিম্বা ভগিনীর সন্ধান লইতে পারি, সে পর্য্যন্ত এই কুৎসিত ব্যাপার কাহাকেও জানিতে দিব না। এরূপ কুলমানঘাতী দুর্ঘটনার প্রকাশ্য আন্দোলন বা প্রতীকার প্রয়াস অপেক্ষা উহা অনিশ্চিত, গুপ্ত ও সন্দিগ্ধ অবস্থায় রাখাই সমধিক শ্রেয়ঃ! স্পষ্ট জানিতে পারিয়াছি যে, এই ব্যাপার রাজকুমারের চাতুরীতেই ঘটিয়াছে; তাহাকেই প্রকৃত অপরাধী বলিয়া বুঝিয়াছি। এক্ষণে সেই পাপিষ্ঠ রাজপুত্রের রাজধানীতে যাইয়া তাহার মুখে সমস্ত বিবরণ অবগত হইতে দৃঢ়সংকল্প করিয়াছি। সেই নরকের কীট, নরাধম যদি প্রকৃত ঘটনার যথাযথ উল্লেখ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়, তাহা হইলে যথোচিত প্রতীকারের উপায় দেখিতে হইবে। অস্ত্রশস্ত্রধারী কোন লোক লইয়া এ রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে না, এরূপ প্রতীকারের আশাও দুরাশা মাত্র। বিশেষতঃ সকলকে একত্র করিয়া তথায় লইয়া যাওয়াও আমার সাধ্য নহে; সেই বহুব্যয়ভার বহনে আমি সমর্থ হইব না। স্বীয় বাহুবলে যাহা পারিব, তাহাই ভরসা। এক্ষণে এই অনুরোধ, আপনি আমার সঙ্গে থাকিবেন! আপনি ভদ্রবংশোদ্ভব, তাহাতে লোকমুখে আপনার যথেষ্ট প্রশংসা শুনিয়াছি, একমাত্র আপনি আমার সহায় থাকিলে যথেষ্ট উপকৃত হইব, তাহা আমি সম্যক অবগত আছি। আত্মীয় পরিবারবর্গ কাহারও নিকট এ কথার আদৌ উত্থাপন করি নাই, যেহেতু তাহাদিগের দ্বারা আমার কোন কার্য্যই সাধিত হইবে না। আর এক কথা, ইহাতে অমঙ্গল ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে; তাঁহারা এই সূত্রে

আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন; তাঁহাদের অপেক্ষা আপনার নিকট যথোচিত সদ্‌যুক্তি ও সহায়তা পাইব, আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে। যদিও কার্য্যানুষ্ঠানে বিপদ সম্ভাবনা আছে, কিন্তু আমার ধারণা, আপনার সাহায্যে আমি নির্ব্বিঘ্নে সে সমুদয় বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইব, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আপনার পার্শ্বে থাকিলে আমি অসংখ্য শত্রুপক্ষের আক্রমণ উপেক্ষা করিতে পারি। এখন আমার এই আকিঞ্চন যে, আপনাকে অনুগ্রহ করিয়া আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। আমার সম্মান, সম্ভ্রম ও গৌরব সমস্তই আপনার উপর নির্ভর করিতেছে। আশা করি, প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া আপনার পূর্ব্বশ্রুত গৌরব বর্দ্ধিত করিবেন।"

ধরণীকান্ত। মহাশয়! আর আপনাকে কিছুই বলিতে হইবে না, যথেষ্ট হইয়াছে; নিবৃত্ত হউন। এই মুহূর্ত্ত হইতে আপনার কার্য্যসাধনে জীবন সমর্পণ করিতেও স্বীকৃত হইলাম, যাহা কিছু করিব, উভয়ের পরামর্শানুসারে হইবে। আপনি আমার রক্ষক, আমি আপনার রক্ষক; অদ্য হইতে উভয়ে সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলাম, প্রফুল্লচিত্তে আপনার সম্মান সংরক্ষণে এ জীবন উৎসর্গ করিলাম। আপনি যে অবমাননা সহ্য করিতেছেন, যেরূপে হউক, তাহার প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবনে সাধ্যমত চেষ্টিত রহিলাম। পূর্ব্বে লোকমুখে মহাশয়ের সুখ্যাতির কথা শুনিয়াছিলাম,—এক্ষণে স্বচক্ষে দেখিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটিয়া গেল। এখন আজ্ঞা করুন,—কোন্ সময়ে তথায় যাত্রা করা হইবে? এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিয়া আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

ধরণীকান্তের এবম্বিধ প্রবোধ বাক্যে নরেন্দ্রনাথ মোহিত হইয়া স্নেহালিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন, "মহাশয়! আপনি যে এরূপ আমার

সম্মান রক্ষণে তৎপর হইবেন, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই; আপনি মহাপুরুষ, ভদ্রলোকের সম্মানের মর্ম্ম সবিশেষ বুঝিয়াছেন; যদি আমরা কৃতী হইয়া নির্ব্বিঘ্নে ফিরিতে পারি, তাহা হইলে আপনার গৌরব সমধিক বর্দ্ধিত হইবে, আমিও চির-দিনের জন্য আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। তবে, আগামী কল্য প্রাতেই তথায় যাত্রা করা যাইবে, এক্ষণে আপন আপন আবশ্যকানুযায়ী দ্রব্যাদির আয়োজন করা যাউক।"

ধরণীকান্ত। তাহাই হইবে; কিন্তু নরেন্দ্র বাবু! আমার একটী আবেদন আছে। যাইবার পূর্ব্বে এই সমস্ত বিবরণ আমার পরম বন্ধু জনৈক ভদ্রলোকের গোচর করিতে হইবে; তিনি সম্মত হইলে আমার গমনের পক্ষে আর কিছুমাত্রও সন্দেহ থাকিবে না।

নরেন্দ্রনাথ। মহাশয়, যখন এ কাজটী সম্মান সংরক্ষণের জন্য বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং আপনার আশ্বাস বাক্যে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হইয়াছি, তখন আপনার যাহা অভিরুচি—করিতে পারেন, তাহাতে আমার আপত্তি কি? যাহা ভাল বিবেচনা করিবেন, তাহাই হইবে! আপনি স্বয়ং যখন এরূপ সদাশয় ব্যক্তি, আপনার বন্ধুও অবশ্য সমপ্রকৃতির লোক হইবেন; তিনি কখনই আপনাকে এ সাধু উদ্যমে ব্রতী হইতে নিষেধ করিবেন না!

এইরূপ নানাবিধ কথোপকথনান্তে উভয়ে পরস্পরকে আলি-ঙ্গন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, নরেন্দ্রনাথ ধরণীকান্তের নিকট নির্দ্ধারিত সময়ে এক-জন ভৃত্য দ্বারা সংবাদ পাঠাইবেন এবং পরে উভয়ে একত্র হইয়া ছদ্মবেশে, অশ্বারোহণে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবেন।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ধরণীকান্ত বাটীতে আসিয়া যতীন্দ্রমোহন ও মনোরমা সমীপে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিয়া, কথা প্রসঙ্গে আগামী কল্য নরেন্দ্রনাথ সেই রাজকুমারের দেশে গমন করিবেন, তিনি সে কথারও উল্লেখ করিলেন। মনোরমা এই কথা শুনিয়া শিরে করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হা ভগবান! মহাশয়, এ কি শিষ্টাচার! কি বিশ্বাস! আপনি হিতাহিত কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া, এরূপ বিঘ্ন-জনক কার্য্যে কিরূপে হস্তক্ষেপ করিবেন? সেই দুর্ম্মতি নরেন্দ্রনাথ, রাজকুমার সমীপে, কি স্থানান্তরে লইয়া যাইবে, তাহা আপনি কি প্রকারে জানিতে পারিবেন? আপনার যথা ইচ্ছা তাহার সহিত গমন করুন, নিশ্চয় জানিবেন, সেই সম্ভ্রান্ত বিশ্বস্ত রাজকুমার আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র অনুকূল হইবেন। আমি অতি অভাগিনী, যতই কেন দুর্দ্দৈব উপস্থিত হউক না, কেবল সরলপ্রকৃতি রাজকুমার বীরেন্দ্র সিংহের প্রত্যুত্তর অপেক্ষায় এ কঠোর প্রাণ এখনও ধারণ করিয়া আছি। তিনি যে আমার সহোদরের প্রগল্‌ভ বাক্য শ্রবণে বিরক্ত না হইয়া শিষ্ট ব্যবহার করিবেন, কিছুতেই আমি এরূপ বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। ভ্রাতা যদি তাঁহার প্রতি কুপিত হইয়া অস্ত্র চালনে উদ্যোগী হন, তাহা হইলে তুমুল কাণ্ড সংঘটিত হইবে। এক্ষণে যে পর্য্যন্ত না আপনারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাকে উদ্বিগ্নচিত্তেই কালযাপন করিতে হইবে। যেহেতু যে পক্ষেরই অপকার হউক না কেন, আমার তাহাতেই অমঙ্গল সাধিত

হইবে; ভ্রাতা ও স্বামী উভয়েই ভক্তির পাত্র, অতএব কাহারও অমঙ্গলের কথা শ্রবণ করিলে তদ্দণ্ডে প্রাণবিয়োগই বাঞ্ছনীয়।

ধরণীকান্ত। ভদ্রে! অনর্থক কুচিন্তায় হৃদয় আকুলিত করিবেন না; কারণ যতই এ বিষয়ে চিন্তা করিবেন, উত্তরোত্তর মনে ততই অশুভ ভাবনার বৃদ্ধি হইতে থাকিবে! আশঙ্কা সত্ত্বেও চিত্তকে সান্ত্বনা দান করুন; জগদীশ্বর যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহার কদাচ অন্যথা হইবে না। আমার কথায় আস্থা স্থাপন করুন, যাহাতে আপনার স্বামী ও সহোদরের মনোমালিন্য ঘুচিয়া পরস্পরে বন্ধুত্ব-সূত্রে মিলিত হন, আমি তদ্বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা পাইব। আপনার ভ্রাতার, কুমারের রাজধানীতে গমন রহিত হইবে না এবং যখন আমি তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি, আমাকেও সঙ্গে যাইতে হইবে। আমরা রাজকুমারের অভিসন্ধি কিছুমাত্র অবগত নহি। কিন্তু স্থির জানিবেন যে, আপনার ভ্রাতা ও রাজ-কুমার উভয়েরই মঙ্গল আমার পক্ষে পরম প্রিয়সামগ্রী; উভয়েই যাহাতে নির্ব্বিবাদী হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে প্রাণপণে মনোযোগী থাকিব।

মনোরমা। মহাশয়! যদি ভগবানের কৃপায় আপনি এই বিবাদ ভঞ্জনে কৃতকার্য্য হইতে আশা করেন, তাহা হইলে আপনার গমনে বাধা দিতে পারি না। একমাত্র আশার ছলনায় আপনার এ শুভযাত্রায় বিঘ্ন হইতে চাহি না, অনুমতি প্রদানে বাধ্য হইলাম; জানি না, অন্তিমে অদৃষ্টে কি ঘটিবে। যাহা হউক, মহাশয়ের প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত আমাকে নিতান্ত উদ্বিগ্নচিত্তে কালক্ষেপ করিতে হইবে।

ধরণীকান্তের প্রস্তাবে যতীন্দ্রমোহনও স্বীকৃত হইলেন এবং

তিনি যে নরেন্দ্রনাথের কথায় সম্মত হইয়াছেন, তজ্জন্য যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন; অধিকন্তু তিনি বলিতে লাগিলেন যে, তিনি প্রসন্নচিত্তে তাঁহার সঙ্গে যাইতে ও যথাযথ উপায় উদ্ভাবনেও প্রস্তুত আছেন। কিন্তু ধরণীকান্ত প্রত্যুত্তর করিলেন, "না! তাহা হইবে না, প্রথমতঃ তোমাকে এই ভদ্রমহিলার রক্ষণাবেক্ষণ জন্য গৃহে থাকিতে হইবে, কারণ ইঁহাকে একাকিনী রাখিয়া যাওয়া আমাদিগের কোন মতে কর্ত্তব্য নহে; দ্বিতীয়তঃ আমি নরেন্দ্রনাথের নিকট বাদবিসম্বাদে সহায়তার জন্য অপর ব্যক্তিকে সঙ্গে লইব, এরূপ কোন কথার উত্থাপন করি নাই।"

যতীন্দ্রমোহন। সখে! আমার এ বাহুযুগল তোমার কার্য্যে সহায়তা করিতে সতত প্রস্তুত জানিও; অতএব আমি ছদ্মবেশে তোমার পশ্চাতে থাকিয়া প্রয়োজনমত কার্য্য করিব। নিশ্চয় জানিও, তোমাকে কদাচ একাকী যাইতে দিব না। আর মনোরমা সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, উনি তোমার সহিত আমার গমনে, কখনই নিষেধ করিবেন না; অধিকন্তু সে বিষয়ে তিনি আহ্লাদে স্বীকৃতা হইবেন; যেহেতু এখানে উঁহার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত লোকের অভাব নাই।

মনোরমা। মহাশয়, আপনি ঠিক্ কথাই বলিয়াছেন! আপনারা উভয়ে তথায় গমন করিলে, আমি অধিকতর চিত্ত শান্তি বোধ করিতে পারি। যেহেতু আবশ্যক হইলে, আপনারা উভয়ে উভয়ের সহায়তা করিতে সমর্থ হইবেন। যেক্ষণে আমি শুনিয়াছি যে, আপনি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, তদ্দণ্ডেই এ বিষয়ে আমার শঙ্কার সঞ্চার হইয়াছে; অতএব অনুগ্রহ করিয়া আপনার বন্ধুকেও সঙ্গে লইয়া যাউন, অধিকন্তু নিদর্শন স্বরূপ এই কয়েকটী সামগ্রীও সঙ্গে রাখুন।

এই কথা বলিয়া মনোরমা গ্রীবাদেশ হইতে মূল্যবান হীরার চিক ও সুবর্ণহার খুলিয়া দিলেন। কিন্তু উভয়েই একমাত্র উষ্ণীষই নিদর্শন পক্ষে যথেষ্ট হইবে উল্লেখ করিয়া, মনোরমাকে সেই দুই খানি অলঙ্কার প্রত্যর্পণ করিলেন। মনোরমা তাঁহার জিনিষ গৃহীত হইল না বলিয়া, কিঞ্চিৎ বিষণ্ণা হইলেন; কিন্তু ক্ষণ-পরে তাঁহার সে ভাব অন্তর্হিত হইল। পরিশেষে মনোরমার পরিচর্য্যায় বৃদ্ধাকে নিযুক্ত রাখিয়া বন্ধুদ্বয় নিদ্রা যাইবার অভিপ্রায়ে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পর দিবস প্রাতে নরেন্দ্রনাথ, ধরণীকান্তের অনুসন্ধানে তাঁহার বাসাবাটীর বহির্দ্বারে উপনীত হইলে, তিনি প্রস্তুত ভাবে অপেক্ষা করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন। ধরণীকান্ত তাঁহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বিদায় গ্রহণ কারণ মনোরমা সমীপে গমন করিলেন।

ভ্রাতা বহির্দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন, মনোরমা পূর্ব্বেই সে সংবাদ পাইয়া শঙ্কিতা ছিলেন, এজন্য যতীন্দ্রমোহন ও ধরণীকান্ত তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইলে, তাঁহাদের সহিত অধিক কথা কহিলেন না। বন্ধুদ্বয় তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া কিয়ৎ-ক্ষণ তথায় অপেক্ষা করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

নরেন্দ্রনাথ এতাবৎ কাল বাটীর বহির্দ্বারে, অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। অনতিবিলম্বে ধরণীকান্ত বিদেশগমনে প্রস্তুত হইয়া তাঁহার নিকট উপনীত হইলে, উভয়ে মধুপুরাভিমুখে যাত্রা করি-লেন। তাঁহারা নগরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়া পথের বাম পার্শ্বস্থ এক নিকুঞ্জমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় তাঁহাদিগের ভৃত্য-গণ দুইটী দ্রুতগামী সুসজ্জিত অশ্ব লইয়া তাঁহাদিগের আগমন

প্রতীক্ষায় ছিল; উভয়ে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মধুপুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ভৃত্যগণ প্রভুদ্বয়ের আজ্ঞানুসারে পদব্রজে গমন করিল। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ বা তাঁহার নববন্ধু, উভয়ের কেহই সেই পথ জ্ঞাত ছিলেন না।

এ দিকে যতীন্দ্রমোহন ছদ্মবেশে একটী খর্ব্বাকার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অনুগামী হইলেন। কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া অকস্মাৎ তাঁহার মনে উদয় হইল যে, নরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতি সন্দিগ্ধ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। নিভৃত পার্ব্বতীয় উপ-তাকা পথ দিয়া মধুপুরে গমন করিলে তাঁহারা কেহ জানিতে পারিবেন না এবং তাঁহারও নিশ্চয়ই তথায় বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইবে অনুমান করিয়া, যতীন্দ্রমোহন বিভিন্ন পথাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

---

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বন্ধুদ্বয় নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে না হইতে, রমণী সুলভ চাপল্যে মনোরমা বৃদ্ধার নিকট আপনার সমস্ত দুঃখকাহিনী উল্লেখ করিলেন। এক্ষণে বৃদ্ধা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিল যে, মধুপুর রাজকুমারের ঔরসে ও উক্ত রমণীর গর্ভে তাহার ক্রোড়স্থ রাজকুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কথায় কথায় মনোরমা তাহার নিকট আরও প্রকাশ করিলেন যে, বন্ধুদ্বয় রাজকুমার সমীপেই গমন করিয়াছেন এবং তাঁহার ভ্রাতা কুমারের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত হইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন।

বৃদ্ধা সবিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইয়া যুবতীকে আসন্ন বিপদ্‌জাল

হইতে মুক্তি প্রদানের ছলনা করিয়া নানাবিধ কুপরামর্শে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা পাইল। সে আপনার স্বার্থসাধন উদ্দেশে রমণীকে বলিতে লাগিল, "আহা! মা ঠাকুরাণি! আপনার কপালে এত দুঃখ? সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী পরদ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া দিন যাপন করিবেন! আপনি এখনও অঙ্গ হেলাইয়া নিশ্চিন্ত মনে এখানে বসিয়া রহিয়াছেন? আপনি এককালে হৃদয়বিহীন, অথবা আপনার অন্তঃকরণ এরূপ নিস্তেজ যে, এককালে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে; কিরূপ পরিণাম হইতেছে, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিতেছেন না। আপনি কিরূপে নিশ্চয় করিলেন যে, আপনার ভ্রাতা রাজকুমারের দেশে গমন করিয়াছেন! এ সকল কথা বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস করিবেন না। স্থির জানিবেন যে, আপনার ভাই, ওই বন্ধু দুইটীকে প্রতারণা করিয়া এই বাসা হইতে স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছে, এক্ষণে সুবিধামত তিনি এই স্থানে উপস্থিত হইয়া আপনার প্রাণ বিনাশ করিতে পারেন; এখানে তাঁহার অভিসন্ধি সিদ্ধির পক্ষে হস্তারক হইবার আর কেহই নাই। ভাবিয়া দেখুন, আপনি আমাদিগের দ্বারা কিরূপ ভাবে রক্ষিতা হইতেছেন! যে দুইটী চাকর আছে, তাহারা দাস্যবৃত্তি করিতেই জানে, কোন গুরুতর ঘটনা ঘটিলে তাহাদের ক্ষমতা কি? আমার সম্বন্ধে, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের আবার সাহায্য! মা ঠাকুরাণীর ভ্রাতা এখানে আসিলে আমরা সকলে এককালে মারা পড়িব। নরেন্দ্র বাবুর শ্রীনগরে জন্মস্থান, তিনি কি না দুইজন বিদেশীর প্রতি বিশ্বাস করিয়া রাজকুমারের সহিত বিবাদ করিতে তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিলেন! একথায় আমার তিলার্দ্ধও বিশ্বাস হয় না। আঃ পোড়া

কপাল, তা না হ'লে কি আর এমন দুর্গতি হয়? কোথা রাজার বৌ, রাজঘরণী হয়ে সুখ স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করবেন, না বিদেশী অপরিচিত পুরুষ দুটোর আশ্রয় নিয়ে কেঁদে কেঁদে দিন কাটাচ্ছেন। যাহোক মা! যদি তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর, তাহা হইলে যাহাতে তোমার প্রাণ রক্ষা হয় এবং যাহাতে যুবরাজের সঙ্গে মিলিত হইতে পার, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করি।

বৃদ্ধার বাক্যে মনোরমা ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধা মহিলার প্রাণসংশয়ের এরূপ কারণ দেখাইতে লাগিল যে, তাহার প্রত্যেক কথাই মনোরমার মনে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। মহিলা, নীরবে মৌনাবলম্বনে ভাবিতে লাগিলেন, হয়ত এতক্ষণে ধরণীকান্ত ও যতীন্দ্র মোহন উভয়েই নিহত হইয়াছেন। কখন বা তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল, ভ্রাতা তাঁহার প্রাণ সংহার জন্য উন্মুক্ত অসিহস্তে দ্বারদেশে আসিয়াছেন, অবিলম্বে সহোদরের হস্তে তাঁহাকে কালকবলে পতিত হইতে হইবে। এই রূপ নানাবিধ আশঙ্কায় তাঁহার মন সাতিশয় উদ্বিগ্ন ও অস্থির হইল। উপস্থিত বিপদে উপায় কি, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, "ভদ্রে! যাহাতে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, সেই রূপ সদ্যুক্তি দিয়া আজিকার মত আমায় রক্ষা কর।"

বৃদ্ধা। যাহাতে আপনার মঙ্গল হইবে, আমি সেই রূপ পরামর্শই দিতেছি। আমি পূর্ব্বে এক পুরোহিতের গৃহে চাকুরী করিতাম, তাঁহার বাটী রাজকুমারের দেশ হইতে অধিক দূর নহে। তিনি অতি সৎ ও মহাপুরুষ, সেই পুণ্যবান্ ব্যক্তি আমাদিগের যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে, সমস্তই আয়োজন করিয়া দিবেন।

সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সকলের প্রতিই যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করেন; বিশেষতঃ আমাদের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট কৃপা আছে। তাই বলি,—চলুন, আমরা তাঁহার বাটীতে যাই; আপনার এবিষয়ে মতস্থির হইলেই, আমি এমন একজন লোকের সন্ধান করিব যে, সেই ব্যক্তি আমাদিগকে সত্বর সেই ব্রাহ্মণগৃহে রাখিয়া অসিতে পারে। আর নবকুমারকে স্তন্যপান করাইবার জন্য যে স্ত্রীলোকটীকে ধাত্রী কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে, তাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে; কারণ সে অতি অনাথা, বিশেষতঃ বিশ্বস্ত স্ত্রীলোক। তাহাকে আমরা সঙ্গে লইয়া যে কোন স্থানে গমন করিলেও সে যাইতে অস্বীকৃতা হইবে না। তবে আপনি এই দণ্ডেই যাইবার জন্য প্রস্তুত হউন; আর এক কথা, আপনি এখানে দুইজন অপরিচিত যুবকের আশ্রয়ে রহিয়াছেন, একথা জনসমাজে প্রকাশ হইলে লজ্জার আর পরিসীমা থাকিবে না, কিন্তু সেই বৃদ্ধ পূজাপাদ পুণ্যবান যাজকের আশ্রয়ে থাকিলে, আপনার চরিত্র সম্বন্ধে কেহ কোন কথাও কহিতে সাহস করিবে না, অধিকন্তু কাহারও মনে দূষ্য ভাবের সঞ্চারও হইবে না। আপনি যে দুইটী বিদেশীয় যুবকের উপর নির্ভর করিয়াছেন, তাহাদিগের স্বভাব চরিত্র যে ভাল নহে, এ কথা আমি স্পষ্টই বলিতে পারি; তাহারা আমোদ প্রমোদ ও কৌতুকপ্রিয়। এখন আপনার মন ভাল নাই; তাই বলিয়া তাহারা আপনার প্রতি এরূপ ভক্তি-ভাব প্রকাশ করিতেছে বটে, কিন্তু আপনি সুস্থাবস্থায় থাকিলে জানিতে পারিবেন যে, এক মাত্র জগদীশ্বর ভিন্ন আপনাকে আর কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। আপনাকে আমি সত্য কথাই বলিতেছি, যদি আমার কথায় বৈরাগ্য ও বিরক্তি

ভাব প্রকাশ না পাইত, তাহা হইলে আমি তাহাদিগের হস্তে রমণীর অমূল্য নিধি সতীধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিতাম না। আপনি স্মরণ রাখিবেন যে, কোন জিনিষ উজ্জ্বলতা বিকাশ পাইলেই তাহা সোনার বলিয়া মনে না করেন। মানুষের মুখে এক, কিন্তু মনের মধ্যে অন্য ভাব গুপ্ত থাকে। যাহা হউক, সৌভাগ্যক্রমে তাহারা আমার সহিত ভাল রূপ ব্যবহার করে। আমিও ঠকিবার মেয়ে নহে!—সাপের হাঁচি বেদে চেনে! তাহাতে আমার ভদ্রকুলে জন্ম, মান সম্ভ্রম রক্ষার জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত, তথাচ কুকাজ করিব না। আপনি অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে, নিতান্ত দুর্ব্বিপাকে পড়িয়াই এখন অপরের গৃহে দাসী হইয়া দিন কাটাইতে বাধ্য হইয়াছি। তবে আমার প্রভুদিগের সম্বন্ধে কোন রূপ অভিযোগ করিবার নাই; তাহারা উভয়েই নির্ব্বোধ। কিন্তু তাহারা কুপিত হইলে আমাকে কিছু কষ্টভোগ করিতে হয়; ক্রোধান্বিত অবস্থায় উভয়েই রুদ্রদেবের মত উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করেন।

এইরূপ কথাবার্ত্তায় সরলা মনোরমা সেই বৃদ্ধার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। কুচক্রী বৃদ্ধা স্বল্প সময়ে তাহার উপর এতাদৃশ আধিপত্য বিস্তার করিল যে, বন্ধুদ্বয় বাটী হইতে যাইবার তিন চারি ঘণ্টার মধ্যেই রমণীর স্থানান্তরে যাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গেল; এক্ষণে সকল বিষয়েই মনোরমা সেই চতুরার মতাবলম্বিনী। বৃদ্ধার দুরভিসন্ধিতে মনোরমা, দুগ্ধপোষ্য শিশু ও ধাত্রীকে সঙ্গে লইয়া একখানি শকটারোহণে যাজক গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন, বাটীর অন্যান্য ভৃত্যগণও এই সংবাদ কিছুমাত্র জানিতে পারিল না। বৃদ্ধা যে মনোরমাকে কেবল এরূপ

কুপরামর্শ দিয়াছিল, তাহা নহে ; সম্প্রতি কিছু টাকা তাহার হস্তগত হওয়ায় সে অর্থ দ্বারাও তাঁহার কতক সাহায্য করিয়াছিল ; মনোরমা পথের খরচ পত্রাদির জন্য এক খানি মণিময় অলঙ্কার তাহার হস্তে অর্পণ করিতে উদ্যত হইলে, সে তাহা গ্রহণ করে নাই।

মনোরমা ধরণীকান্তের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার ভ্রাতার সহিত পার্ব্বতীয় পথে না যাইয়া নিম্ন পথ দিয়া মধুপুরে যাত্রা করিবেন, এজন্য তিনি উচ্চ-ভূমি দিয়া গাড়ী চালাইতে অভিপ্রায় জানাইলেন ; যেহেতু এরূপ করিলে আর কোন নূতন বিপদের সম্ভাবনা হইবে না। আর তিনি শকট-বাহককে ধীরে ধীরে গাড়ী চালাইবার আদেশ দিলেন ; কেন না দ্রুতবেগে কিছুক্ষণ যাইলে অচির নিষ্ক্রান্ত ভ্রাতা ও বন্ধুদ্বয়ের সহিত পথিমধ্যে তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইতে পারে। শকটবাহকও আদেশ মত কার্য্য করিল, যেহেতু বিলম্বের কারণ ক্ষতিপূরণের বন্দোবস্ত পূর্ব্বেই হইয়াছিল।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ধরণীকান্ত ও নরেন্দ্রনাথ যাইতে যাইতে পথিমধ্যে সংবাদ পাইলেন যে, রাজকুমার বীরেন্দ্র সিংহ এখনও দেশে প্রত্যাগমন করেন নাই। তাঁহারা আর অধিক দূর অগ্রবর্ত্তী না হইয়া পার্ব্বতীয় পথ দিয়া প্রত্যাগমন কালে, রাজকুমারের সহিত

সাক্ষাৎ হইতে পারে ভাবিয়া গন্তব্য পথে চলিলেন। কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে অদূরে এক দল সৈনিক পুরুষ তাঁহাদিগের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, দৃষ্টিগোচর হইল। ধরণীকান্ত তদ্দণ্ডে নরেন্দ্র নাথকে কিঞ্চিৎ অন্তরালে যাইতে বলিলেন, যেহেতু অকস্মাৎ প্রকৃতই রাজকুমার সেনাদল সহ যদি তাঁহাদিগের সম্মুখীন হ'ন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার সহিত তিনি সম্ভাষণাদি করিবেন। ধরণীকান্তের কথামত নরেন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী স্থানে যাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; তিনি নয়নের অন্তরাল হইলে, ধরণীকান্ত আপনার উষ্ণীষের বন্ধনটী মোচন করিয়া, রাজকুমারের অপেক্ষায় রহিলেন। ইতিমধ্যে ধরণীকান্ত রাজকুমারের আগমন প্রতীক্ষায় অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অশ্বারোহিগণ সম্মুখীন বিদেশীয় পুরুষের সুন্দর রূপ ও তেজস্বী মূর্ত্তি এবং অসাধারণ বেশ ভূষা দর্শনে, অধিকন্তু তাঁহার শিরস্ত্রাণের অপূর্ব্ব কান্তি অবলোকন করিয়া, সকলেই অনিমেষ নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; বিশেষতঃ এই সকল অশ্বারোহীদিগের অধিনায়ক রাজকুমার তাঁহাকে সেই নির্জ্জন স্থানে পার্ব্বত্য পথে দেখিয়া এবং কোথায় যেন দেখিয়া থাকিব, অথচ স্থির করিতে না পারিয়া বিষম বিচলিত হইলেন; কিন্তু সেই উষ্ণীষ দর্শন মাত্রেই বুঝিতে পারিলেন, নরেন্দ্রনাথের সহিত যুদ্ধকালে যাঁহার হস্তে তাঁহার জীবন রক্ষা হইয়াছিল, ইনিই সেই ধরণীকান্ত। তখন তিনি অবিলম্বে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া সাদরে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন, "মহাশয়, আপনাকে ধরণী বাবু বলিয়া আহ্বান করিলে কি আমাকে অপ্রতিভ হইতে হইবে? আপনার তেজস্বী মূর্ত্তি, ও

মস্তকস্থ উষ্ণীষের জ্যোতিতে আপনি প্রকৃত ধরণীবাবু বলিয়াই নির্ণীত হইতেছেন!”

ধরণীকান্ত। মহাশয়! আমিই ধরণীকান্ত, লোকের নিকট নাম গোপন রাখিবার ইচ্ছা নাই; কিন্তু আপনি কোন্ বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন, সবিশেষ পরিচয় দানে চিরবাধিত করুন; মহোদয়ের কুল, শীল জ্ঞাত হইয়া কৌতূহল নিবৃত্তি করি।

রাজকুমার। মহাশয়! আমি সবিশেষ জ্ঞাত আছি যে, আপনার কোন কার্য্যে কিছু মাত্র অশিষ্টভাবের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে আপন সমীপে সংক্ষেপে নিবেদন এই যে, আমি মধুপুরের রাজকুমার এবং আজীবন আপনার সহকারী হইতে অঙ্গীকৃত আছি; যেহেতু আজ কয়েক দিবস মাত্র গত হইয়াছে, আপনার হস্তেই আমার জীবন রক্ষা হইয়াছে।

রাজকুমারের কথা সম্পূর্ণ হইতে না হইতে ধরণীকান্ত তাঁহার পদচুম্বন উদ্দেশে সম্মুখীন হইলেন; এদিকে রাজকুমারও পূর্ব্বেই অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অনন্তর উভয়ে পরস্পর বাহুপাশে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হইলেন।

নরেন্দ্রনাথ দূর হইতে উভয়ের এইরূপ সম্মিলন দর্শনে, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, কার্য্য শিষ্টভাবে সাধিত না হইয়া বুঝি বিবাদে পরিণত হইল! তদ্দণ্ডে তিনি তাঁহাদিগের অভিমুখে অশ্ব চালাইলেন; কিন্তু সন্নিকটস্থ হইয়া রাজকুমার ও ধরণীকান্তকে পরস্পর অভাবনীয় সখ্যতাবন্ধনে ও আদর আলিঙ্গনে প্রবৃত্ত দেখিয়া অশ্বের দ্রুত গতি রোধ করিলেন। এমন সময়ে ঘটনাক্রমে নরেন্দ্রনাথ ধরণীকান্তের পশ্চাৎভাগে উপস্থিত হওয়ায়,রাজকুমারের নয়নপথে পতিত হইবা মাত্রই, তিনি তাঁহাকে চিনিতে

পারিলেন, দর্শন মাত্র তাঁহার মন সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল, তখনও রাজকুমার ধরণীকান্তের হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন। অনন্তর বীরেন্দ্রসিংহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তথায় যে নরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি কি তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন? ধরণীকান্ত প্রত্যুত্তর করিলেন, "আসুন, আমরা এ স্থান হইতে কিঞ্চিৎ অন্তরালে যাই, পরে মহোদয় সমীপে এক অপূর্ব্বকাহিনী প্রকাশ করিব।" রাজকুমার তদনুসারে সেই স্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিলে ধরণীকান্ত বলিলেন, "মহাশয়, এক্ষণে আপনার নিকট নিবেদন এই যে, ওই যে নরেন্দ্র বাবু অদূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার আপনার বিরুদ্ধে কোন কিছু অভিযোগ করিবার আছে। তাঁহার আবেদন এই যে, মহাশয় তাঁহার মাসীর বাটী হইতে তাঁহার সহোদরাকে প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছেন; এইজন্য তাঁহার কুলে কলঙ্কপাত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে তিনি আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছা করেন যে, এই অপবাদ সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি শুনিয়া, তিনি ইহার যথাবথ প্রতিবিধানে সচেষ্ট হইবেন। তিনি এ বিষয়ে আমাকে সহায়তা করিতে এবং যাহাতে উভয় পক্ষের বিবাদ ও মনোমালিন্য মিটিয়া যায়, তজ্জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন; আমিও তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইয়াছি। তিনি আমার নিকট এই সকল কথার উল্লেখ মাত্রই বুঝিতে পারিয়াছি, যে মহোদয় আমাকে এই মণি মাণিক্য খচিত শিরস্ত্রাণটী উপহার প্রদান করিয়াছেন, তিনিই উক্ত অপরাধে অপরাধী এবং সেই মুহূর্ত্তেই জানিতে পারিয়াছি যে, আমি ভিন্ন উভয়ের মনোমালিন্য বিদূরিত

করিতে কেহই সমর্থ হইবে না, তজ্জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। এক্ষণে এইমাত্র নিবেদন যে, মহাশয় কি এই সমস্ত ব্যাপারে প্রকৃতই লিপ্ত আছেন? না, নরেন্দ্র বাবু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা অমূলক?"

রাজকুমার। বন্ধু! এই সমস্ত ঘটনা এতদূর সত্য যে, আমার কিঞ্চিন্মাত্র গোপন করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু আমি সেই মহিলার সহিত কোন প্রকার চাতুরী করি নাই এবং তাঁহাকে স্থানান্তরেও লইয়া যায় নাই; অথচ লোক মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, যে বাটীতে তিনি পূর্ব্বে অবস্থান করিতেন, এক্ষণে তিনি আর তথায় নাই। আমি তাঁহার সহিত কিছুমাত্র বঞ্চনা করি নাই, যেহেতু সেই রমণীকে ভার্য্যাভাবে গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে স্থানান্তরিতও করি নাই, এবং এক্ষণে তাঁহার কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাও কিছু মাত্র অবগত নহি। যদিও আমাদিগের বিবাহ উৎসব সাধারণ সমক্ষে সম্পাদিত হয় নাই, যেহেতু তৎকালে মাতাঠাকুরাণী রুগ্নশয্যায় শায়িতা, অবিলম্বে ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন আশঙ্কা, এরূপ সময়ে বিবাহোৎসব পুত্রের পক্ষে কদাচ কর্ত্তব্য নহে, সুতরাং সে সময়ে এ কার্য্যে যথোচিত আয়োজনে বিরত ছিলাম। মাতার একান্ত বাসনা ছিল যে, মালয় রাজকুমারীর সহিত আমার বিবাহ হয়। এতদ্ব্যতীত যথারীতি বিবাহোৎসব সম্বন্ধে কয়েকটী বাধা ছিল, সে সকল বিষয় এস্থলে উল্লেখের আর আবশ্যক নাই। আরও দুর্ঘটনা দেখুন,—যে রজনীতে আপনি আমার সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন, আমি সেই রাত্রিতেই মনোরমাকে রাজধানীতে লইয়া যাইতে উদ্যোগী হইয়াছিলাম, কারণ তিনি

তৎকালে পূর্ণগর্ভা এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমাদিগের প্রণয়-মিলনের পরিণাম স্বরূপ একটী রত্ন লাভের আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু নরেন্দ্রবাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হওয়ায়, পরস্পর বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনায় অথবা আমার বিলম্ব দর্শনে শঙ্কিত হইয়া তিনি বাটী হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তাহার কিছুমাত্র বিদিত নহি। আমি দাসীর মুখে শুনিয়াছি যে, আমার তথায় আগমনের অনতিপূর্ব্বে মনোরমা গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। কথায় কথায় সেই দাসী আমার নিকট ইহাও উল্লেখ করিয়াছে যে, অভাগিনী গৃহ পরিত্যাগের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে এক অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্ন পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন এবং সেই সহচরীই, ভর্ত্রীর আদেশানুসারে আমার রামদাস নামক একজন ভৃত্যের হস্তে সেই সদ্যজাত কুমারটী অর্পণ করিয়া আসিয়াছিল। রামদাস এক্ষণেও আমার সহিত রহিয়াছে, কিন্তু সেই মহিলা ও সন্তান সম্বন্ধে আমরা কিছুমাত্র জ্ঞাত নহি; গত দিবস আমি তথায় তাহাদিগের সবিশেষ অনুসন্ধানে অতিবাহিত করিয়াছি, কিন্তু কোথাও কিছু মাত্র সন্ধান হয় নাই।

রাজকুমারের কথা শেষ হইতে না হইতে ধরণীকান্ত তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন "রাজকুমার! এই দণ্ডে যদি সেই মনোরমা ও সদ্যজাত শিশু সন্তানটী আপন সমীপে আনাইয়া দিই, তাহা হইলে উক্ত রমণীকে ভার্য্যাভাবে গ্রহণ ও শিশুকে পুত্র বলিয়া ক্রোড়ে ধারণ করিতে আপনার কিছু মাত্র আপত্তি আছে কি না?"

রাজকুমার। নিশ্চয়ই না! বিবাহিতা প্রেমময়ী সতী সাধ্বী

ভার্য্যাকে সর্ব্বসমক্ষে গ্রহণ করিতে কাহার সঙ্কোচ হইতে পারে? রাজকুলে গন্ধর্ব্ব বিবাহ চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। যাহাতে বংশগৌরব বা আত্মগৌরবে জলাঞ্জলি দিতে হয়, এমন কোন কার্য্য আমি করি নাই।

যদিও আমার উচ্চবংশে জন্ম বলিয়া গৌরব করিয়া থাকি, তথাপি তাঁহার বংশ আমার নিকট অধিকতর সম্মানার্হ; বিশেষতঃ শ্রীনগরস্থ রায়বংশের গৌরব ও সুখ্যাতি সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে আপনার নিকট এই মাত্র প্রার্থনা করিতেছি যে, একবার মাত্র সেই আকুলিতা প্রিয়তমার সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিন। আমি তাঁহার অদর্শনে যে কতদূর কাতর ভাবে, জীবন্মৃত প্রায় দিন যাপন করিতেছি, তাহা একমাত্র অন্তর্য্যামী জগদীশ্বরই জানেন! মাতা জীবিতাই থাকুন বা কালগ্রাসেই পতিতা হউন, আমি সকলের কথা উপেক্ষা করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে সেই সরলা কুমারীকে অন্তঃপুরে রাখিয়া চরিতার্থতা লাভ করিব। সসাগরা পৃথিবীর সমস্ত লোক জানুক যে, আমি অপরাধী নহি, চাতুরী করি নাই—অবিশ্বাসের কার্য্যও করি নাই; প্রণয়ের বশবর্ত্তী হইয়া গোপনে যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি, আজ তাহা সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিতেও কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইব না!

ধরণীকান্ত। এক্ষণে, আপনি যে সকল কথা আমার নিকট উল্লেখ করিলেন, তাহা আপনার শ্যালককে জানাইতে ইচ্ছা করি।

রাজকুমারের কথায় ধরণীকান্ত ইঙ্গিতে কোপজ্বলিত নরেন্দ্রনাথকে আহ্বান করিলেন। নরেন্দ্রনাথ সঙ্কেতানুসারে যথায় রাজ-

কুমার ও ধরণীকান্ত দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, অবিলম্বে সেই স্থানে উপনীত হইয়া, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া ধরণী-কান্তের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজকুমার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা তাঁহার এখনও শুভসূচক বলিয়া বিশ্বাস হয় নাই, তজ্জন্য তিনি কথঞ্চিৎ বিষণ্ণ ভাবাপন্ন ছিলেন; কিন্তু তদ্দণ্ডে বীরেন্দ্রসিংহ বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া বিশেষ যত্নসহকারে তাঁহাকে স্নেহ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ রাজকুমারের এতাদৃশ সাদরসম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা দর্শনে, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল বিস্মিত ও হত-বুদ্ধি হইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইবার পূর্ব্বেই ধরণীকান্ত বলিলেন, "নরেন্দ্র বাবু! আপনার সহোদরাকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য রাজকুমার অধীর হইয়াছেন; উনি তাঁহাকেই যোগ্যপাত্রী বিবেচনায় মনে মনে আত্ম-সমর্পণ ও গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিয়াছেন। এক্ষণে সর্ব্বসমক্ষে অঙ্গীকার-পালনে যত্নবান হইয়া আপনার ভগিনীকে একমাত্র সহধর্ম্মিণী বলিয়া স্বীকার করিতে সমুৎসুক; এ বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় কি? উনি ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন যে, কয়েক দিবস গত হইল, আপনার মাসীর বাটী হইতে মনোরমাকে স্থানান্তরিত করিয়া স্বদেশে লইয়া যাইবার চেষ্টায় ছিলেন। মধুপুরে লইয়া গিয়া আত্মীয় বন্ধুবর্গের সমক্ষে উৎসবকার্য্য সমাধা করিবেন, ইহাও উঁহার একান্ত অভিলাষ ছিল, কিন্তু কতকগুলি যুক্তি-সঙ্গত প্রতিবন্ধক থাকায়, উনি তখন উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হন নাই; আমি সমস্ত বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই রাজ-কুমারের নিকট অবগত হইয়াছি। বীরেন্দ্রসিংহ এ বিষয় লইয়া আপনার সহিত বিপক্ষতাচরণে লিপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, সাতিশয়

দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।” সকলেই সেই অভাবনীয় বিপদ্‌পাতের অভাবনীয় কাহিনীর আলোচনা করিতে লাগিলেন। শুধু ভ্রান্তি বশে সুখের সংসারে অশান্তি বিদ্বেষের বীজ কিরূপে অঙ্কুরিত, পল্লবিত হইয়া বিভ্রাট বাধাইয়াছে, কিরূপে নিমিষের ভুলে সংসারের সার সুখ অতল সাগরে ডুবিতে বসিয়াছে, তাহারই বিশেষ বিবরণ বীরেন্দ্র সিংহ একে একে বলিতে লাগিলেন। ‘পতিপ্রাণা মনোরমার উদ্দেশ নাই—পুত্র জন্মিল, তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না।’ হরিষে বিষাদ! ধরণীকান্ত তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, ব্যাপার বুঝিয়াছি। আমার বোধ হইতেছে, লোক-লাঞ্ছনা ভয়ে, মনোরমার পরিচারিকা সেই সদ্যজাত শিশু উহারই জনৈক ভৃত্যের হস্তে প্রদান করিয়া আসে। পরে, ভ্রাতা তাঁহার গুপ্ত প্রণয়ের বিবরণ সম্যক্‌ অবগত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া এবং রাজকুমার তাঁহার অপেক্ষায় পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া, সেই মহিলা লোকাপবাদে-ভয়ে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে এইরূপ প্রতীয়মান হইতেছে যে, উক্ত পরিচারিকা রাজকুমারের ভৃত্যের হস্তে সেই শিশু সন্তানটী প্রদান না করিয়া, অপর কোন লোকের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন; এজন্য মনোরমা ও সেই দুগ্ধপোষ্য শিশুটী এক্ষণে কোথায়, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। নরেন্দ্রবাবু! বিবেচনা করিয়া দেখুন, এক্ষণে সেই নিরুদ্দিষ্টা মনোরমা ও দুর্ভাগ্য দুগ্ধপোষ্য বালকের সন্ধান ব্যতিরেকে আমাদিগের আর কি অত্যাবশ্যক কার্য্য থাকিতে পারে!” নরেন্দ্রনাথ এই কথা শুনিয়া রাজকুমারের পদ-ধারণ পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিতে

লাগিলেন। কিন্তু তদ্দণ্ডেই রাজকুমার তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া পরস্পর দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন। উভয়েরই নয়নে অশ্রুধারা, হৃদয়ে দারুণ আবেগ, মুখে কাতরতার ছবি। অনুচরবর্গ রাজকুমার ও নরেন্দ্রনাথের চিত্ত-বিনোদনে চেষ্টা করিতে লাগিল।

এমন সময়ে অদূরপথে যতীন্দ্রমোহন অশ্বারোহণে তাঁহাদিগের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন; অন্তরাল হইতে ধরণীকান্তের প্রতি লক্ষ্য হওয়ায়, তাঁহার হৃদয় আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইল। নরেন্দ্রনাথ বন্ধুর পশ্চাৎ ভাগে উপস্থিত আছেন, তাহাও জানিতে পারিলেন; কিন্তু অপরিচিত জনৈক সম্ভ্রান্ত পুরুষ ধরণীকান্তের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেছেন দেখিয়া, সন্দিগ্ধচিত্তে তিনি অশ্বের গতি রোধ করিলেন। যুবরাজের সহিত যতীন্দ্রমোহনের আদৌ দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই।

এ দিকে ধরণীকান্ত বন্ধুর বিস্মিত ভাব বুঝিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিয়া তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য দূর করিলেন। যতীন্দ্রমোহন অশ্বারোহণে কয়েকপদ অগ্রসর হইলে, তথায় সকলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন দেখিয়া, তিনিও অশ্ব হইতে নামিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইবামাত্র রাজকুমার সাদর সম্ভাষণে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলেন। ধরণীকান্ত নরেন্দ্রনাথের সহিত গৃহ পরিত্যাগ অবধি তৎকাল পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ প্রিয় বন্ধুকে জ্ঞাপন করিলেন।

যতীন্দ্রমোহন আদ্যোপান্ত সকল সমাচার বিশেষ অবগত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে প্রিয় বন্ধুকে বলিতে লাগিলেন, "প্রিয় ধরণীকান্ত! তুমি যে ব্রতে ব্রতী হইয়া এখানে আসিয়াছ, তাহা সাঙ্গ করিতে এখনও কেন উপেক্ষা করিতেছ? মনোরমা ও নবকুমারের

সন্ধান দিয়া এই মহাত্মাদের আনন্দবর্দ্ধন ও পুরস্কার গ্রহণ কর।"

ধরণীকান্ত। তুমি ভাই যদি এখানে উপস্থিত না হইতে, তাহা হইলে সমস্ত পারিতোষিকই আমার হইত! এক্ষণে বন্ধু, লভ্যাংশের আদায় ভার তোমার উপর। আমরা উভয়ে যখন সমান অংশী, তখন আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ইঁহারা প্রফুল্ল মনে সমস্ত পুরস্কার তোমাকেই দিবেন।

রাজকুমার ও নরেন্দ্রনাথ এক মনে পারিতোষিকের কথা শুনিয়া দুগ্ধপোষ্য শিশুর সহিত মনোরমার সংবাদ জ্ঞাত হইবার জন্য একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন।

যতীন্দ্রমোহন। তার আর কি? যদি নিতান্তই পারিতোষিক লাভে বঞ্চিত হই, তথাচ আমি এই মিলনান্ত নাটকের পাত্রবিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইতে ইচ্ছা করি; কেন না আমাদেরই গৃহে মনোরমা ও শিশু সন্তানটী রহিয়াছে।

এই কথা বলিয়া যতীন্দ্রমোহন ব্যগ্রতা সহকারে নরেন্দ্র ও বীরেন্দ্র সমীপে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করিলেন। এই সংবাদে বীরেন্দ্র এরূপ হর্ষ প্রকাশ করিলেন যে, তিনি উভয় বন্ধুকেই প্রগাঢ় স্নেহের সহিত আলিঙ্গন না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না। নরেন্দ্রের হৃদয়ও আশা আগ্রহে আকুলিত ও আনন্দিত হইয়াছিল। রাজকুমার, বহুমূল্য রত্নাদি যাহা কিছু তাঁহার ধন সম্পত্তি আছে, তৎসমুদয় পারিতোষিক স্বরূপ অর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, যতীন্দ্রমোহনের বাহু যুগলোপরি মস্তক স্থাপন করিলেন। এদিকে নরেন্দ্রও বিষয় সম্পত্তি যাহা কিছু তাঁহার আপনার বলিবার আছে, সমস্ত প্রদানে

অঙ্গীকৃত হইয়া ধরণীকান্তের কর-যুগল সস্নেহে বক্ষস্থলে লই-লেন। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে যে স্ত্রীলোকটী ধরণীকান্তের হস্তে সেই সদ্যজাত শিশুটী সমর্পণ করিয়া আসিয়াছিল, তাহাকে আহ্বান করা হইল। মেনকা প্রভু নরেন্দ্রনাথকে তথায় সমাগত দেখিয়া ভয়বিকলচিত্তে কম্পিত কলেবরে উপস্থিত হইল। সেই সন্তানটী উপস্থিত লোকদিগের কাহারও হস্তে দিয়া আসিয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করা হইলে, সে প্রত্যুত্তর করিল, "না, ইহাদের মধ্যে কাহাকেও সেই ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে না।" পুনর্ব্বার তাহাকে প্রশ্ন করা হইল, "রামদাসের হাতেই ঠিক দেওয়া হইয়াছে ?" স্ত্রীলোকটী প্রত্যুত্তর করিল, "হাঁ, তাহার গলার স্বর অনুসারে, তাহারই হস্তে দিয়া আসিয়াছি।"

ধরণীকান্ত। এ স্ত্রীলোকটী যাহা যাহা বলিতেছে, সমস্তই সত্য! রামদাস ভাবিয়া তুমি আমার হাতে সেই শিশুটী দিয়াছিলে; আর বালকটীকে নিরাপদ স্থানে রাখিবার কথা আমাকে বলিয়া তুমি তথা হইতে চলিয়া গেলে।

এই কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটী রোদন করিতে করিতে বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, আমি এইরূপই করিয়াছি।" এমন সময়ে রাজকুমার পরমাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "আর আমাদের বিলাপের প্রয়োজন কি ? আমি এক্ষণে আর রাজধানী যাইব না, সমস্ত কাজ শেষ করিয়া মধুপুরে ফিরিয়া আসিব। যতক্ষণ না মনোরমার সাক্ষাৎ হইতেছে, ততক্ষণ এই সুখ কল্পনা আমার পক্ষে ছায়ার মত বোধ হইতেছে।"

বীরেন্দ্র সিংহের কথামত সকলেই শ্রীনগরাভিমুখে যাত্রা

করিলেন। সর্ব্বাগ্রে মনোরমাকে এই শুভসম্বাদ প্রদান ও তাঁহাকে বেশভূষায় সুশোভিত করিবার অভিপ্রায়ে কুমার তথায় পৌছিবার পূর্ব্বেই যতীন্দ্রমোহন অগ্রগামী হইলেন। অকস্মাৎ ভ্রাতা ও রাজকুমারের তৎসমীপে আগমন সংবাদে হয়ত ভয় বিহ্বলা রমণীর মূর্চ্ছা হইতে পারে ভাবিয়া তিনি সর্ব্বাগ্রেই অগ্রসর হইয়াছিলেন।

## নবম পরিচ্ছেদ।

যে গৃহে দুগ্ধপোষ্য বালক ও বৃদ্ধা সহচরী সহ মনোরমা, রূপের ডালি ছড়াইয়া কথোপকথনে সুখ-সাগরে নিমগ্ন ছিলেন, এক্ষণে সে গৃহটী অন্ধকারে পূর্ণ, আলোক নিবিয়াছে! সে রূপসী কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, গৃহের অভ্যন্তরে জিনিষ পত্র যথায় যেভাবে সজ্জিত ছিল, এখনও ঠিক সেই অবস্থায় রহিয়াছে। যতীন্দ্রমোহন দ্রুতপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল না! মনোরমাও দুগ্ধপোষ্য শিশুকে তথায় দেখিতে পাইবেন, আশা করিয়া আসিয়া এরূপ নীরাশ হওয়ায় তিনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে ভৃত্যদিগের নিকট তাঁহাদিগের সংবাদ লইতে লাগিলেন। কিন্তু প্রত্যুত্তরে ভৃত্যগণের মুখে অবগত হইলেন যে, তাহারা তৎ সম্বন্ধে কিছুমাত্র অবগত নহে। অভিনব বিপদ্‌পাতে তাঁহার মন এককালে বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইল; জগৎ সংসার তাঁহার পক্ষে শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

তিনি মনে মনে বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলেন, এক্ষণে সে আশা ব্যর্থ হইল। পরক্ষণে সেই বৃদ্ধারও কোন সংবাদ না পাইয়া তিনি মনে মনে অনুমান করিলেন যে, দুষ্টপ্রকৃতি বৃদ্ধার কুমন্ত্রণা-তেই দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ মনোরমা এবাটী হইতে স্থানান্তরে গিয়া-ছেন। তিনি মনে মনে যতই এই কথার আন্দোলন করিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর ততই তাঁহার মনে ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস হইল। অধিকন্তু ভৃত্যগণের মুখে তিনি অবগত হইলেন যে, যে দিবস ঐ ভদ্র মহিলা বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছেন, সেই দিনেই বৃদ্ধা বাটী হইতে অদৃশ্য হইয়াছে; আর তাহারা তাহাকে দেখিতে পায় নাই। এই অভাবনীয় ঘটনা শ্রবণে যতীন্দ্রমোহন এককালে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। এক্ষণে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, অবশ্যই বীরেন্দ্রসিংহ এ সংবাদে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইবেন; এজন্য আমাদিগের প্রতি তিনি মিথ্যাবাদী ও অহঙ্কারী বলিয়া দোষারোপ করিবেন। যতীন্দ্র-মোহন এইরূপ বিষাদ চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে রাজকুমার নরেন্দ্রনাথের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলে গৃহে প্রবেশ করিয়া যতীন্দ্রমোহনকে হস্তে মস্তক রাখিয়া মলিন বদনে বসিয়া থাকিতে, দেখিতে পাইলেন। ধরণীকান্ত বন্ধুর এরূপ ম্লান ভাব দেখিয়া কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই যতীন! কি হইয়াছে! কেন তুমি এরূপ বিষণ্ণ ভাবে, অধোমুখে বসিয়া রিহয়াছ? মনোরমা কোথায়?"

যতীন্দ্রমোহন। প্রিয় বন্ধু! আমি এখনও কেন জীবিত রহিয়াছি! আমার এ কঠোর প্রাণ দেহপিঞ্জরে কেন আবদ্ধ রহিয়াছে? অগ্রে সেই কথা জিজ্ঞাসা কর। হায়,

মনোরমা কোথায়! যে দিবস আমরা বিদেশ যাত্রা করিয়াছি, সেই দিনই সেই গৃহলক্ষ্মী ঘর আঁধার করিয়া রক্ষণাবেক্ষণে-নিযুক্তা পাপীয়সী দুষ্টা সহচরীর সহিত বাটী হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

এই মর্ম্মভেদী নিদারুণ বাক্য শ্রবণে বীরেন্দ্র সিংহ জ্ঞানশূন্য হইয়া বাতাহত কদলী তরুর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথও চৈতন্য হারাইলেন। চতুর্দ্দিক হইতে দাস দাসী লোক জন সকলে হাহাকার শব্দে রোদন করিয়া উঠিল। এমন সময়ে জনৈক ভৃত্য যতীন্দ্রমোহনের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অন্তরালে পাইয়া গোপনে জানাইল যে, যে দিবস তাঁহারা বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, সেই দিনই তাঁহার বন্ধুর ভৃত্য শিবপ্রসাদ কোন একটী রূপবতী কামিনীকে গৃহ মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছে। তাহার এইরূপ অনুমান যে, তাহারই নাম মনোরমা। যেহেতু শিবপ্রসাদ তাঁহাকে সেই নাম ধরিয়া ডাকিয়া থাকে, ইহাও সেই ব্যক্তি দুই একবার শুনিয়াছে।

এক্ষণে নবীন উদ্বেগ-লহরীতে যতীন্দ্রমোহনের হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল; তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, হয়ত সেই মহিলার সহিত ইহ জীবনে আর সাক্ষাৎ হইবে না; পুনশ্চ ভাবিলেন যে, যে কামিনী ভৃত্যগৃহে আবদ্ধা, সেই কি মনোরমা! একবার সন্ধান লওয়া যাউক, কিন্তু সে তাঁহাকে সেখানে রাখিয়াছে, কি স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছে, তাহারই বা ঠিক কি? যাহা হউক, তিনি কোন কথাবার্ত্তা ব্যতিরেকে দ্রুতবেগে, সেই ভৃত্যের গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন, কিন্তু বহির্ভাগে দ্বাররুদ্ধ দর্শনে ভৃত্য স্থানান্তরে গিয়াছে স্থির জানিয়া, হস্তস্থিত একটী চাবি

দ্বারা তালাটী উন্মুক্ত করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "মনোরমে! দরজা খুলিয়া দাও, তোমার ভ্রাতা ও স্বামী বীরেন্দ্র সিংহ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, সত্বর আসিয়া তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা কর। তোমাকে এস্থান হইতে লইয়া যাইবার জন্যই তাঁহারা অপেক্ষা করিতেছেন!" গৃহাভ্যন্তর হইতে প্রতিধ্বনিত হইল, "আপনারা কি আমার সহিত পরিহাস করিতেছেন? নিশ্চয় জানিবেন, আমি কুৎসিতা বা বৃদ্ধা নহি; কত শত রাজকুমার ও সম্ভ্রান্ত ধনশালী পুরুষ আমার পাণি-গ্রহণ জন্য আগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু এমনই দুরদৃষ্ট যে নীচ ভৃত্য এক্ষণে আমার সতীত্ব নাশে উদ্যোগী হইয়াছে।" এই কথা শ্রবণমাত্রেই যতীন্দ্রমোহন বুঝিতে পারিলেন যে, এই স্বর মনোরমার নহে। তথাপি ঘরের ভিতর হইতে বামাকণ্ঠে কে এরূপ উত্তর দিল, সবিশেষ জানিবার জন্য উৎসুক চিত্তে অনুসন্ধান করিতে অভিলাষী হইলেন। এদিকে শিব প্রসাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় যতীন্দ্রমোহনকে দেখিতে পাইয়া সে ভয়ব্যাকুল চিত্তে করযোড়ে বলিতে লাগিল, "মহাশয়! আমায় ক্ষমা করুন, আপনাদিগের অনুপস্থিতি ও আমার দুর্বুদ্ধি বশতঃ একটী বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছি, একটী স্ত্রীলোক আমার গৃহেমধ্যে লুক্কায়িত আছে। বড় বাবু! আপনার পদ-ধারণ করিতেছি, না বুঝিয়া যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, এ জীবনে এমন কর্ম্ম আর কখনও করিব না। এখন আমাকে ক্ষমা করুন। সেই রমণীর বিষয় আপনার যদি কিছু জানিবার প্রয়োজন থাকে, এই দণ্ডেই সাধিত হইবে—এই মুহূর্ত্তে সেই স্ত্রীলোকটীকে এখানে লইয়া আসিতেছি।"

ধরণীকান্ত। সে স্ত্রীলোকটীর নাম কি!

শিবপ্রসাদ। মনোরমা।

যে ভৃত্য যতীন্দ্রমোহন সমীপে আসিয়া এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিল সে ইতিমধ্যে সেই লুক্কায়িত কামিনীর সন্ধানের জন্য সত্বর শিবপ্রসাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। এই ভৃত্যদ্বয়ে পরস্পর সদ্ভাব ছিল না; এজন্য উক্ত ভৃত্য সেই কামিনীকে সঙ্গে লইয়া যথায় নরেন্দ্রনাথ, ধরণীকান্ত প্রভৃতি সকলে বসিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইবার চেষ্টায় ছিল; কিন্তু লজ্জাবতী রমণী কোন ক্রমে গৃহ হইতে বহির্গত না হওয়ায় সে ঈর্ষা প্রযুক্ত বা অন্য কোন কারণে হউক, বলিয়া উঠিল, "শিবপ্রসাদ ভায়া খুব ধরা পড়িয়াছে! ভগবানের কৃপায় আপনারা যে, এই স্ত্রীলোকটীকে পুনরায় পাইলেন, ইহাই যথেষ্ট জ্ঞান করি। এই কামিনীকে অতি গোপন ভাবে রাখা হইয়াছিল। ভায়ার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আপনাদিগের আসিতে আরো পাঁচ সাত দিন বিলম্ব হইবে; অনায়াসেই সে এই অবকাশে রমণীর জাতি ধর্ম্ম নাশ করিবে।"

নরেন্দ্রনাথ, ভৃত্যের কথা সম্যক্ শুনিতে না পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি বলিতেছ?—মনোরমা কোথায়?"

ভৃত্য। তিনি শয্যায় শুইয়া আছেন।

রাজকুমার ভৃত্যের মুখে এই কথা শ্রবণমাত্রেই সহধর্ম্মিণীর সহিত সাক্ষাৎ সম্ভাবনায় কোন কথা বার্ত্তা না কহিয়া, বিদ্যুৎ গতিতে দ্রুতপদবিক্ষেপে সেই গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন। গৃহের দ্বারদেশে উপনীত হইবামাত্র যতীন্দ্রমোহনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বীরেন্দ্র সিংহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার জীবন সর্ব্বস্ব মনোরমা কোথায়?"

শয্যায় শায়িতা সেই রমণী অকস্মাৎ গৃহমধ্যে রাজকুমারকে

দেখিতে পাইয়া ভয়ব্যাকুলচিত্তে পার্শ্বস্থিত একখানি লেপ দ্বারা বদন মণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া বলিতে লাগিল, "রাজকুমার! রক্ষা করুন। অনাথা কামিনীর সহিত পরিহাসের এ সময় নহে। স্ত্রীলোকের পক্ষে এ কার্য্য নূতন নহে।" নরেন্দ্রনাথও রাজকুমারের অনুগামী ছিলেন। তিনি সক্রোধে উক্ত রমণীর নিকটস্থ হইয়া হাত ধরিয়া গৃহ হইতে বাহিরে লইয়া আসিলেন। পরে জানিতে পারিলেন যে, সেই স্ত্রীলোকটী মনোরমা নহে, এই স্ত্রীলোকটীও অপ্রাপ্ত যৌবনা, দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহে। তাঁহাদিগের ঈদৃশ আচরণে রমণী লজ্জাভরে বদন মণ্ডল আবৃত করিয়াছিল; বেশভূষায় স্ত্রীলোকটী সামান্যবংশোদ্ভব বলিয়া বুঝা যাইতেছিল।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া রাজকুমার এতাদৃশ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে, বিদেশীয়গণ তাঁহার সহিত পরিহাস করিতেছে বলিয়া, তাঁহার প্রতীতি জন্মিল। দারুণ মনোবেদনায় আর কোন বাক্যালাপ না করিয়া, তিনি সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন। নরেন্দ্রনাথও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। উভয়ে স্ব স্ব অশ্বে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এদিকে যতীন্দ্রমোহন ও ধরণীকান্ত অপূর্ব্ব বিস্ময়কর ব্যাপারে পতিত হইয়া, ক্ষুণ্ন ও উদ্বিগ্ন চিত্তে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। রাজকুমার সমীপে এরূপ অপ্রতিভ ও অপদস্থ হইলেন, এ আক্ষেপ রাখিবার তাঁহাদের আর স্থান রহিল না।

বন্ধুদ্বয় এক্ষণে সমুদয় কার্য্যে উপেক্ষা করিয়া মনোরমার সবিশেষ সন্ধান লইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন; যতই কেন বিপদ রাশির সম্মুখীন হউন না, সে যুবতী এখন কোথায়, তাহার সন্ধান লইবেন, মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া অভীষ্ট সাধনে তৎপর হইলেন।

বীরেন্দ্রসিংহ তাঁহাদের কথায় অবিশ্বাস করিয়াছেন, মনোরমার সন্ধান করিয়া রাজকুমার সমীপে তাঁহাদিগের সরল প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করিবেন, তাঁহাদিগের উভয়ের হৃদয়ে এই আকাঙ্খা বলবতী হইল। রমণীকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া শিবপ্রসাদ কর্ম্মচ্যুত হইল এবং সেই স্ত্রীলোটীকে তদ্দণ্ডে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া যাইবার আদেশ দিলেন।

## দশম পরিচ্ছেদ।

নরেন্দ্রনাথের বাটীতেই রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ হইবে ভাবিয়া ধরণীকান্ত ও যতীন্দ্রমোহন সত্বর তথায় উপনীত হইয়া অবগত হইলেন যে, বীরেন্দ্রসিংহ স্বয়ং মনোরমার অনুসন্ধান-ভার লইয়া স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন। বন্ধুদ্বয় নরেন্দ্র বাবু সমীপে উক্ত রমণী সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, আদ্যোপান্ত উল্লেখ করিলে নরেন্দ্র বাবু উত্তর করিলেন যে, রাজকুমার তাঁহাদিগের সাধু চরিত্রের বিষয় বিশেষরূপ অবগত আছেন, এ বিষয়ে তাঁহারা কোন অংশেই অপরাধী নহেন, তিনি তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ বা বিরক্তি ভাবও প্রকাশ করেন নাই; তিনি আরও বলিলেন যে, যখন মনোরমা অপবাদ ভয়ে প্রস্থান করিয়াছেন, তখন আশা করা যাইতে পারে যে, জগদীশ্বর এক সময়ে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করাইয়া দিবেন। পৃথিবী কি এক কালে মনোরমা শিশু ও সহচরী, সকলকেই গ্রাস করিল! তাহাদের চিহ্ন মাত্র রহিল না, এও কি সম্ভব! নরেন্দ্রনাথের এবম্বিধ

বাক্যালাপে বন্ধুদ্বয়ের হৃদয় প্রবোধিত হইল। তাঁহারা স্থির করিলেন যে, কথঞ্চিৎ মনোরমার অনুসন্ধান করা যেথানে সেথানে যুক্তিসঙ্গত নহে। নরেন্দ্রনাথের মাসীমাতা ভিন্ন মনোরমার পলায়ন বৃত্তান্ত আর কেহই অবগত নহেন। নরেন্দ্রনাথ বলিলেন যে, সর্ব্ব সাধারণে প্রকাশ্যভাবে মনোরমার অনুসন্ধান করিলে, তাঁহার পক্ষে নিন্দার কথা; কারণ সাধারণে, যাঁহারা এবিষয়ে জ্ঞাত নহেন, অবশ্যই এই সংবাদে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে দোষারোপ করিতে পারে। সাধারণে ঘোষণা করিয়া এ কার্য্য করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। তবে রাজ পুত্রের সহিত পতিপ্রাণা মনোরমার মিলন করিয়া দিবেন, বন্ধুদ্বয়ের একান্ত ইচ্ছা। অথচ আমরা এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিব কি না তাহারও স্থিরতা নাই, কিন্তু সফল না হইলে লোকের নিকট আমার মুখ দেখান ভার হইবে।

এদিকে রাজকুমার রাজধানীতে উপনীত হইলে, সৌভাগ্য-লক্ষ্মী অচিরে তাঁহাকে সুখ-সাগরে নিমগ্ন করিতে উদ্যোগী হই-লেন। যে গুরুগৃহে তিনি বাল্যকালে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া ছিলেন, তথায় যাইবার জন্য তাঁহার একান্ত অনুরাগ হইল; গুরু-নিবাসাভি-মুখে অগ্রসর হইবার জন্য বীরেন্দ্র সিংহ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। জগদীশ্বরের কি মহিমা! রাজকুমার প্রণয়িনীর সন্ধানে কত দেশ বিদেশ ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কোথাও মনোরমার দর্শন পাইলেন না, সেই ব্রাহ্মণের গৃহেই মনোরমা, দুগ্ধপোষ্য বালক ও সহচরী সহ গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে ছিল; সেই গুরুদেব মনোরমা প্রমুখাৎ সবিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইয়া, এক্ষণে তাঁহাকে যাহা যাহা করিতে হইবে, সে সমস্ত পূর্ব্বেই উপদেশ দিয়া ছিলেন। এই

আচার্য্য রাজকুমারের শিক্ষা গুরু, এজন্য তাঁহার গৃহে ধনাঢ্য ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের বিলাসোপযোগী দ্রব্য সামগ্রী সদা সর্ব্বদাই সুসজ্জিত থাকিত। সময়ে সময়ে বীরেন্দ্র সিংহ গুরুগৃহে আসিয়া বাস করিতেন, দেখা সাক্ষাতে কৃতার্থ হইতেন এবং বিষয় কার্য্যে তাঁহার পরামর্শ লইতেন। গুরুগৃহে আসিবার জন্য রাজকুমারের ইচ্ছা হইয়াছে, অবিলম্বে তাহা কার্য্যে পরিণত হইল; লোক জন সমভিব্যাহারে বীরেন্দ্র সিংহ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আচার্য্য গৃহে রাজকুমারের আগমন এই নূতন নহে, তজ্জন্য গুরুদেব কুমারের সন্দর্শনে কিঞ্চিন্মাত্র বিস্মিত হইলেন না, কিন্তু কথা বার্তায় কুমারের ভগ্নহৃদয় ও নিরুৎসাহ দর্শনে গুরুদেব স্পষ্টই জানিতে পারিলেন যে, তিনি কোন দুর্ণীবার শোকে চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন।

এদিকে মনোরমা উক্ত ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে ক্ষুণ্ণমনে কালাতিপাত করিতেছেন। যুবতী নির্জ্জনে বসিয়া আপনার অদৃষ্ট কাহিনী ভাবিতেছেন, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাসে তাঁহার মন প্রাণ উদ্বেলিত হইতেছে, অশ্রুধারায় গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। কতদিনে যে অভাগিনীর কাল রাত্রি প্রভাত হইবে, পতিপ্রাণা পতির সহিত মিলিত হইবেন, তাহার কোন সম্ভাবনাই দেখিতে পাইতেছেন না। শোক তাপে জর্জ্জরিতা হইয়াও মনোরমা সুখ-তপনের আগমন প্রতীক্ষায় প্রতিমুহূর্ত্তেই আশায় বুক বাঁধিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু কত দিনে যে সতী সাধ্বীর মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে, সে সংবাদ এক মাত্র অন্তর্যামী ভগবানই জানেন! ব্যথিতপ্রাণা মনোরমা কখন ব্রাহ্মণপত্নীর নিকটে হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া অন্তর্জ্বালার কথঞ্চিৎ লাঘব করেন, কখন বা সুকোমল শিশুর মুখচন্দ্র চুম্বনে

উচ্ছৃঙ্খল হৃদয়ে ক্ষণিক শান্তিসম্ভোগ করিয়া থাকেন; কিন্তু দিবসের অধিকাংশ সময় বিরলে নয়নধারা বর্ষণেই যুবতীর কাটিয়া যায়।

একদিন মনোরমা নিভৃতে বসিয়া আপনার অতীত ঘটনাবলী মনে মনে আন্দোলন করিতেছেন, যুবতীর অজ্ঞাতসারে নয়ন যুগল হইতে বারিধারা বিগলিত হইয়া ধরাতল প্লাবিত হইতেছে, এমন সময়ে জনৈক পরিচারিকা তাহাকে সংবাদ দিল যে, রাজকুমার বীরেন্দ্র সিংহ অনুচরবর্গ সহ আচার্য্য মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, পতিপ্রাণা মনোরমা এক মনে আপনার ভবিষ্যতের কথা ভাবিতেছিলেন, সহসা পরিচারিকা মুখে রাজকুমারের আগমন সংবাদ পাইবামাত্র তিনি যুথভ্রষ্ট হরিণীর ন্যায় সচকিত ভাবে এদিক ওদিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সতী পতি সাক্ষাতে বঞ্চিতা হইয়া পুনঃ পুনঃ বিপাক বিভীষিকায় আত্মহারা প্রায় হইয়াছেন, সংসারের সাধ আহ্লাদ সকলই যুবতীর শেষ হইয়া গিয়াছে, অকস্মাৎ স্বামীর সংবাদ পাইয়া রমণী উন্মাদিনীর ন্যায় এক কালে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মনোরমার একান্ত ইচ্ছা, তদ্দণ্ডে বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইয়া স্বামীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া অন্তর্জ্বালার নিবৃত্ত করেন, কিন্তু পরক্ষণে এরূপ করিলে হয়ত আচার্য্য মহাশয় বিরক্ত হইতে পারেন, অধিকন্তু সহসা তিনি ভর্ত্তৃ সমীপে উপস্থিত হইলে, জনসমাজে তাঁহার অখ্যাতি ঘোষিত হইতে পারে, এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া যুবতী মনের দারুণ উদ্বেগ মনেই সম্বরণ করিলেন, কিন্তু প্রতিক্ষণেই সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বীরেন্দ্র সিংহ গুরুদেবকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকেন, সংসারের ভাল মন্দ সকল বিষয়েই আচার্য্য রাজকুমারের পরামর্শ-

দাতা। ইতি পূর্ব্বেই কুমারের মনোমালিন্যের বিষয় আচার্য্য পরস্পর কথাবার্ত্তায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বীরেন্দ্র সিংহ একথা সেকথার উত্থাপন করিয়া মনোগত অভিপ্রায় গুরুদেব সমীপে অপ্রকাশ রাখিতে পারিলেন না।—তিনি মুক্তকণ্ঠে আচার্য্য সমীপে হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "পিত! অপরাধ ক্ষমা করিবেন, দাস দারুণ অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া আপনার চরণ দর্শনে উপস্থিত হইয়াছে, শোক তাপে মন প্রাণ এতই ব্যথিত যে, রাজধানীতে ফিরিয়া যাইবে, সে বাসনা তাহার আর নাই। মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি যে, আপনার পদ সেবায় এ জীবন অতিবাহিত করিব। সংসারের সাধ আহ্লাদ আমার সকলই শেষ হইয়া গিয়াছে। যে সকল অনুচরবর্গ আমার সমভিব্যাহারে আসিয়াছে, এই দণ্ডে তাহাদিগকে রাজধানীতে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করুন, কাহারও আমার নিকটে থাকিবার আর আবশ্যক নাই!"

তদুত্তরে আচার্য্য বলিলেন, "বৎস! তুমি আমার প্রিয় শিষ্য, দৈব দুর্ব্বিপাকে সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে তোমার কোমল প্রাণে ব্যথা লাগিয়াছে—উতলা হইও না, ধৈর্য্য ধর। কালক্রমে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে; যে জন্য এরূপ আক্ষেপ ও পরিতাপ করিতেছ, সময়ে সে অভাব পূরণ হইবে। দুঃখের পর সুখ, সুখের পর দুঃখ এই ধারাবাহিক নিয়মে, বিশ্বপতি বিশ্বরাজ্য চালাইতেছেন, ভগবানের নীতি লঙ্ঘিত হইবে না, তুমি আমায় ভালবাস, শ্রদ্ধা ভক্তি কর, আমার কথায় তোমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে, আমি বলিতেছি—মঙ্গলময় জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন।"

বীরেন্দ্র। "গুরুদেব! আপনার কথা আমার শিরোধার্য্য, আপনার আদেশে আমি প্রকৃতস্থ হইতেছি, কিন্তু মনের গতি

এতই উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে যে, বহু সাধ্য সাধনায় তাহাকে ফিরাইতে পারিতেছি না!"

আচার্য্য। "বৎস! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকলই সময় সাপেক্ষ। বিন্দু বিন্দু জলপ্রপাতে স্রোতের উৎপত্তি, ইচ্ছা করিলেই কি সে স্রোতের গতি রোধ করা যাইতে পারে?"

বীরেন্দ্র। "গুরুদেব! এত করিয়াও যদি মনের গতি ফিরাইতে না পারি, তাহা হইলে, বোধ হয়, এ জীবন এই ভাবেই অতিবাহিত হইবে। তবে আমার উপায় কি?"

আচার্য্য। "বৎস! দারুণ দুর্ভাবনায় তোমার হৃদয় শান্তিহারা; যতক্ষণ না তোমার অভীষ্ট পূরণ হইবে, ততক্ষণ কিছুতেই তোমার মন তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে না, আমার কথা শুন, ক্ষণকালের জন্য তুচ্ছ এই সকল ভাবনা চিন্তা মনোমধ্যে আসিতে দিও না। বিষয়ান্তরে মনঃসংযোগ কর, দেখিবে এখন যে অন্তর্জ্বালায় অধীর হইতেছ, কিয়ৎপরিমাণে তাহার অবসান হইয়াছে।"

গুরু শিষ্যে এইরূপ কথা বার্ত্তায় বহুক্ষণ কাটিয়া গেল, আচার্য্য বীরেন্দ্র সিংহকে সান্ত্বনা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।

---

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

যে দিন মনোরমা রাজকুমারের গুরুগৃহে নীতা হইয়াছেন, সেই দিনই আচার্য্য মহাশয় রমণীর সবিশেষ সন্ধান লইয়াছেন। বীরেন্দ্র সিংহের আগমনের পূর্ব্বেই মনোরমা যে তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী, সে সংবাদও গুরুদেবের অজ্ঞাত নাই। রাজকুমার দারুণ মর্ম্ম

বেদনায় উৎপীড়িত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, আচার্য্য শিষ্যের মনস্তাপের কারণ সবিশেষ বুঝিতে পারিলেও যতক্ষণ না বীরেন্দ্র সিংহ মুক্তকণ্ঠে মনোরমার কথা তৎসমীপে উল্লেখ করিতেছেন, ততক্ষণ তিনি উক্ত যুবতী সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ করিবেন না, মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।

এক্ষণে আচার্য্য মহাশয় অন্তঃপুরে আসিয়াছেন, রাজকুমার সম্বন্ধে মনোরমার মনোভাব কিরূপ, সবিশেষ সন্ধান লইবার অভিপ্রায়েই তিনি কুমারকে বহির্ব্বাটীতে অপেক্ষা করিতে বলিয়া যুবতীর নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। স্বামীর আগমন সংবাদ জানিতে পারিয়াই মনোরমা সাতিশয় উৎকণ্ঠিত চিত্তে কাল-ক্ষেপ করিতেছিলেন, এক্ষণে গুরুদেবকে সম্মুখে পাইয়া তিনি গললগ্নবাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ করিয়া কর-যোড়ে কাতর বচনে বলিলেন, “হে পূজ্যপাদ পিতঃ! আপনার প্রসাদেই আজ দাসী রাজকুমারের সংবাদ পাইয়াছে, আমার যাহা কিছু আপনার অজ্ঞাত নাই, দুহিতাকে যখন পাদপদ্মে স্থান দিয়াছেন, তখন তাহার সকল ভারই আপনাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে; এখন আপনার নিকট এই অনুরোধ, রাজকুমার এখানে আসিয়াছেন কেন? সবিশেষ আমাকে বলিতে হইবে! জগদীশ্বর কি অনাথিনীর প্রতি কৃপা কটাক্ষ করিয়াছেন, দুঃখিনী কি আজ বিপদ-জাল হইতে মুক্তি পাইবে, আমার জীবনের অমানিশার আজ কি অবসান হইবে? প্রভু, আপনি আমার রক্ষা-কর্ত্তা, আপনার আশ্রয়ে আমার দুঃখের লেশ মাত্র নাই, সদা সর্ব্বদা আপনি আমার মঙ্গল

চিন্তা করেন, এখন আমার অদৃষ্টে কি ঘটিবে, সবিশেষ জানাইয়া আমার দুশ্চিন্তা দূর করুন।”

আচার্য্য। “বৎসে! রাজকুমার আমার নিকট আসিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তায় তিনি প্রয়োজনীয় কোন কথারই উত্থাপন করেন নাই। বাহ্যিক দৃশ্যে তিনি মনস্তাপিত রহিয়াছেন, সহজে বুঝিতে পারিলেও, কি জন্য তিনি যে এরূপ বিমর্ষভাবে কালক্ষেপ করিতেছেন, তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারি নাই। অবশ্য সময়ে সকল কথাই জানিতে পারিব, কিন্তু যতক্ষণ না তাঁহার মুখ হইতে কোন কথা শুনিতে পাইতেছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাকে নিশ্চিন্ত ভাবে থাকিতে হইবে।”

মনোরমা। “পিতঃ! প্রাণ যে আর ধৈর্য্য ধরে না, রাজকুমারের দর্শন লাভে বঞ্চিতা হইয়াই আমার এই শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, তিনি যখন এখানে আসিয়াছেন, অবশ্যই আপনার কৃপায় স্বামী-সন্দর্শন হইবে, কিন্তু সেই শুভক্ষণের অপেক্ষায় আর যে কালক্ষেপ করিতে পারিতেছি না, প্রতি মুহূর্ত্ত আমার পক্ষে যেন যুগ যুগান্তর বলিয়া বোধ হইতেছে।”

আচার্য্য। “মা! এ সময়ে অধীরা হইও না, তোমার দুঃখের দিন শেষ হইয়াছে, সত্বরেই রাজকুমার তোমাকে লইয়া মধুপুরে যাত্রা করিবেন। তোমার শোক তাপ, ভাবনা চিন্তা সকলই ফুরাইবে, তুমি স্বামী সোহাগিনী হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিবে। কিন্তু উতলা হইও না, পতির জন্য তোমার প্রাণ যে বিশেষ ব্যাকুল রহিয়াছে, তাহা আমি

সবিশেষ বুঝিতে পারিয়াছি, তথাচ হিন্দুললনার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে কোন ক্রমে উপেক্ষা করিও না।”

মনোরমা। “গুরুদেব! আমি অবলা, প্রাণের আবেগে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, ক্ষমা করিবেন, আপনার কথায় আমি মনকে সংযম করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেছি, কিন্তু মন যে কিছুতেই মানা মানিতেছে না, কতক্ষণে স্বামীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইবে, কখন রাজকুমার প্রফুল্ল বদনে আমার প্রতি স্নেহ-দৃষ্টি করিবেন, আমি প্রতি নিমিষেই সেই শুভক্ষণের অপেক্ষা করিতেছি।”

আচার্য্য। “মা! তোমার মনের গতি আমি সম্যক জানি, কিন্তু আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। তবে যদি একান্ত অধীরা হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমার দুগ্ধপোষ্য শিশুটীকে বিশেষ যত্ন সহকারে বেশভূষায় সজ্জিত কর, আর তোমার নিকট যে সকল বহুমূল্য মণি-মাণিক্য আছে, সেই সমস্তও বালকটীকে পরাইয়া দাও। রাজকুমার প্রদত্ত রত্নাদিতে শিশুটীকে সুচারুরূপে ভূষিত কর, অবশিষ্ট যাহা কিছু অলঙ্কারাদি থাকিবে, তাহা আমার হস্তে দিও। দেখি, ভগবান মনস্কামনা পুর্ণ করেন কি না!”

সাশ্রুলোচনে মনোরমা সেই সাধুপুরুষের পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রভুর আদেশমত শিশু সন্তানটীকে সাজাইবার জন্য সে কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে প্রবেশ করিলেন। আচার্য্য মহাশয়ও মনোরমাকে আশ্বস্ত করিয়া এবং রাজকুমার ও তদীয় অনুচর-বর্গের আহারাদির বন্দোবস্তের উদ্যোগ করিতে বলিয়া বহির্ব্বাটীতে যাইয়া পুনরায় শিষ্যের সহিত কথা বার্ত্তায় নিযুক্ত হইলেন।

কথোপকথনে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে, আচার্য্য মহাশয় কুমারকে সাদর সম্ভাষণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তোমার বিষণ্ণ বদনে দুশ্চিন্তার কালিমা রেখা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, কি জন্য তুমি এরূপ মনোকষ্টে কালযাপন করিতেছ, আমাকে সবিশেষ জানাইয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে শান্তি প্রদান কর।"

বীরেন্দ্র। "গুরুদেব! অন্তর্যাতনা বিষণ্ণ বদনে ব্যক্ত হইয়া থাকে, গোপনের অন্য উপায় নাই; চিত্ত বৈকুল্য নয়ন যুগলে লুপ্ত হইবার নহে, তাহাও জানি; আমি যে দারুণ যাতনায় কত কষ্ট ভোগ করিতেছি, বুক ফাটিয়া যাইতেছে, তথাচ মুখ ফুটিয়া কোন কথা যে বলিতে পারিতেছি না; আপনি আমার সহায়, সম্পত্তি, জগৎগুরু—অধিক আর কি বলিব? যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই করুন।"

আচার্য্য। "বৎস! অতীত ঘটনাবলী একে একে স্মৃতিপথে জাগ্রত করাইয়া আর তোমাকে বঞ্চিত করিতে আমি ইচ্ছুক নহি; তবে আমার নিকট এমন একটী সুন্দর বস্তু আছে যে, তাহা দর্শন করিবামাত্র তোমার মন প্রাণ এককালে আনন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইবে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে সামগ্রী একবার দেখিলেই তুমি মোহিত হইয়া যাইবে, কখনই তাহা নয়নের অন্তরাল করিতে পারিবে না।"

বীরেন্দ্র। "পিতা! জানি না, জগতে এমন কি সুন্দর বস্তু আছে, যাহা দেখিলে, আমার এ উদ্বেলিত হৃদয়ে শান্তি লাভ হইতে পারে! আপনি আমার আরাধ্য দেবতা, যদি কৃপা করিয়া প্রিয় বস্তু দেখাইয়া আমাকে মোহিত করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আর বিলম্ব করিবেন না, এই দণ্ডে সেই সুন্দর

সামগ্রী আমার সম্মুখে আনাইয়া এই উচ্ছৃঙ্খল চিত্তবিকার দূর করুন। সম্ভবতঃ আপনার অদ্ভুত সংগ্রহের তাহা একটী মনোরম সামগ্রী, হয়ত তদ্দর্শনে আমার নেত্র যুগল পরিতৃপ্ত হইবে, কিন্তু আমার এই মাত্র অনুরোধ যে, আর বিলম্ব করিবেন না।"

শিষ্যের কথায় গুরুদেব কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া তদ্দণ্ডে যে গৃহে মনোরমা জীবন সর্ব্বস্ব পুত্রটীকে মনোমত বেশ ভূষায় সুসজ্জিত করিয়া ক্রোড় দেশে লইয়া বসিয়া ছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। গুরুদেব গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র রমনী রাজকুমার প্রদত্ত যাবতীয় অলঙ্কারাদি সহ ক্রোড়স্থিত শিশুকে গুরুদেবের হস্তে দিয়া গললগ্ন বস্ত্রে তাঁহার পাদদেশে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন। সাধু পুরুষ "মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ হউক" এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া শিশুসন্তানসহ অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

রাজকুমারের নিকট হইতে আচার্য্য চলিয়া আসিলে, তিনি সাতিশয় কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া গুরুদেবের আগমন প্রতীক্ষায় ছিলেন। অনতিবিলম্বে আচার্য্য বীরেন্দ্র সিংহের সন্নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে অধিকতর আলোক স্থানে অগ্রসর হইতে বলিলেন। কুমার আচার্য্যের কথামত জানালা সমীপে উপ-স্থিত হইলেন, ব্রাহ্মণ সেই শিশুসন্তানটীকে বীরেন্দ্র সিংহের ক্রোড়ে সংস্থাপন করিলেন। রাজকুমার সচকিত নয়নে, ক্রোড়স্থ কুমারের অলৌকিক রূপ লাবণ্য ও তৎপ্রদত্ত মণি-মাণিক্য সর্ব্বাঙ্গ খচিত বহু মূল্য অলঙ্কারে বালককে বিভূষিত দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং উৎসুক চিত্তে তাহার

প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, বালকের প্রতি বীরেন্দ্র সিংহ যতই চাহিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর শিশুর সর্ব্বাঙ্গে আপনার প্রতিরূপ অঙ্কিত দেখিতে লাগিলেন। এরূপ বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শনে তিনি চিত্তের দারুণ উচ্ছ্বাস আর কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিলেন না, সকাতরে তিনি আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! এ বালকটী কে? কোন ভাগ্যধর এই দিব্য লাবণ্যময় কুমারের জন্ম দাতা? ইহার অপরূপ মুখশ্রী ও বেশ ভূষা দর্শনে আমার মনে জনৈক রাজ-কুমার বলিয়া প্রতীতি জন্মিতেছে! কৃপা করিয়া আমার এ সন্দেহ ভঞ্জন করিতে হইবে!"

আচার্য্য। "বৎস! এ শিশু সম্বন্ধে আমি সবিশেষ বিবরণ কিছু-মাত্র অবগত নহি। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, সম্প্রতি এই শিশুটীকে লইয়া একটী রমণী শ্রীনগর হইতে আমার আলয়ে আসিয়াছেন, স্ত্রীলোকটীর আগমন হইতেই বালকটীর লালন পালন সমস্ত ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে, ইহার গর্ত্তধারিণীও অপরূপ লাব্যণা ভদ্রকুলমহিলা; এই শিশুটীকে স্তনপান করাইবার জন্য সেই স্ত্রীলোকটীর সহিত একটী ধাত্রীও আসিয়াছে। কথায় কথায় সেই পরিচারিকাকে আমি উক্ত রমণীর পিতা মাতা সম্বন্ধে ও সবিশেষ সন্ধান জিজ্ঞাসা করায়, সে কোন যথাযথ উত্তর দিতে পারে নাই। মহিলার পরিচয় না পাইলেও তিনি যে ভদ্রকুলোদ্ভবা, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই, অধিকন্তু এরূপ গুণবতী রমণী ভারতে অদ্বিতীয় বলিলেই হয়।"

বীরেন্দ্র। "গুরুদেব! আমি যে কি সন্দেহ-দোলায় বিচলিত হইতেছি, মুখ ফুটিয়া তাহা ব্যক্ত করি, আমার সে সাধ্য নাই।

যদি আপনি অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে আমি সেই মহিলাকে একবার মাত্র দেখিতে ইচ্ছা করি।"

আচার্য্য। "কুমার! অবশ্য তোমার মন সাধ পূর্ণ করিব। তুমি আমার সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেই তাঁহার দেখা পাইবে। শিশুর রূপ লাবণ্য ও বেশ ভূষায় যদি তোমার চিত্তাকর্ষণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে উহার প্রসূতীর অসামান্য মনোরম মূর্ত্তি একবার মাত্র তোমার নয়ন গোচর হইলেই এক কালে যে তুমি মোহিত হইবে, তাহাতে আর বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাহি!"

তৎপরে আচার্য্য মহাশয় শিশুটীকে বীরেন্দ্র সিংহের ক্রোড়দেশ হইতে তুলিয়া লইবার জন্য অগ্রসর হইল, রাজকুমার বালকটীকে বাহুদ্বয় দ্বারা অপেক্ষাকৃত চাপিয়া ধরিয়া পুনঃ পুনঃ মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ব্রাহ্মণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মনোরমাকে রাজকুমারের যথাযথ অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিয়া সত্বর বহির্বাটীতে চলিয়া আসিলেন। গুরুদেবের বাক্যে স্বামী সন্দর্শনে মনোরমা স্বীকৃতা হইলেন বটে, কিন্তু তিনি এরূপ আনন্দে বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন যে, রমনীর বদনমণ্ডলে আরক্তিম আভার বিকাশ হওয়ায় তিনি অমানুষিক মূর্ত্তিধারণ করিলেন।

প্রাণের আবেগে কুমার মহিলা মূর্ত্তি দেখিবার জন্য গুরুদেবের নিকট আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, আচার্য্যের সাক্ষাৎ মাত্রেই বীরেন্দ্র সিংহ পুনরায় রমণী দর্শনের অভিপ্রায় জানাইলেন, কথামত শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া আচার্য্য মহাশয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া যে গৃহে ভুবন মোহিনী মনোরমা বসিয়া ছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বেই আচার্য্য মহাশয় মনোরমার সবিশেষ সন্ধান পাইয়াছিলেন, তিনি যে তাঁহার প্রিয় শিষ্য রাজকুমারের অঙ্ক-শোভনা, এ সংবাদও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, এই জন্য কুমার মহিলার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, তিনি শিষ্যের কথায় কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া সম্মত হইয়া ছিলেন। এক্ষণে পতির সহিত সতীর মিলন হইলে, তিনি যুবক যুবতীকে একত্র রাখিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন।

বহুদিনের পর মনোরমা তাঁহার প্রাণের উপাস্য দেবতা স্বামীকে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু লজ্জাসম্ভ্রমে সতীর মুখ হইতে একটীও বাক্য নিঃসৃত হইল না, যতক্ষণ না স্বামীর দেখা পাইয়া ছিলেন, কত হা হুতাশ, পরিতাপ করিতে ছিলেন, একবার দর্শন মাত্রেই সতী যেন অন্য ভাব গ্রহণ করিলেন,—রমণী অবগুণ্ঠনে অধোবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সহধর্ম্মিণীর এরূপ ভাবগতি দেখিয়া বীরেন্দ্র সিংহ বজ্রাহত তরুর ন্যায় হত চেতন হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিলেন, প্রাণেশ্বরের ঈদৃশ শোচনীয় ভাব দেখিয়া মনেরমা স্বামীর পাদদেশে মস্তক স্থাপন করিয়া পুনঃ পুনঃ পদ ধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং উচ্চকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিলেন। সতীর কাতরতায় বীরেন্দ্র সিংহ কোন কথা না কহিয়া, শোকের দারুণ উচ্ছ্বাসে শিশু সন্তানটিকে সেই স্থানে রাখিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

---

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বীরেন্দ্র সিংহ সত্বর বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য রামদাসকে বলিলেন "প্রিয় রামদাস! আমার দ্রুত-

গামী অশ্বে আরোহণ করিয়া এই দণ্ডে শ্রীনগরে যাও, অবিলম্বে নরেন্দ্র বাবুকে সঙ্গে লইয়া আইস; তিনি যদি এখানে আসিতে কোন প্রকারে কিছু আপত্তি করেন, তাহা হইলে আমার নাম করিয়া বলিও যে, বিশেষ প্রয়োজন আছে। আর এক কথা, তিনি আসিবার সময়ে যেন সেই দুই বিদেশীয় বন্ধু যতীন্দ্রমোহন ও ধরণীকান্তকে সঙ্গে লইয়া আইসেন। অধিক কি, তাঁহাদের সহিত আমার জীবন মরণ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাঁহারা আসিতে যেন ক্ষণবিলম্ব না করেন।

প্রভুর আজ্ঞায় দ্বিরুক্তি না করিয়া রামদাস তদ্দণ্ডে শ্রীনগরাভিমুখে যাত্রা করিল। রাজকুমারের স্বভাব চরিত্র রামদাসের সবিশেষ জানা ছিল, বীরেন্দ্র সিংহের বাল্যাবস্থা হইতে রামদাস তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত, এজন্য কুমার যখন যাহা করিয়াছেন, সকলই সে সবিশেষ জ্ঞাত আছে। সহসা প্রভু তাহাকে নরেন্দ্রনাথের নিকট কি জন্য পাঠাইতেছেন, সে ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না; তবে মনোরমার কারণ বীরেন্দ্র সিংহ মনক্ষুণ্ণাবস্থায় রহিয়াছেন, নরেন্দ্র বাবু তাঁহার সেই প্রণয়িনীর সহোদর; এ সংবাদ যে মনোরমা সম্বলিত, তাহাতে তাহার সন্দেহ রহিল না।

ভৃত্যকে বিদায় দিয়া বীরেন্দ্র সিংহ মনোরমার চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। যাঁহার অদর্শনে কুমারের আহার নিদ্রা ত্যাগ হইয়াছিল, সংসারের স্নেহ মমতা একে একে সকলই ভুলিয়াছিলেন, আমোদ প্রমোদ বিলাস বিভোগ কোন বিষয়েই দৃষ্টি ছিল না, আজ সেই সাধনার সামগ্রী সম্মুখে পাইয়াও উপেক্ষা করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, প্রণয়িনী তাঁহার পায়ে ধরিয়া অনুনয় বিনয় বাক্যে

তাঁহাকে স্তুতি করিয়াছে, কিন্তু তিনি একান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় সতীর মনোবেদনায় সহানুভূতি না দেখাইয়া অভিমান ভরে সেস্থান হইতে চলিয়া আসিয়াছেন, বহুদিনের পর দেখা সাক্ষাতে তিনি সতীর সম্মান রক্ষা করেন নাই। আদরিণীর অনাদর করিয়াছেন, এই সকল কথা যতই তিনি মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, প্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ জন্য তিনি ততই অধীর হইয়া উঠিলেন।

এদিকে মনোরমা রাজকুমারের সাদরসম্ভাষণে বঞ্চিত হইয়া মনের আক্ষেপে কতই অনুতাপ করিতে লাগিলেন। এক মাত্র সহোদরের স্নেহ মমতায় বিসর্জ্জন দিয়া তিনি যে কুমারের প্রণয় পাত্রী হইয়াছিলেন, যাঁহার জন্য তিনি যৌবনে যোগিনী সাজিয়াছেন, সংসারের সাধ আহ্লাদে বীতানুরাগিনী হইয়া অহোরাত্র মনস্তাপানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছিলেন, সেই জীবন-সর্ব্বস্ব স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইলেও অভাগিনীর অদৃষ্ট দোষে পতিপ্রেম লাভ করিতে পারিলেন না, তিনি এই নিদারুণ মনের আগুন কিছুতেই নির্ব্বাপিত করিতে না পারিয়া আচার্য্য সমীপে এক কালে হৃদয় দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন। সতী কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "পূজ্যপাদ! রাজকুমার বুঝি আমার মুখ দর্শনে বিরক্ত হইয়াছেন, নতুবা তিনি আমার প্রতি চাহিয়া দেখিয়াও কেন একটীও কথা কহিলেন না? হায়! অভাগিনী নিশ্চয়ই তাঁহার ঘৃণার পাত্রী হইয়াছে, নতুবা তিনি আমার সহিত বাক্যালাপ করিলেন না কেন? প্রীতিনিদর্শন সুকুমার তাঁহার পক্ষে কি এতই ভার বোধ হইল যে, তিনি নয়ন পুত্তলিকে ক্রোড়দেশ হইতে নামাইয়া দিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইলেন?"

মহিলার বিলাপ কাহিনী শ্রবণে দীন দয়াল আচার্য্য মহাশয়ের চক্ষে জল আসিল। মনোরমার গৃহ হইতে কুমার যখন তড়িৎ বেগে চলিয়া যান, তিনি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন; এক্ষণে মনোরমার কথায় তিনি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। অকারণ সতীর প্রাণ ব্যথিত করিয়াছেন এজন্য বীরেন্দ্রসিংহ মনঃকষ্টে কাল যাপন করিতেছিলেন, গুরুগৃহ তাঁহার পরিচিত হইলেও একাকী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না, রামদাসকে বিদায় দিয়া তিনি অনন্যমনে মনোরমার বিষয়েই চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময়ে আচার্য্য মহাশয় তাঁহার সকাশে উপস্থিত হইলেন। গুরুদেবকে দর্শন করিবামাত্র রাজকুমার আর একবার মনোরমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। পতিপ্রাণা,—সতীর প্রতি তিনি অনাদর করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, এ কার্য্য তাঁহার একান্ত গর্হিত হইয়াছে, স্ত্রীর প্রতি অনাদর করা স্বামীর কদাচ কর্ত্তব্য নহে, এই সকল কথা শিষ্যকে সম্যক্ বুঝাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে গুরুদেব উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বীরেন্দ্র সিংহ নিজকৃত অপকর্ম্মের জন্য মনস্তাপানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছেন স্থির বুঝিয়া তিনি তদ্দণ্ডে রাজকুমারের আবেদনে স্বীকৃত হইলেন।

পতি সতী পুনরায় মিলিত হইলেন। বীরেন্দ্রসিংহ সাদরে বাহুযুগল দ্বারা প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করিয়া পুনঃ পুনঃ মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই নয়নে আনন্দাশ্রুধারা বহিতে লাগিল। বহু দিনের পর দেখা সাক্ষাতে উভয়েরই প্রেম উৎস উথলিয়া উঠিয়াছে সে আমোদ প্রমোদের বিরাম নাই। পতি পত্নী এই রূপ আমোদ বিহ্বল হইয়া বহুক্ষণ ক্ষেপণ করিলেন।

যে গৃহে মনোরমা পতির সহিত প্রেমালাপে নিমগ্ন ছিলেন, তাহার সন্নিকটেই দম্পতীর নয়নপুত্তলি সুকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া বৃদ্ধা দ্বারদেশের অন্তরাল হইতে তাঁহাদের ক্রিয়া কলাপ একাগ্রচিত্তে লক্ষ্য করিতেছিল। এমন সময়ে আচার্য্য মহাশয় বীরেন্দ্র সিংহকে আহারের আয়োজন হইয়াছে সংবাদ দিবার জন্য মনোরমার গৃহাভিমুখে আসিতেছিলেন। গুরুদেবের অকস্মাৎ তথায় উপস্থিতি দেখিয়া বৃদ্ধা আপনার দোষে অব্যাহতি পাইবার সম্ভাবনায় তৎসমীপে মুক্তকণ্ঠে যুবক যুবতীর প্রেম কাহিনীর পরিচয় দিল। পতিসম্মিলনে মনোরমা মনের সুখে রহিয়াছে দাসীর মুখে সংবাদ পাইয়া গুরুদেব পরম পরিতৃপ্ত হইলেন। তিনি বাম হস্তে শিশুটীকে বক্ষে ধারণ করিয়া ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে মনোরমার গৃহে উপস্থিত হইলেন। প্রিয় শিষ্যকে প্রণয়িনী সহ মিলিত দেখিয়া দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া দম্পতীকে পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন; মধ্যে মধ্যে ক্রোড়স্থিত শিশুটীও গুরুদেবের চুম্বন লাভে বঞ্চিত হইল না। বিপ্রদেব শিষ্যের জন্য অন্নব্যঞ্জনাদি সকলই প্রস্তুত হইয়াছে সংবাদ দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন, এক্ষণে দম্পতীর পরস্পর অনুরাগ দর্শনে তিনি পরম প্রীতিলাভ করিলেন।

গুরুদেব মুখে আহারের আয়োজন হইয়াছে সংবাদ পাইবা মাত্র বীরেন্দ্র সিংহ আচার্য্যের ক্রোড়দেশ হইতে কুমারটীকে আপনার অঙ্কে গ্রহণ করিলেন এবং ভোজন স্থানে উপস্থিত হইয়া শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়াই আহার করিতে লাগিলেন।

স্ত্রী পুরুষে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহাতে উভয়েই উভয়ের নিকট হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া যে দিন হইতে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ রহিত হইয়াছিল, সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া

বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে যাহার যাহা কিছু ঘটিয়া ছিল, একে একে সমস্তই একের নিকট অন্যে ব্যক্ত করিয়া ছিল। কাহারও কোন কথা দুই জনের অবিদিত ছিল না। নিঃস্বার্থভাবে যতীন্দ্রমোহন ও ধরণীকান্ত পতি পত্নী উভয়েরই মঙ্গল জন্য বিস্তর কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, এই বন্ধুদ্বয়ের সহায়তায় দম্পতীর পরস্পরে দেখা সাক্ষাৎ হইল, স্বামী স্ত্রী উভয়েই এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন। বীরেন্দ্র সিংহ মনোরমা সকাশে বন্ধুদ্বয়কে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদানে প্রতিশ্রুত হইলেন।

প্রণয়িনীর দর্শন লাভে বঞ্চিত হইয়া বীরেন্দ্র সিংহ মনের উদ্বেগে গুরুগৃহে আসিয়াছিলেন, মনোরমা ইহ জীবনে পতি প্রেম-ভোগ করিতে হইবে না স্থির ভাবিয়াই আপনার সতীত্ব ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল ধর্ম্মাচরণে অতিবাহিত করিবেন মনস্থ করিয়াই আচার্য্য সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বামী স্ত্রী উভয়েরই মনোরথ পূর্ণ হইল।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

যতীন্দ্রমোহন ও ধরণীকান্ত রাজকুমারের নিকট অপ্রতিভ হইয়া, মনোরমার সন্ধান পাইবার জন্য বিশেষ উৎসুক চিত্তে কাল-যাপন করিতেছিলেন। তাঁহাদের নিযুক্ত পরিচারিকা রমণীকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছে, এখানে সেখানে বহু স্থানে অন্বেষণ করিয়াও সেই যুবতীর তত্ত্ব পাইতেছেন না, এজন্য বন্ধুদ্বয় সদা সর্ব্বদা ভাবিত থাকিতেন। মনোরমার সম্বন্ধে বীরেন্দ্র সিংহ তাঁহাদের আদর যত্ন করেন, কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে তাঁহাদের অদৃষ্টে

সাধে বাদ পড়িয়াছে; বন্ধুদ্বয় যুবতীর কারণ মনঃক্ষুণ্ণ ভাবে কালাতিপাত করিতেছেন, এমন সময়ে রাজকুমারের বিশ্বস্ত অনুচর রামদাসকে সঙ্গে লইয়া নরেন্দ্রনাথ তথায় উপস্থিত হইলেন।

সহসা নরেন্দ্রনাথকে সম্মুখে দেখিয়া যতীন্দ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয় নরেন্দ্র বাবু! ভগিনীর কিসন্ধান হইয়াছে? রামদাসকে সঙ্গে লইয়া যখন এখানে আসিয়াছেন, অবশ্যই কোন শুভ সংবাদ শুনিতে পাইব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

তদুত্তরে নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "যতীন্দ্র বাবু! রাজকুমারের আদেশ মত এই ভৃত্য আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে, কেন, কি জন্য, তাহার বিন্দু বিসর্গও প্রকাশ নাই। তবে রামদাসের মুখে শুনিতে পাইলাম যে, এই দণ্ডে আমরা তথায় যাইয়া উপস্থিত না হইলে, কুমারের অমঙ্গলের সম্ভাবনা আছে।"

নরেন্দ্রনাথের মুখ হইতে কথাগুলি নিঃশেষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, বন্ধুদ্বয় বীরেন্দ্র সিংহের অনুরোধ রক্ষায় উদ্যোগী হইলেন।

গুরুদেবের বহির্ব্বাটীতে বীরেন্দ্র সিংহ নরেন্দ্রনাথ ও বন্ধুদ্বয়ের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রামদাস সহ তাঁহারা তিন জনেই কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু আগন্তুকগণের প্রত্যেকেরই মুখ অপ্রসন্ন ও শোকাচ্ছন্ন; সকলেই মনোরমার সবিশেষ সংবাদ জন্য উৎকণ্ঠিত ও উদ্বিগ্ন, বাহ্য মুখশ্রীতেই তাঁহাদের যে মনে স্ফূর্ত্তি নাই সহজেই জানিতে পারা যায়। বীরেন্দ্র সিংহ তাঁহাদিগকে বিশেষ আদর অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু মৌখিক ভাবে মনোরমার যে সন্ধান পাইয়াছেন সে সংবাদ আদৌ প্রকাশ করিলেন না। তাঁহারা আসন গ্রহণ করিলে, কুমার স্বয়ং উপবেশন করিলেন এবং নরেন্দ্রনাথকে সম্ভাষণ

পূর্ব্বক বলিলেন, "প্রিয় নরেন্দ্র বাবু! আপনি স্থির জানিবেন, আমি আপনার সহোদরার সহিত কোন প্রকার চাতুরী বা প্রতারণা করি নাই, আমার নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে এক মাত্র ভগবানই সাক্ষী আছেন। আমি প্রকাশ্যে তাঁহার পাণিগ্রহণের জন্য কত শত বার বিনীতভাবে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম, এ সংবাদ সম্ভবতঃ আপনারও অবিদিত নাই। পরিণয়োৎসব সমারোহে সুসম্পন্ন হয় একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সাংসারিক ঘটনাচক্রে মনের সাধ পূর্ণ না হইলেও, আমি গান্ধর্ব্ব মতে তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছি, তিনি আমার সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন; ধর্ম্মতঃ তাঁহার ভরণ পোষণের জন্য আমিই দায়ী। কিন্তু আমার সেই হৃদয়ানন্দদায়িনী এখন কোথায়? মনোরমার সন্ধান কারণ কত দেশ বিদেশে, জল স্থলে ঘুরিয়া বেড়াইলাম, কত কষ্ট সহ্য করিলাম, কোথাও ত তাঁহার দেখা পাইলাম না। অশরীরীর মত এরূপ ছায়া পথে ভ্রমণ করিয়া আর কত দিন কাটাইব? তাহাকে হারাইয়া সংসার যেন নিবিড় অরণ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। আর এ কষ্ট সহ্য হয় না। সাধের যৌবনই যদি বিফলে কাটিয়া যায়, তাহা হইলে সংসার ধর্ম্মে আর প্রয়োজন কি? তাহাতে আমি যুবা পুরুষ, বিলাসের দাস, মনোরমার অপেক্ষায় থাকিতে প্রাণ আর ধৈর্য্য মানিতেছে না! আপনার সহোদরার পাণিগ্রহণের পূর্ব্বেই আমি এই গ্রামের একটী সুন্দরী কন্যার সহিত বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হইব অঙ্গীকার করিয়াছিলাম; কিন্তু মনোরমার সারল্য ও অকৃত্রিম প্রেম নিদর্শনে, আমি তাঁহাকেই আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলাম। প্রেম প্রতিমার দিব্য রূপলাবণ্য মোহিত হইয়া, তাঁহাকেই হৃদয়াসনে সযতনে বসাইয়াছিলাম, পূর্ব্ব দৃষ্ট মোহিনীমূর্ত্তি অন্তররাজ্য হইতে অপসৃত হইয়াছিল, এখন

মনোরমার অবর্ত্তমানে শূন্য সিংহাসনের অধিকারিণী কে, তাহা আমি কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না! কিন্তু এ ভাবে আর কতদিন কাটাইব? তাই বলিতেছি যে, পূর্ব্বকথিত কন্যাটীর এখনও বিবাহ হয় নাই, তিনি এ বাটিতে উপস্থিতও আছেন, এ বিষয়ে আপনাদের মতামত জানিলে, আমি তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল আমোদ-প্রমোদে কাটাইতে ইচ্ছা করি।"

সহোদরার সপত্নীর কথা রাজকুমারের মুখ হইতে যখন বাহির হইতেছিল, নরেন্দ্রনাথ অতিকষ্টে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন; তাঁহার মুখশ্রী এককালে বিকৃত হইয়া ছিল, অধিকন্তু তিনি শোক তাপে এরূপ অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তদ্দণ্ডেই সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন।

মুখে ম্রিয়মান হইলেও, দারুণ ক্রোধানলে নরেন্দ্রনাথের হৃদয় ক্ষেত্র যে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছিল, তাহার লক্ষণ সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাষিত হইতেছিল। যতীন্দ্রমোহন ও ধরণীকান্ত বীরেন্দ্র সিংহের কোন কথায় দ্বিরুক্তি না করিলেও উভয়েই মনে মনে কুমারের প্রতি একান্ত অপ্রসন্ন হইয়াছিলেন, উভয়েই কুমারকে অন্য রমনীর পাণিগ্রহণ করিতে দিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং সর্ব্বপ্রকারে নরেন্দ্র নাথের সহানুভূতির ভাব দেখাইয়াছিলেন।

বীরেন্দ্র সিংহ উপস্থিত তিন জনেরই মুখে দারুণ অশান্তির লক্ষণ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সকলেই তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছে, অধিকন্তু যতীন্দ্রমোহন এই বিবাহ সম্বন্ধে হন্তারক হইয়া যদি তাঁহার বা তিন জনেরই প্রাণ নাশ

হয়, তাহাতেও পরাঙ্মুখ হইবেন না বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, এ সংবাদও জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি সমাগত সকলকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "নরেন্দ্র বাবু! ক্রোধ সম্বরণ করুন, শান্ত হউন, আপনাদের কোন কথা উত্থাপনের পূর্ব্বেই আমি যাহার পাণিগ্রহণ করিব বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছি, সেই রূপবতীকে আপনাদের সমক্ষে আনিয়া দেখাইতেছি। রমণীর মনমোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে, আপনারা কোন ক্রমেই আমার প্রস্তাবে অসম্মত হইবেন না; মহা ভ্রমে পতিত হইয়া আপনারা আমার প্রতি বিরূপ হইতেছেন, সে রমণী আপনাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেই আপনারা আমার কথার সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবেন।" এই কথা বলিয়া রাজকুমার অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন। তাঁহার কথা মত মনোরমা বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া বসিয়াছিলেন, প্রতিমুহূর্ত্তেই স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে বীরেন্দ্র সিংহ প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

এদিকে রাজকুমার বৈঠকখানা গৃহ হইতে বাহির হইবামাত্র, ধরণীকান্ত গাত্রোত্থান করিয়া যেখানে নরেন্দ্রনাথ বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে উপবেশন করিয়া তাঁহার হাত দুটী ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন, ভাই নরেন্দ্রনাথ! জগদীশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, যদি আমার ভদ্রবংশে জন্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি কখনও রাজকুমারের এ ঘৃণিত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে দিব না। আমরা যদি তাঁহার এ বিষয়ে পোষকতা করি, নিশ্চয় জানিও, জগতে আমাদের মত কুলাঙ্গার আর দ্বিতীয় নাই। হয় রাজকুমার আমাদের হস্তে নিহত হইবেন, নতুবা আপনার সহো-

দয়াকে তিনি যে পত্নীভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সত্য তাঁহাকে পালন করিতে হইবে। আর এক কথা, আমরা বীরেন্দ্র সিংহের নিকট হইতে একটী নির্দ্দিষ্ট সময় করিয়া লইব এবং কোথায় আছেন, সবিশেষ সন্ধান লইব। এই সময়ের মধ্যে রাজকুমার কদাচ অন্য কন্যাকে বিবাহ করিতে পাইবেন না। আমরা যখন স্থির জানিব যে, সেই লাবণ্যময়ী ইহসংসার ত্যাগ করিয়াছেন, তখন কুমারের প্রস্তাবিত বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের আর কোন ওজর আপত্তি থাকিবে না।" তদুত্তরে যতীন্দ্রমোহন বলিলেন, "বন্ধু যে প্রস্তাব করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার অন্যমত নাই, মনোরমা জীবিতা থাকিতে রাজকুমার কদাচ বিবাহ করিতে পাইবেন না।"

তিন জনে পরস্পর এইরূপ বাক্যালাপ করিতেছেন, এমন সময়ে আচার্য্য মহাশয় শিষ্য ও শিষ্যপত্নী সমভিব্যাহারে বৈঠকখানা গৃহের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন; তাঁহাদের পশ্চাদ্ভাগে সুকুমার ক্রোড়ে ধাত্রী ও জনৈক প্রহরী আসিয়াছে। নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে সহোদরার প্রতি পতিত হওয়ায়, এরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্যের অকস্মাৎ সংঘঠনে, তিনি বিশেষ সন্দিগ্ধচিত্তে দাঁড়াইয়া উঠিয়া মনোরমার সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং সত্য সত্যই ভগিনীকে দেখিতে পাইয়া বাষ্পাকুল লোচনে বীরেন্দ্র সিংহের পাদদেশ ধারণ করিলেন, ক্ষণকালের জন্য তিনি নীরব ও নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন; যুবকের মুখ হইতে একটী কথাও নিঃসৃত হইল না, সসম্ভ্রমে রাজকুমার তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া প্রণয়িনীর পার্শ্বে দাঁড় করাইলেন। যতীন্দ্রমোহন ও ধরণীকান্ত বিস্মিতবদনে বীরেন্দ্র সিংহের মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিলেন।

ইত্যবসরে রাজকুমার ধাত্রীর ক্রোড় হইতে স্বহস্তে শিশুটীকে গ্রহণ করিয়া নরেন্দ্রের হস্তে কুমারকে প্রদান করিয়া বলিলেন," ভাই! তোমার ভাগিনেয়কে লও। এটি আমার নয়ন পুত্তলী বংশধর। এক্ষণে পুত্র কলত্র লইয়া আমি স্বদেশ যাত্রা করি। যাঁহার প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হইয়া আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি, ইনিই আমার সেই সংসারসঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী।"

নরেন্দ্রনাথের পক্ষে রাজকুমারের কথার প্রত্যুত্তর দুই এক কথায় সমাপ্ত হইবার নহে, তিনি এতাবৎকাল দারুণ চিত্তবিকারে অধীরভাবে কালযাপন করিতেছিলেন, অকস্মাৎ এরূপ অপূর্ব্ব ঘটনায় তিনি উদ্বেলিত হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া মনোরমা-সংক্রান্ত আদ্যোপান্ত বিবরণ বিবৃত করিতে লাগিলেন, কথাপ্রসঙ্গে ভগ্নীপতির যথেষ্ট স্তুতিবাদ হইল।

যতীন্দ্রমোহন ও ধরণীকান্ত উভয়েই একে একে রাজকুমার, মনোরমা ও নরেন্দ্রনাথের যথেষ্ট গুণকীর্ত্তন করিলেন। তদুত্তরে বীরেন্দ্র সিংহ উক্ত বন্ধুদ্বয়ের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহারা দুই জনে প্রতিপদে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়াই এরূপ শুভ-সম্মিলন হইল, স্পষ্টাক্ষরে জানাইলেন। নরেন্দ্রনাথও ভগ্নীপতির কথার পোষকতা করিলেন।

আচার্য্য মহাশয় এতক্ষণ নীরব ছিলেন, তাঁহার মুখ হইতে একটীও কথা নিঃসৃত হয় নাই। সকলের কথাবার্ত্তা শেষ হইলে, তিনি সর্ব্বাগ্রে যতীন্দ্রমোহন ও ধরণীকান্তের সুখ্যাতি করিলেন, তৎপরে নরেন্দ্রনাথের বংশমর্য্যাদার ও স্বভাব চরিত্রের গৌরব করিয়া বীরেন্দ্র সিংহ ও মনোরমাকে মাঙ্গলিক বচনে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ধাত্রী সহ মনোরমা অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন, যতীন্দ্রমোহন ও ধরণীকান্ত রমণীর পরিচিত হইলেও, অবগুণ্ঠনবতী ভদ্রমহিলা সে স্থানে অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলেন না, লজ্জা ভয়ে যুবতী এক কালে জড়সড় হইয়াছিলেন, পতির অনুরোধে তিনি পরপুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহাতে স্বয়ং স্বামী ও গুরুদেব। রমণীকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। পতি সতীর আরাধ্য দেবতা। রণে বনে সতী স্বামীর সহানুগামিনী, মনোরমা পতির কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া বহির্বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এদিকে আনন্দ উৎসবের যথাযথ আয়োজন হইল, বহুকালের পর সতী পতির দেখা পাইল, বীরেন্দ্র সিংহের সহিত নরেন্দ্রনাথের মনোবিবাদ ঘুচিল, যতীন্দ্রমোহন ও ধরণীকান্ত যে উদ্দেশ্যে এত দিন পরিশ্রম ও কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন, জগদীশ্বরের কৃপায় উভয়েরই সে মনসাধ পূরিল। আচার্য্য মহাশয় রাজকুমারকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন, স্নেহ মমতা করিতেন, শিষ্যের মনঃকষ্টে তাঁহার সরল হৃদয়ে ব্যথা লাগিয়াছিল, তিনি যে শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, আজ তাহা আসিয়াছে।

সতী পতি যে পবিত্র প্রেমডোরে বাঁধা পড়িয়াছেন, উত্তরোত্তর সেই দাম্পত্য প্রণয়ের বৃদ্ধি হউক, ইহজীবনে যেন বিচ্ছেদযাতনা ভোগ করিতে না হয়, সকলেরই মুখে এই ভাবের মাঙ্গলিক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। এই শুভসম্মিলনের নিদর্শন স্বরূপ আচার্য্যের আবাসবাটী সেই দিন হইতে "লালকুঠি" নামে অভিহিত হইল। রাজকুমার গুরুগৃহ সংস্কার জন্য বহুমুদ্রা প্রদানে অঙ্গীকৃত হইলেন, এবং এই শুভদিন যাহাতে লোকের চিরস্মরণীয় থাকে, তজ্জন্য সেই স্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

# উপসংহার।

নশ্বর জগতে চিরস্থায়ী কিছুই নহে। বীরেন্দ্রসিংহ জননীর অসন্তোষ কারণ এতাবৎকাল সহধর্ম্মিণীকে স্বরাজ্যে লইয়া যাইতে পারেন নাই, মনোরমা ভ্রাতার গৃহে বাস করিতেছিলেন, এখন রাজমাতা ইহজগতে আর নাই, যুবতী ভর্ত্তৃগৃহে নীতা হইয়াছেন। পুরবাসিগণ সকলেই কুমার-পত্নীর স্বভাব চরিত্রের সবিশেষ পরিচয় পাইয়া, তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রাজ অন্তঃপুরে বীরেন্দ্র-বনিতার আদর যত্নের পরিসীমা রহিল না, মনোরমা সুখ স্বচ্ছন্দে মনের সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

প্রাসাদে যতীন্দ্রমোহন ও ধরণীকান্ত উচ্চপদে নিযুক্ত হইলেন, বহুমূল্য মণিমাণিক্য খচিত রত্নালঙ্কারাদি তাঁহারা যথেষ্ট উপহার পাইলেন। কুমার বীরেন্দ্রসিংহ উভয়কেই প্রকৃত বন্ধু স্থানে আসন দিয়াছিলেন, উত্তরোত্তর সেই সখ্যতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কোন পক্ষেই সদ্ভাবের অভাব রহিল না।

বীরেন্দ্র সিংহের বিশ্বস্ত ভৃত্য রামদাস ও মনোরমার সহচরী —দুগ্ধপোষ্য শিশুর ধাত্রী, রাজকোষ হইতে বহু অর্থ পুরস্কার পাইল। জীবন যাপন সম্বন্ধে উভয়েরই অভাব ঘুচিল।

দিনে দিনে দম্পতী পবিত্র প্রণয়পাশে জড়িত হইয়া প্রীতিনিদর্শন দুইটী কন্যা ও আর একটী পুত্ররত্নের পিতা মাতা হইলেন। পতি সতী তনয় তনয়া লইয়া সংসারের সাধ আহ্লাদ মিটাইতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রনাথ কখন নিজ বাটীতে, কখনবা ভগ্নীপতির গৃহে অবস্থিতি করিয়া মনের সুখে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

তিনি যৌবনের সূত্রপাতে দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সহসা ভার্য্যার মৃত্যু হওয়ায় সংসারানুরাগ তাঁহার হ্রাস হইয়াছিল।

মনোরমার অনুসন্ধানকালে শিবদাসের গৃহে যে স্ত্রীলোকটী দৃষ্ট হইয়াছিল, যতীন্দ্রমোহন ও ধরণীকান্ত সেই রমণীর সহিত ভৃত্য শিবদাসকে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ করিলেন, এই বিবাহ উৎসবে তাঁহারা যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, বীরেন্দ্র সিংহ ও মনোরমা উভয়েই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে যতীন্দ্রমোহন ও ধরণীকান্ত উভয়ে স্বদেশ যাত্রা করিলেন।

বিদেশে আসিয়া নরেন্দ্রনাথ ও রাজকুমার বীরেন্দ্রনাথের সহিত যতীন্দ্রমোহন ও ধরণীকান্তের যে আলাপ পরিচয় হইয়াছিল, পরস্পর দৃঢ় সখ্যতা-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়াছিলেন, দূরদেশে থাকিয়াও পত্রাদি দ্বারা সেই বন্ধুত্বের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

রাজকুমার প্রদত্ত অর্থে আচার্য্য মহাশয় আবাস বাটীর যথাযথ সংস্কার ও দেবদেবীর মূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া অতিথিশালা, দেব-সেবাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে সংযত থাকিয়া শান্তিসুখে মনের আনন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

মধুপুর ও শ্রীনগরে চিরশান্তি বিরাজ করিল।

সম্পূর্ণ।